জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

ষষ্ঠ খণ্ড

CamScanner

ষষ্ঠ খণ্ড

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-২৩:	খসড়া জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫	৩
পরিশিষ্ট-২৪:	খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত	৮
পরিশিষ্ট-২৫:	খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের সারাংশ	১০৭
পরিশিষ্ট-২৬:	জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (সমন্বিত খসড়া)	১৩১
পরিশিষ্ট-২৭:	জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত	১৪৬
পরিশিষ্ট-২৮:	জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ায় প্রস্তাবিত অঙ্গীকারনামা বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামত ও মতামতের সারাংশ	৩১৪

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য

পরিশিষ্ট-২৩

খসড়া জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাটকরে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ই অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনসংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১শে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তী সময়ে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান,নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচারবিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা।কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সংবলিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ই মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০শে মার্চ থেকে ১৯শে মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নলিখিত **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’**রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটেরপারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবংএসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবি	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-২৪

খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত

আমার বাংলাদেশ পার্টি
AB PARTY
ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দল

সাম্য
মানবিক মর্যাদা
সামাজিক সুবিচার

'জুলাই জাতীয় সনদ' ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

* প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যারাটি লিখা হয়েছে তা শুরুতে না দিয়ে নিম্নের প্যারাটি শুরুতে (ভূমিকা) সংযুক্ত করা যেতে পারে।

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২' র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দূ:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্ধ্বে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

* প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যারাটি লিখা হয়েছে তা শেষাংশে অর্থাৎ ঐকমত্যের বিষয়গুলো উল্লেখের পূর্বে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

* (১) পটভূমি শিরোনামে ৪ টি প্যারা রয়েছে। প্রথম দুটি প্যারা সামান্য পরিমার্জন সাপেক্ষে অবিকল রাখা যেতে পারে।

* তৃতীয় প্যারাটি নিম্নোক্তভাবে লিখা যেতে পারে–

দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে

আমার বাংলাদেশ পার্টি AB PARTY
Shaiham Sky view Tower (4th Floor) 45 Bijoynagar, Dhaka-1000. +88 09678 771577, +88 01888 012 444
ABPartyBD ABPARTY20 abparty2020@gmail.com www.abparty.org

রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো' র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের সামনে থামতে বাধ্য হয় নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

* পটভূমির ৪র্থ প্যারাটি এই প্যারার সাথে মিল রেখে মৃদু সংশোধিত রুপে রাখা যেতে পারে।

এরপর (২), (৩), (৪), (৫) যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে তা রাখা যেতে পারে।

* জুলাই জাতীয় সনদ অঙ্গীকারনামার ক্ষেত্রে প্রথম যে ভূমিকাটি লেখা হয়েছে তা ঈষৎ সংশোধিত আকারে এখানে স্থানান্তর করা যেতে পারে– নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্য পোষণ করে অঙ্গীকার করছি যে,

(১) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।
(২) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।
(৩) এর অধিকাংশ বাক্য ঠিক থাকতে পারে, তবে শেষাংশে– সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে না হয়ে "সরকার গঠনের অব্যবহিত পর" বা "সংসদের প্রথম অধিবেশনে" । উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।
(৪) এ "তা দ্রুত সময়ে অনুর্ধ এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি" সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছি।
(৫), (৬), (৭) অবিকল রাখা যেতে পারে।

ধন্যবাদান্তে–

মজিবুর রহমান ভূঁইয়া (মঞ্জু)
চেয়ারম্যান
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

আমার বাংলাদেশ পার্টি AB PARTY
Shaiham Sky view Tower (4th Floor) 45 Bijoynagar, Dhaka-1000. +88 09678 771577, +88 01888 012 444
ABPartyBD ABPARTY20 abparty2020@gmail.com www.abparty.org

আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

*প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যারাটি লিখা হয়েছে তা শুরুতে না দিয়ে নিম্নের প্যারাটি শুরুতে

(ভূমিকা) সংযুক্ত করা যেতে পারে।

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২’র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দু:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

*প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যারাটি লিখা হয়েছে তা শেষাংশে অর্থাৎ ঐকমত্যের বিষয়গুলো উল্লেখের পূর্বে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

*(১) পটভূমি শিরোনামে ৪ টি প্যারা রয়েছে। প্রথম দুটি প্যারা সামান্য পরিমার্জন সাপেক্ষে অবিকল রাখা যেতে পারে।

*তৃতীয় প্যারাটি নিম্নোক্তভাবে লিখা যেতে পারে—

দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো’র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের

সামনে থামতে বাধ্য হয় নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

*পটভূমির ৪র্থ প্যারাটি এই প্যারার সাথে মিল রেখে মৃদু সংশোধিত রুপে রাখা যেতে পারে।

এরপর (২), (৩),(৪),(৫) যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে তা রাখা যেতে পারে।

*জুলাই জাতীয় সনদ অঙ্গীকারনামার ক্ষেত্রে প্রথম যে ভূমিকাটি লেখা হয়েছে তা ঈষৎ সংশোধিত আকারে এখানে স্থানান্তর করা যেতে পারে— নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্য পোষণ করে অঙ্গীকার করছি যে,

(১) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।

(২) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।

(৩) এর অধিকাংশ বাক্য ঠিক থাকতে পারে, তবে শেষাংশে— সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে না হয়ে "সরকার গঠনের অব্যবহিত পর" বা "সংসদের প্রথম অধিবেশনে"। উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

(৪) এ "তা দ্রুত সময়ে অনুর্ধ এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি" সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

(৫), (৬), (৭) অবিকল রাখা যেতে পারে।

ধন্যবাদান্তে —

মজিবুর রহমান ভূঁইয়া (মঞ্জু)
চেয়ারম্যান
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

৩০ জুলাই ২০২৫

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২’র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দূ:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্‌্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্‌্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

জাতীয় সনদের পটভূমি

(১) ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের

তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো'র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের সামনে থামতে বাধ্য হয় তার নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

এই পরিবর্তণ ও বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) **সংস্কার কমিশন গঠন:** বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

(৩) **জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন:** জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

(৪) **কমিশনের কার্যক্রম:** জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের

জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুশ্রুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

(৫) **ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ**

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বরে আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বরে আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয়ে অর্ন্তভুক্ত হব।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাক্সক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সরকার গঠনের অব্যবহিত পর" বা "সংসদের প্রথম অধিবেশনে" সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো সরকার গঠন পরবর্তী ১ বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর

নাম ও পদবী

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম

স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৩০ জুলাই ২০২৫

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২’র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দূ:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

জাতীয় সনদের পটভূমি:

(১) ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো’র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের

সামনে থামতে বাধ্য হয় তার নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

এই পরিবর্তণ ও বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

(৩) জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

(৪) কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বরে আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বরে আলোচনা শেষে যে সকল বষিয়ে ঐকমত্য হবে সইে সকল বষিয় অন্তর্ভুক্ত হব।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাক্সক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সরকার গঠনের অব্যবহিত পর” বা “সংসদের প্রথম অধিবেশনে” সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো সরকার গঠন পরবর্তী ১ বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর

নাম ও পদবী

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম

স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

*প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যরাটি লিখা হয়েছে তা শুরুতে না দিয়ে নিম্নের প্যারাটি শুরুতে

(ভূমিকা) সংযুক্ত করা যেতে পারে।

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২’র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দূ:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

* প্রস্তাবনার শুরুতে যে প্যরাটি লিখা হয়েছে তা শেষাংশে অর্থাৎ ঐকমত্যের বিষয়গুলো উল্লেখের পূর্বে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

*(১) পটভূমি শিরোনামে ৪ টি প্যরা রয়েছে। প্রথম দুটি প্যরা সামান্য পরিমার্জন সাপেক্ষে অবিকল রাখা যেতে পারে।

*তৃতীয় প্যারাটি নিম্নোক্তভাবে লিখা যেতে পারে-

দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো’র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের সামনে থামতে বাধ্য হয় নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

*পটভূমির ৪র্থ প্যারাটি এই প্যারার সাথে মিল রেখে মৃদু সংশোধিত রুপে রাখা যেতে পারে।

এরপর (২), (৩),(৪),(৫) যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে তা রাখা যেতে পারে।

*জুলাই জাতীয় সনদ অঙ্গীকারনামার ক্ষেত্রে প্রথম যে ভূমিকাটি লেখা হয়েছে তা ঈষৎ সংশোধিত আকারে এখানে স্থানান্তর করা যেতে পারে- নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্য পোষণ করে অঙ্গীকার করছি যে,

(১) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।

(২) যেভাবে আছে ঠিক থাকতে পারে।

(৩) এর অধিকাংশ বাক্য ঠিক থাকতে পারে, তবে শেষাংশে- সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে না হয়ে "সরকার গঠনের অব্যবহিত পর" বা "সংসদের প্রথম অধিবেশনে"। উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

(৪) এ "তা দ্রুত সময়ে অনুর্ধ এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি" সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

(৫), (৬), (৭) অবিকল রাখা যেতে পারে।

ধন্যবাদান্তে-

মজিবুর রহমান ভূঁইয়া (মঞ্জু)

চেয়ারম্যান

আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

৩০ জুলাই ২০২৫

'জুলাই জাতীয় সনদ' ২০২৫ (খসড়া প্রস্তাবনার ওপর এবি পার্টির সংশোধনী মতামত)

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম, ৪৭ এর স্বাধীনতা অর্জন, ৫২'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা পুরোটাই গণতন্ত্র অভিমূখী এক অদম্য বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এক ফ্যাসিবাদী দু:শাসন আমাদের সকল অর্জনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। গুম, খুন, সীমাহীন লুটপাট আর নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দমে যায়না বাংলাদেশ। পাশবিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর চলে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহ বার বার জানান দেয় বঞ্চিত শোষিতের জয় অবধারিত। শত সহস্র জীবন আর রক্তস্রোত পেরিয়ে অবশেষে ধরা দেয় জুলাই অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৪০০ শহীদের মহান আত্মদান, হাজার হাজার আহত-পঙ্গুত্বের হার না মানা লড়াই, দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সর্বস্তরের জনমানুষের গণপ্রতিরোধে পালিয়ে যায় রক্তচোষা ফ্যাসিস্ট। ৫ আগস্ট ২০২৪ মুক্ত হয় বাংলাদেশ। নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে গণতন্ত্রের।

জাতীয় সনদের পটভূমি

(১) ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক সকল আন্দোলনকে হিংসাত্মক কঠোরতা দিয়ে দমন করে অবৈধ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এই পটভূমিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। রাজপথে প্রবাহমান রক্ত, জেল, জুলুম নির্যাতন গণমানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের তরঙ্গমালা ছড়িয়ে দেয়। সন্তানসহ নারীরা নেমে আসে রাস্তায়, শ্রমিকেরা কাজ ফেলে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গে শামিল হয় তাতে। রাজনৈতিক কর্মীরা মত, পথ, বিভেদ ভুলে ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। আলেম, ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, খেলোয়াড়, প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধা, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা সমর্থন জানায়। মুহুর্মুহু গুলির সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয় শিশু, নারীসহ এক হাজার চারশো'র বেশী নিরস্ত্র নাগরিক। আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে বিশ হাজারের বেশী মানুষ। রক্তবিধৌত পথে আটকে যায় খুনী স্বৈরশাসক। লাশের স্তুপের

সামনে থামতে বাধ্য হয় তার নৃশংস রাইফেলের ট্রিগার। এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন করে আবার মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাল সবুজের পতাকায় আবার উঠে ৫২, ৬২, ৬৯ আর ৭১ এর ঢেউ।

এই পরিবর্তণ ও বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) **সংস্কার কমিশন গঠন:** বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

(৩) **জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন:** জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

(৪) **কমিশনের কার্যক্রম:** জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

(৫) **ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ:** (পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম র্পবরে আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় র্পবরে আলোচনা শেষে যে সকল বষিয়ে ঐকমত্য হবে সইে সকল বষিয় অর্ন্তভুক্ত হব।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সরকার গঠনের অব্যবহিত পর" বা "সংসদের প্রথম অধিবেশনে" সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো সরকার গঠন পরবর্তী ১ বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর

নাম ও পদবী

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারি চাকরির ১ম ও ২য় শ্রেণিতে কোটা প্রথা বিলুপ্ত হয়, কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে আবারও ৩০% কোটা ফিরিয়ে আনার পটভূমিকায় ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে একটা পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী গুলি করে মানুষ হত্যা শুরু করলে কোটা সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনে বিপুল ছাত্র- শ্রমিক- জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়।

জুলাই সনদে ২০১৮ কোটা সংস্কার আন্দোলনের ভূমিকা যুক্ত করতে হবে।

এটা আমাদের দাবির মধ্যে একটা।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ে বারবার রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামতের আলোচনা ঘুরে ফিরে এসেছে। এটা নির্দেশ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রয়োজনে রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে (আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন) একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় (বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়) ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার

ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (অঙ্গীকার করছি);

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (অঙ্গীকার করছি);

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

তারিখ ঃ ০৩/০৮/২০২৫খ্রিঃ

বরাবর
অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি,
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

জনাব
শুভেচ্ছা নেবেন।
জুলাই সনদ ২০২৫ খসড়া এর সংশোধিত মতামত গণফোরামের পক্ষ থেকে প্রদান করা হল।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সনে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে পাকিস্থান হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে। ***এমনকি ১৯৯০ সনে প্রণীত তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।***

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ***এবং রাষ্ট্রকে ক্রমাগত স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত করে।*** দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

১

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় গণআকাঙ্খায় রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। ***রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে ৭২ সনের প্রণীত সংবিধানের যথাযথ সংশোধন***, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ***রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি*** দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

ধন্যবাদসহ

ডা. মো. মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক, গণফোরাম।

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-**শ্রমিক**-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে **শোষন ও বৈষম্যহীন** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান **স্বাধীনতা যুদ্ধের** মধ্য দিয়ে যে একটি **শোষন ও বৈষম্যহীন** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও **তা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে**। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে **গড়ে তোলা ও** পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে **আওয়ামীলীগ** দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস **ও ভীতির** রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে **এবং কার্যত এক দলীয় বাকশালী ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করে।**

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থী **ও রাজনৈতিক দলগুলোর** নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে **ভারতে** পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় **এবং সেখানে থেকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করতে হবে।**

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো **<u>জনগনের</u>** জীবন ও রক্ত এবং অগণিত **<u>জনগনের</u>** সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) **<u>বিদেশি ও গোষ্ঠি স্বার্থের বিপরীতে জাতীয় ও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে</u>** ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের **<u>এক</u>** বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী **<u>এক (১)</u>** বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য: জাতীয় গণফ্রন্টের পক্ষ থেকে সংশোধন পরিবর্তন ও সংজোযন করে ঐক্যমত কমিশনকে জমা দিলাম।

টিপু বিশ্বাস
সমন্বয়ক
জাতীয় গণফ্রন্ট

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষক ও গণমানুষের দীর্ঘ লড়াইয়ের পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে। কিন্তু শোষণ ও বৈষম্য থেকে এ দেশের গণমানুষের মুক্তি মেলেনি। ফলে দীর্ঘ আরও ২৩ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক মুক্তি ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আশায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট ও জাতীয় পার্টি সহ মহাজোট সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

জনগণের অভিপ্রায়ে ও বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনেই সম্পন্ন করার পর এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনেই বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

৭) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'কে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় হলে গণপরিষদ গঠন, গণভোট আয়োজন, অধ্যাদেশ জারি বা যেকোনো উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংবিধানিক সংস্কার গ্রহণ করবে। উপর্যুক্ত সাংবিধানিক সংস্কারসমূহকে টেকসই ও স্থায়ী করিবার জন্য যথাযথ আইনগত ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে তাহা অনির্দিষ্টতা, চ্যালেঞ্জ বা বাতিলকরণের মুখোমুখি না হয়।

৮) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, অথবা তাহার পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে কিনা, তাহা তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রাখবে। জনগণ, নাগরিক সমাজ, অথবা যেকোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন বা অন্য যেকোনো সংবিধান সম্মত উপায়ে এই 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর ব্যত্যয় চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। এই ধারা সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আলোকে আদালতের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা নিশ্চিত করে।

৯) এই 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর আলোকে গৃহীত সকল পদক্ষেপ সততার ভিত্তিতে গৃহীত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন আদালতে তার বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, যদি না এই 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এ অন্যথা বলা হয়।

১০) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' সার্বজনীন জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তির প্রেক্ষিতে প্রণীত। এই সনদের সকল বিধান এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত তফসিল জনগণের সেই গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদ বা অন্য কোনো আইন বা রায় থাকা সত্ত্বেও তা বলবৎ থাকবে। এই 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'কে সম্পূর্ণ আইনগত বলবৎ শক্তিসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করা হবে, এবং এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না যতক্ষণ না জনগণের অভিপ্রায়, যা 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর মাধ্যমে প্রতিফলিত, কার্যকর রয়েছে।

১১) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর যে কোনো বিধি, বিধান বা ধারা যদি বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত এই সনদের বিধানসমূহই প্রাধান্য লাভ করবে; এবং এই সনদের ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও বৈধতা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার থাকবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর। এবং

১২) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৩০ ~~২৮~~ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি-

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল

CamScanner

শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল- আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

CamScanner

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' রচিত হয়।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

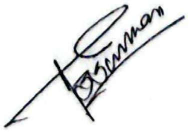

CamScanner

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব:

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

CamScanner

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব:

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

30/7/2025

ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ
চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি
সমন্বয়ক,
জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

CamScanner

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

তারিখ: ০৪ আগস্ট, ২০২৫

বরাবর,
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

বিষয়: 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর সীমাবদ্ধতা এবং পরিপূরক প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।

মান্যবর,
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে প্রণীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী রাজনৈতিক উদ্যোগ। এই ঐতিহাসিক দলিলের মাধ্যমে একটি নতুন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতি অগ্রসর হচ্ছে–এটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

তবে সনদের খসড়া পর্যালোচনায় আমরা কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছি, যা সংশোধন না হলে এই সনদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও স্থায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে আমরা বিনয়ের সাথে নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতা ও পরিপূরক প্রস্তাবনাসমূহ উপস্থাপন করছি:

ক. সনদের সীমাবদ্ধতাসমূহ:
১. অংশগ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখের সীমাবদ্ধতা:
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল একটি বহুমাত্রিক ও ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের সফল পরিণতি, যার নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ, কিন্তু এর প্রকৃত শক্তি এসেছিল জনগণের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ থেকে। এটি কোনো একক রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব নয়, বরং সমাজের সকল স্তরের শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ–যারা নাগরিক সমাজের বৈচিত্র্যময় অংশিজন–তাদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই অভ্যুত্থানকে শক্তি ও সাফল্য এনে দেয়। রাজপথে তাদের চরম আত্মত্যাগ ও সম্মিলিত প্রতিরোধই ছিল রাষ্ট্রীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ। তাই রাষ্ট্র পুনর্গঠনের যে কোনো পরিকল্পনায় এই অংশিজনের প্রতিনিধিত্ব শুধু প্রাপ্য নয়, বরং তা একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত।

এই অভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অভূতপূর্ব ও অনন্য। শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী নারী, গার্মেন্টস কর্মী, সাংবাদিক ও চিকিৎসকসহ সমাজের সর্বস্তরের নারীরা শুধু অংশগ্রহনই নয় বরং নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং রাজপথে সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ করেন। এই সাহসী অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, নারীরা কেবল সহায়ক শক্তি নয়, বরং রাষ্ট্র গঠনের কেন্দ্রীয় শক্তিও বটে। অথচ 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর খসড়ায় মূলত রাজনৈতিক দল ও জোটভিত্তিক প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হলেও এই বৈচিত্র্যময় অংশিজন এবং নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে সনদের অন্তর্নিহিত অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা ক্ষুণ্ন হয়েছে, যা অবিলম্বে সংশোধনের দাবি রাখে।

২. নৈতিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার স্পষ্ট অনুপস্থিতি:
রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, মানবিক মর্যাদা ও জবাবদিহিতা শুধু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি নয়, একটি কার্যকর ও নৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বশর্ত। কিন্তু 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ এই মৌলিক নীতিগুলোর কোনো স্পষ্ট অঙ্গীকার বা নির্দেশনা নেই, যা সনদের নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি গভীর নীতিগত শূন্যতা সৃষ্টি করে। এই ঘাটতি পূরণ না হলে কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও দুরূহ হয়ে পড়বে।

৩. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উল্লেখের অভাব:
'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দারিদ্র্য বিমোচন, শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা প্রসার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মতো মৌলিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোতে স্পষ্ট ও কার্যকরী প্রতিশ্রুতি অনুপস্থিত। এই শূন্যতা দেশের বৃহৎ শ্রমজীবী ও কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বাস্তব চ্যালেঞ্জ ও দাবি থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, যা সনদের বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলে এই সনদ দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ থাকবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা ও অসাম্যের সৃষ্টি হতে পারে।

৪. বাস্তবায়ন কাঠামোর অনুপস্থিতি:
যদিও 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দুই বছরের মধ্যে সকল সংস্কার সম্পন্ন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তথাপি এই সংস্কারগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য কোনো সুসংগঠিত কাঠামো সনদে নির্ধারণ করা হয়নি। এছাড়া, সংস্কার কার্যক্রমের সময়সীমা নির্ধারণে স্পষ্টতার অভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়কাল সর্বোচ্চ এক বছর রাখার বিষয়টি সনদে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে দ্রুত ও ফলপ্রসূ পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।

মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

খ. প্রস্তাবিত পরিপূরক সুপারিশসমূহ:

১. নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা ও অন্তর্ভুক্তির অঙ্গীকার:

রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারীদের—যেমন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, নারী প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ রাষ্ট্রের সকল অংশিজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকার সনদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই অংশিজনের অন্তর্ভুক্তি কেবল ন্যায্যতা নয়, বরং ফ্যাসিবাদ রোধে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামোর শর্ত।

২. নৈতিক ও গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার সংযুক্তকরণ:

রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, মানবিক মর্যাদা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি নীতিগত ও নৈতিক প্রতিশ্রুতি সনদে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করা জরুরি। এটি কেবল রাজনৈতিক শুদ্ধাচার নয়, গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের পরিচায়ক।

৩. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সংবলিত একটি সুসংহত রূপরেখা:

সনদে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকারী একটি সুসংগঠিত ও সময়নির্ভর অর্থনৈতিক রূপরেখা যুক্ত করা প্রয়োজন। এটি ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল থেকে যাবে।

৪. সংবিধান সংস্কার সভার মাধ্যমে গঠনমূলক পথরেখা

দুই বছরের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবতা ও জনআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময় নয়, প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও একটি স্পষ্ট রূপরেখা। তাই আমরা জোরালোভাবে প্রস্তাব করছি—যত দ্রুত সম্ভব, এবং কোনো অবস্থাতেই ৩ মাসের বেশি সময় না নিয়ে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে যে সকল বিষয়ে জাতীয় সনদে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সকল মৌলিক সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য আগামী জাতীয় নির্বাচন এমনভাবে আয়োজন করতে হবে, যাতে নির্বাচিত সদস্যরা প্রথম ৯০ দিনে 'সংবিধান সংস্কার সভা' হিসেবে সম্মত মৌলিক সংস্কার সম্পাদন করতে পারেন এবং এরপর 'আইনসভা'র নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সংবিধানের মৌলিক সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর, তারা নিয়মিত সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে সময়, সম্পদ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা—সবই সুরক্ষিত থাকবে। দ্রুত, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক পরিবর্তনের জন্য এটিই সবচেয়ে যৌক্তিক পথ।

৫. স্বাধীন সংস্কার তদারকি কাউন্সিল গঠন:

সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের অংশিজনদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সংস্কার তদারকি কাউন্সিল গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি।

৬. স্থানীয় 'নাগরিক ফোরাম' গঠন:

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ, মতামত এবং প্রয়োজনে তদারকির সুযোগ নিশ্চিত করতে অংশিজন-নির্ভর স্থানীয় নাগরিক ফোরাম গঠন অপরিহার্য। এই ফোরাম হবে সমাজের ভেতর জনগণের কণ্ঠস্বর ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সংযোগের মাধ্যম।

মান্যবর,

আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনায় এনে সনদটি পুনর্বিন্যাস করা হলে এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, মূল্যবোধনির্ভর ও কার্যকর দলিলে রূপান্তরিত হবে। তা না হলে, অতীতের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সুযোগ হাতছাড়া ও অপচয় হবে এবং জনগণের আস্থার জায়গায় চিড় ধরতে পারে।

আপনার সদয় বিবেচনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বাসভাজন,

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন

সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৬৩৭৪৯

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়া	জেএসডির সম্পাদনা
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি—	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের **জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এক সুগভীর রাজনৈতিক পালাবদলের সূচনা ঘটে**, যা **স্বাধীনতার অর্ধশতকেরও অধিককাল পর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেয়। এই রূপান্তরকামী সন্ধিক্ষণে**, আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী **রাজনৈতিক দল, জোট ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের** প্রতিনিধিরা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের **আহ্বানে একত্রিত হয়ে**, **বহু যুগের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে**, সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশনসহ **রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজনে গভীর ও পরিশীলিত আলোচনার মাধ্যমে** নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি।
১ । পটভূমি	**১ । পটভূমি**
১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	১৯৭১ সালে **সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার** ও **গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার** নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি **গণতন্ত্রকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা** গঠনের স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে **প্রোথিত হয়**, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা **বাস্তব রূপ পায়নি।** কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতির বিকাশ বারবার **ব্যাহত হয়েছে, বিপর্যস্ত হয়েছে এর স্বাভাবিক গতি।** বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে **সংবেদনশীল ও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর ভিত্তিতে** প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা **কার্যকরতা, স্বাধীনতা ও জনআস্থার দিক থেকে চরম দুর্বলতার নিদর্শন** হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, রাষ্ট্রকাঠামোতে **ক্ষমতার এককেন্দ্রিক দখলদারিত্ব ও দলীয়করণকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে**, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে **বিচারহীনতার আশ্রয়স্থল ও কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামে পরিণত করা হয়েছে।**
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড়	২০০৯ সালে **ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় সরকার** গণতন্ত্রের নামে **এক ধারাবাহিক অগণতান্ত্রিক রূপান্তরের সূচনা করে। মুক্ত চিন্তা ও ভিন্নমত দমন**, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার **লঙ্ঘন, গুম, হত্যা, নির্যাতন, হামলা ও মিথ্যা মামলা**র মাধ্যমে রাষ্ট্রজুড়ে **এক নৈরাজ্যকর ভীতির সংস্কৃতির প্রবর্তন করে। স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়ে** সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে **ব্যক্তি বন্দনা ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত করা হয়।** গত দেড় দশকে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে শাসকগোষ্ঠী **সংবিধান**

দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	**সংশোধনের মাধ্যমে তার মৌলিক কাঠামোর বিকৃতি ঘটায়, দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবাধীন করে** এবং দুর্নীতিকে **প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদের চরম অপচয় ও লুটপাট নিশ্চিত করে।**
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ।	এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে **বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে** আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক **অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান** সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ **এক হাজার চারশোর অধিক** নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের **অমূল্য আত্মত্যাগ** ও আত্মাহুতির বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে **দেশ ছেড়ে** পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।
এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো **পূর্ণাঙ্গ ও টেকসই পুনর্গঠনের** একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের **মূলভিত্তিক** সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার **কার্যকর অনুশীলন**, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং **সুশাসন, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।
২। সংস্কার কমিশন গঠন	**২। সংস্কার কমিশন গঠন**
বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।	বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ **অনুযায়ী** রাষ্ট্রপতির **প্রেরিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে** সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের **স্পষ্ট মতামত লাভের পর,** ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে **রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে।** এর ধারাবাহিকতায়, ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে, **যথা:** সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন **এবং** দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। **উক্ত কমিশনসমূহ** ৩১ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে সুপারিশসহ তাদের প্রতিবেদন সরকারকে দাখিল করে।
৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন	**৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন**
জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে	জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার **২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি** তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে

সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল— আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয় ।	সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে **উক্ত** কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল— আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও **গণতান্ত্রিক** শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।
৪। কমিশনের কার্যক্রম	**৪। কমিশনের কার্যক্রম**
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয় । এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন **২০২৫ সালের** ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। **২০২৫ সালের** ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর **২০২৫ সালের** ৫ মার্চ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে । মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয় ।	মোট **৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট** তাদের মতামত **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করে**, এবং অনেকেই **তাদের প্রস্তাবের পেছনে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করে। কমিশন গৃহীত মতামতসমূহের আলোকেই প্রথম পর্যায়ে, ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত, মোট ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ৪৪টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।** আলোচনার **গভীরতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে** কিছু দলের সঙ্গে **পুনঃপুন বৈঠক আয়োজন করা হয়।**

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত "জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' রচিত হয় ।	**রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনার কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর**, কমিশন **জাতীয় স্বার্থে অগ্রাধিকারযোগ্য ও নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ** বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নির্বাচন করে এবং সেগুলো নিয়ে **দ্বিতীয় পর্যায়ে** রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে **বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ** আলোচনা পরিচালনা করে। **দুই পর্বের এই গঠনমূলক আলোচনাপ্রবাহে**র যৌথ পরিণতি হিসেবে **সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে** রচিত হয় নিম্নলিখিত **"জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫"।**
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ঐতিহাসিক উদ্যোগে** বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের **পারস্পরিক গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে**, আমরা, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা, স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে **দেশের বিদ্যমান শাসন কাঠামো তথা সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনপদ্ধতি, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থার** ক্ষেত্রে **প্রয়োজনীয় কাঠামোগত, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের লক্ষ্যে** নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে **একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি।** আমরা এইসব বিষয়সমূহকে **একটি সর্বজনীন জাতীয় সনদের রূপে** সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। **২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং এই মহান গণআন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী সকল নাগরিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে**, আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে জাতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির দলিলরূপে ঘোষণা করছি।**
৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ	**৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ**
(পরে যুক্ত হবে)	**(পরে যুক্ত হবে)**
(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)	**(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)**
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা	**জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা**
আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,
১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত **গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের** সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে **রাজনৈতিক সংলাপ ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়** প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

<table>
<tr><td>২) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;</td><td>২) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ **রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী কাঠামো** বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, **সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, পুনর্লিখন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যমান আইনের সংশোধন, পরিবর্তন, নবপ্রণয়ন বা নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।**</td></tr>
<tr><td>৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।</td><td>৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে **লিপিবদ্ধ প্রতিটি প্রস্তাব/সুপারিশ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পুনর্লিখন অথবা নতুন আইন প্রণয়ন, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিধি-প্রণয়ন ও বিদ্যমান বিধি-প্রবিধির সংশোধন যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি; যা এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে কার্যকর ও টেকসই করার অঙ্গীকারবদ্ধ।**</td></tr>
<tr><td>৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;</td><td>৪) **এই সনদ গ্রহণের পর এতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ পরবর্তী দুই (২) বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি;**</td></tr>
<tr><td>৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং</td><td>৫) **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে যথোপযুক্ত আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করব;**
৬) **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর সফল বাস্তবায়ন এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং**</td></tr>
<tr><td>৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।</td><td>৭) **২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি প্রদানের অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব।**</td></tr>
<tr><td>বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর</td><td></td></tr>
<tr><td><table><tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>নাম ও পদবী</td><td>রাজনৈতিক দল/জোটের নাম</td><td>স্বাক্ষর</td></tr></table></td><td><table><tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>নাম ও পদবী</td><td>রাজনৈতিক দল/জোটের নাম</td><td>স্বাক্ষর</td></tr></table></td></tr>
</table>

১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংযুক্তি

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলা- ***২০০৯ সালে বিডিয়ার হত্যাকান্ড, ২০১৩ সালে শাপলা চত্তরে গণহত্যার*** মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

৩ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে ***অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনী ভিত্তি তৈরী করতে অঙ্গীকার করছি।***

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী <u>*এক (১)*</u> বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

৫৯/৩/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০,

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংযুক্তি

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলা- ***২০০৯ সালে বিডিয়ার হত্যাকান্ড, ২০১৩ সালে শাপলা চত্তরে গণহত্যার*** মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে

ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

৩ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন,

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

৫৯/৩/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০,

প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে ***অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনী ভিত্তি তৈরী করতে অঙ্গীকার করছি।***

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী *এক (১)* বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

বি.দ্র. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে ৩০ শে জুলাই প্রেরিত চিঠি প্রত্যাহার করে নিলাম। অতএব, অত্র চিঠিকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৯ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে স্বৈরশাসক এবং আওয়ামী বাকশালীদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ১/১১ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর অশুভ আঁতাত করে ২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার পাশাপাশি গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী পেশার সংগঠন এবং নিড়িত জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ দুই সহস্রাধিক বেশি শিক্ষার্থী ও নানা শ্রেণী পেশার নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ

সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী দীর্ঘ ১৬ বছরের অব্যাহত লড়াই এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টের ছাত্র, শ্রমিক গণঅভ্যূত্থানে

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার জ্ঞাপন করছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, হামলা, মামলা ও সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হয়েও দীর্ঘ ১৬ বছরের অব্যাহত লড়াই এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ

৩০ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-শ্রমজীবী-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হলেও, শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার কারণে, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তার লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচার পালাক্রমে দেশ শাসন করতে থাকে। ১৯৯০ সালে ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে সামরিক স্বৈরাচারের পরাজয় ঘটলেও জনআকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে ১০ বছরও লাগে নি। আবার স্বৈরতন্ত্রের কবলে পড়ে বাংলাদেশ।

নব্বুই পরবর্তীতে বিশেষ করে ২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে। সৃষ্টি হয় তীব্র শ্রেণি বৈষম্য। এর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ রাজপথে নামে। ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট শক্তি গায়ের জোরে তা দমন করার পথ বেছে নেয়।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমজীবী-নারী সমাজ ও জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী, গণমাধ্যম বিষয়ে সংস্কার কমিশন এবং অর্থনীতি বিষয়ে টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। তারাও তাদের প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে
প্রদত্ত সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি / অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

CamScanner

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্বের ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

CamScanner

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব। ।।

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ।

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৩

CamScanner

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৪

CamScanner

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি-

১। পটভূমি

এ ভূখন্ডের মানুষ দীর্ঘ প্রায় ২০০বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ও শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকের অধিককাল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন

নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়।

তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সংসদ সদস্যসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল এবং তাদের দোসর জাতীয় পার্টি ওবিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ভিত্তিক জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, দায়িত গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়।

কমিশনের দায়িত্ব ছিল - আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সংগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সংগে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সংঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকর ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সংঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ রচিত হয়।**

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর

শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

………….. ……………………………. ………………………………………..

………….. ……………………………. ………………………………………..

………….. ……………………………. ………………………………………..

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব; এ লক্ষ্যে এটার আইনগত ভিত্তি প্রদান করা এবং এর জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে –

ক) লিগ্যাল ফ্রেইমওয়ার্ক অর্ডার (এল এফ ও) এর মাধ্যমে;

(খ) গণভোটের মধ্যমে;

(গ) অধ্যাদেশ জারির মধ্যমে;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন

ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থ্য তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অবিলম্বে কার্যকর করবেন। এক্ষেত্রে এই সনদের সাথে সাংঘর্ষিক সংবিধানের ধারা ও আইনসমূহের উপর এই সনদের শব্দ, বাক্য ও নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

৫) যুক্তিসঙ্গত সময়ে আয়োজিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই সনদে উল্লেখিত গঠন, নিয়ম, পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ঘোষিতব্য জুলাই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

৮) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জুলাই যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও মর্যাদা এবং গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			

৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
Bangladesh Jamaat-e-Islami

০৫ আগস্ট ২০২৫

বরাবর,
চেয়ারম্যান
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ে মতামত প্রদান।

শ্রদ্ধেয় মহোদয়
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে রাষ্ট্র সংস্কারে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্য থেকে বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন এবং বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভসার্ভিস (SES) গঠন করার বিষয়ে পরিবর্তিত মতামতের কলামে "একমত" পোষণ করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উল্লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা করে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মতামতটি পর্যালোচনাপূর্বক বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন এবং বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করার বিষয়ে "একমত নই" মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব; বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন এবং বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন বিষয়ক মতামতটি পুনরায় পর্যালোচনাপূর্বক "একমত নই" সিদ্ধান্তটি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে

মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

Bangladesh Jamaat-e-Islami, 505, Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217, Central Office

505, Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217
Web: www.jamaat-e-islami.org, Email: info@jamaat-e-islami.org
jamaat-e-islami.org bji.official BJI_Official bjiofficial

২৮ জুলাই ২০২৫

~~জুলাই জাতীয় সনদের (খসড়া)~~

জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫ (খসড়া) বিষয়ে প্রাথমিক প্রস্তাব

পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেলে পরে আরও সুনির্দিষ্ট করে মতামত দেওয়া হবে

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন প্রস্তাবিত কিছু বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ঘোষণা দিয়ে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে গৃহীত চার মূলনীতির ভিত্তিতে ~~(নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত)~~ অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ~~(মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে)~~ যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। ~~কারণ~~ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

~~(২০০৯ সালে একটি)~~ বিগত দিনেও দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের ~~(মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন)~~ পথও বেছে নেয়, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে। এর বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অবসান, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার সংগঠন, সচেতন ব্যক্তিবর্গ সংগ্রামরত ছিল।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ~~(ছাত্র-জনতার)~~ ছাত্র, শ্রমিক, নারীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে (সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন,) সংবিধান ও নির্বাচনী ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, গণতান্ত্রিক (ব্যবস্থার অনুশীলন,) সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আইন ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। এ ছাড়া আরও কতক কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনগুলোও তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল—আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর কিছু সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের (মৌলিক) বিষয় সংবলিত ('জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫') 'জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

Page | 2

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

[এসব বিবরণের বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই]

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত ~~‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’~~ ‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে ~~(‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’)~~ ‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ হিসেবে ঘোষণা করছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর হত্যাকাণ্ডের বিচার ও আহতদের সুচিকিৎসা-পুনর্বাসনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

~~(‘জুলাই জাতীয় সনদ’)~~ ‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ~~(‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’)~~ ‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ~~(করব)~~ করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করব;

২) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~(সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন)~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~(পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন)~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি ~~দিচ্ছি~~ রাখতে ভূমিকা রাখব;

৩) ~~(‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’)~~ ‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~(সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন)~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ~~(লিখন, পুনর্লিখন)~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত ~~(করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;)~~ করতে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখব।

৫) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

~~৬) (জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; এবং)~~

~~৭) (২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।)~~

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
৩০ জুলাই ২০২৫

Page | 4

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি

আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু মতামত আজ বিকেলে দেখা হলে দেব।

পূর্ণাঙ্গ লিখিত মতামত, পূর্ণাঙ্গভাবে কপি পেলে দেওয়া হবে।

সাধারণভাবে দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবেই এগুলো রেখে কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে হবে মনে করি।

কিছু সংশোধন সংযোজন ছাড়া মেজর পরিবর্তন করা দরকার বলে মনে করি না।

০৩ জুলাই, ২০২৫

মাননীয় সহ সভাপতি,
জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন।

শুভেচ্ছা রইল।

নিম্নে প্রদত্ত বক্তব্য জাতীয় সনদে উল্লেখিত করার আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সি,পি,বি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের ০৩ জুলাই, ২০২৫ এর বৈঠকে 'উচ্চ কক্ষ' প্রসঙ্গে বলেন,

"বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বাস্তবতায় বর্তমান জাতীয় সংসদকে কিভাবে আরো কার্যকর করা যায় — এটাই প্রধান আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। যেহেতু বিগত ৫৩ বছরে জাতীয় সংসদ সহ সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে শাসক দল সমূহ কার্যকরী করার পরিবর্তে দলীয়করণ করেছে, এমতাবস্থায় উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে আমাদের বিকল্প প্রস্তাব ছিল, যা আলোচিত হয় নাই।

আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য — অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশে এমনই উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের টাকার বিনিময়ে, এই উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ, দেশের অর্থের অপচয়ের সামিল একটি আলংকারিক উদ্যোগ মাত্র।

আমরা একথা বিগতদিনে বলেছি, অতএব আমরা এই আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।

এ মুহূর্তে আমরা উচ্চ কক্ষের প্রয়োজন মনে করছি না।

[স্বাক্ষর] ০৩/০৭/২০২৫
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
সিপিবি

বজলুর রশীদ ফিরোজ
০৩.০৭.২৫
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
বাসদ

CS CamScanner

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর খসড়া ভূমিকা বক্তব্যের উপর **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ** এর মাতমতসহ সংশোধিত কপি

(নীল রঙে ও আন্ডার লাইন করা অংশ আমাদের সংযোজন)

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্য বিরোধী চেতনায় সংঘটিত সফল ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দিয়ে যে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, স্বাধীনতাত্তোর দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংস করা, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে। এর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সংগঠন, নাগরিক সমাজ দীর্ঘ সংগ্রামে রত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ সরকারি গেটে প্রকাশিত ৮৪৪ জন নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ শক্তির কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন, নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। এছাড়া আরও ৫টি কমিশন গঠিত হয়। যার প্রতিবেদনও সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

২

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি। এ ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। একই সাথে জুলাই গণহত্যার বিচার, আহতদের সুচিকিৎসা, নিহত-আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, এবং বিদ্যমান আইনের

৩

প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৪

০৩ জুলাই, ২০২৫

মাননীয় সহ সভাপতি,
জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন।

শুভেচ্ছা রইল।

নিম্নে প্রদত্ত বক্তব্য জাতীয় সনদে উল্লেখিত করার আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.বি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ০৩ জুলাই, ২০২৫ এর বৈঠকে 'উচ্চ কক্ষ' প্রসঙ্গে বলেন,

"বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বাস্তবতায় বর্তমান জাতীয় সংসদকে কিভাবে আরো কার্যকর করা যায় — এটাই প্রধান আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। যেহেতু বিগত ৫৩ বছরে জাতীয় সংসদ সহ সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে শাসক দল সমূহ কার্যকর করার পরিবর্তে দলীয়করণ করেছে, এমতাবস্থায় উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব ছিল, যা আলোচিত হয় নাই।

আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য — অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশে এখনই উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায়, এই উচ্চকক্ষ বানানো প্রক্রিয়া উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ, দেশের অর্থের অপচয়ের সামিল একটি আনন্দ-বিলাস উদ্যোগ মাত্র।

আমরা একথা বিগতদিনে বলেছি, অথচ আমরা এই আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি।

এ মুহূর্তে আমরা উচ্চ কক্ষের প্রয়োজন মনে করছি না।

[স্বাক্ষর] ০৩/০৭/২০২৫
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
সিপিবি

বজলুর রশিদ ফিরোজ ০৩.০৭.২৫
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
বাসদ

CS CamScanner

‘বাসদ (মার্কসবাদী)’-এর সংশোধনী

(যুক্ত করা বাক্যগুলো লাল কালিতে লেখা)

২৮ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অভ্যুত্থানের সময় উত্থিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রায়উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। এই নীতিগুলোকে ভিত্তি করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

১

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের ~~মৌলিক~~ সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। একইসাথে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অভ্যুত্থানের সময় উত্থিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অভ্যুত্থানের সময় উত্থিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয়

৩

সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অভ্যুত্থানের সময় উত্থিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

৮) আমরা জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহিদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদান, শহিদ পরিবারের পুনর্বাসন, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

৯) আমরা জাতীয় সম্পদ বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া, গোপন আন্তর্জাতিক চুক্তি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুটপাট, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত এ সকল দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেব না এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

৪

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৫

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিগত পনের (১৫) বছরের আন্দোলন - সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতা ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক ন্যায় বিচারের উপর ভিত্তি করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৩৫ বছরের অগণতান্ত্রিক সরকারের কারণে তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে স্বৈরচারিনী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী জোট সরকার তৎপরবর্তী ২০১৪ সাল থেকে গৃহপালিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টিকে(এরশাদ) নিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে এবং একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে কোটা সংস্কার আন্দোলন অতপর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখছে , তা দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করতে হবে।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ ঃ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. রেদোয়ান আহমেদ মহাসচিব	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	
২.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

৩০ জুলাই ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (খসড়া)

১২ দলীয় জোট

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আন্দোলনের বীর যোদ্ধারা সহ বিগত ষোল বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সর্বস্তরের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ, আপামর জনগন তথা বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, মজুর এককথায় সমগ্র জাতির নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণের ফলে পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–

১। পটভূমি

১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, দুর্বল কাঠামো, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক/স্বৈরাচারী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচক ও ভিন্ন মতালম্বিদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয় এবং গনতন্ত্রের ছদ্মাবরনে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।

এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বীর সেনানীরা সহ বিগত ১৬ (ষোল) বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সর্বস্তরের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ, আপামর জনগন তথা বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, মজুর এককথায় সমগ্র জাতির নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং

জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল– আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(পরে যুক্ত হবে)

(এই অংশে প্রথম পর্বের আলোচনা এবং চলমান দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শেষে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;

২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।

৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;

৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং

৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-২৫

খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের সারাংশ

পরিশিষ্ট-২৪

খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের সারাংশ

১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

এনসিসি ভাষ্য	বিএনপি	মন্তব্য
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	**অনুচ্ছেদের শুরুতে** **‘জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ১/১১ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর অশুভ আঁতাঁত করে’** **যোগ করার প্রস্তাব দিয়েছে।**	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	(হলুদ চিহ্নিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে) এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি পেশার সংগঠন এবং নিপীড়িত জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ দুই সহস্রাধিক বেশি শিক্ষার্থী ও নানা শ্রেণি পেশার নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **‘দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের ছাত্র, শ্রমিক অভ্যুত্থানে’** **যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।**	
১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	**কোন মন্তব্য নেই**	
২) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং	**ক্রমিক ২ ও ৩ মিলিয়ে ক্রমিক ২ নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে** ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই	

বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, ~~লিখন ও পুনর্লিখন~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং ~~এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে~~ পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার জ্ঞাপন করছি।	
৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।		
৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**উপরের অনুচ্ছেদে যোগ করা হয়েছে।**	
৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;	**ক্রমিক ৫ ও ৬ মিলিয়ে ক্রমিক ৩ নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে** 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; ~~করব;~~	
৬) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং		
৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	**অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে** **'গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, হামলা, মামলা ও সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হয়েও দীর্ঘ ১৬ বছরের অব্যাহত লড়াই এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযেগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।'**	

২। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

এনসিসি ভাষ্য	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-**শ্রমিক-**জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক **ও মানবিক** রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ~~প্রফেসর~~ **অধ্যাপক** ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক **ও সম্মিলিত** আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত** সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ~~কাঠামো~~ **ব্যবস্থা** গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ **শাসন ব্যবস্থায়** গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের **সাংবিধানিক ও** গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়**নি;** অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত **ন্যুব্জ ও** দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে **অকার্যকরী** ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে ~~পরিচালনা করা~~ **গড়ে তোলা** হয়েছে।	
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে **অবশিষ্ট** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের **গণতান্ত্রিক ও** মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে **বিশেষ** ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত ~~রাখা~~ হয়। **পরবর্তী** দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস ~~করা~~, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদেও **বেশুমার** লুটপাটের **ব্যবস্থা কায়েম** করে।	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক	এই পটভূমিকায় **আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের এক পর্যায়ে** ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-**শ্রমিক-**জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।	

নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	
এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের **এক** প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, **ধ্বসে পড়া** নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	
২। সংস্কার কমিশন গঠন বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।	~~প্রফেসর~~ **অধ্যাপক** ড. মুহাম্মদ ইউনূসের	
৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।	**৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন** জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ **প্রণয়ন** করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক **ও গুরুত্বপূর্ণ** বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।	
৪। কমিশনের কার্যক্রম জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি **২০২৫** থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে।	

পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।		
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা		
১) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে ~~**পরবর্তী**~~ **ত্রয়োদশ সংসদ** জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	
২) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ~~দিচ্ছি~~ **ব্যক্ত করছি**।	
৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি **ও প্রয়োজনীয়** সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব।	
৪) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং	**কোন মন্তব্য নেই**	
৫) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	**দীর্ঘ পনেরো বছরের গণসংগ্রাম ও** ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	

৩। লিবেরাল ডেমোক্রাটিক পার্টি

এনসিসি ভাষ্য	লিবেরাল ডেমোক্রাটিক পার্টি	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	অনুচ্ছেদে শুরুতে **‘গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিগত ১৫ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবহিকতায়’** যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	হলুদ চিহ্নিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, **দীর্ঘ ৫৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৩৫ বছরের অগণতান্ত্রিক সরকারের কারণে** তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা ~~অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে~~ **প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে**। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	হলুদ চিহ্নিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে **স্বৈরচারিনী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী জোট সরকার তৎপরবর্তী ২০১৪ সাল থেকে গৃহপালিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (এরশাদ) নিয়ে** ~~একটি দলীয় সরকার~~ রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে **এবং একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।**	হলুদ চিহ্নিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে কোটা সংস্কার আন্দোলন অতপর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় **এবং সেখান থেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে, তা দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করতে হবে।**	হলুদ চিহ্নিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

এনসিসি ভাষ্য	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-শ্রমজীবী জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	হলুদ চিহ্নিত শব্দ যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, **১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হলেও , শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার কারণে** দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তার লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে। **সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচার পালাক্রমে দেশ শাসন করতে থাকে। ১৯৯০ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সামরিক স্বৈরাচারের পরাজয় ঘটলেও জন-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে ১০ বছরও লাগেনি। আবার স্বৈরতন্ত্রেও কবলে পড়ে বাংলাদেশ।**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	**নব্বই পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে** ২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে, ~~মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন~~, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

	সৃষ্টি হয় তীব্র শ্রেণিবৈষম্য। এর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ রাজপথে নামে। ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট শক্তি গায়ের জোরে তা দমন করার পথ বেছে নেয়।	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমজীবী-নারী সমাজ ও জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	হলুদ চিহ্নিত শব্দ যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২। সংস্কার কমিশন গঠন বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।	**২। সংস্কার কমিশন গঠন** বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী গণমাধ্যম বিষয়ে সংস্কার কমিশন এবং অর্থনীতি বিষয়ে টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। তারাও তাদের প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।	'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিবর্তে **'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪। কমিশনের কার্যক্রম জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর	কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি এর পরিবর্তে **'অনুলিপি'** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ

পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।		করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নলিখিত **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** রচিত হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।	'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিবর্তে **'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,		
১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিবর্তে **'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**'জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫'**-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ~~লিখন, পুনর্লিখন~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩)	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, ~~লিখন ও পুনর্লিখন~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ~~লিখন, পুনর্লিখন~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪)	এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**কোনো মন্তব্য নেই।**	
৫)	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পরিবর্তে **‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫’** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	
৬)	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পরিবর্তে **‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ ২০২৫’** প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছে।	
৭)	২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	**কোনো মন্তব্য নেই।**	

৫। আমার দেশ পার্টি (এবি পার্টি)

এনসিসি ভাষ্য	আমার দেশ পার্টি (এবি পার্টি)	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	এ অনুচ্ছেদটি ঐকমত্যের বিষয়গুলোর পূর্বে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।	
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	এ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে **'ভূমিকা'** শিরোনামে একটি নতুন অনুচ্ছেদের প্রস্তাব করা হয়েছে।	
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	এ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে একটি নতুন অনুচ্ছেদের প্রস্তাব করা হয়েছে।	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে একটি নতুন অনুচ্ছেদের প্রস্তাব করা হয়েছে।	
এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	এ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে একটি নতুন অনুচ্ছেদের প্রস্তাব করা হয়েছে।	

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,		
১)		
২)		
৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের **অব্যবহিত পর বা সংসদেও প্রথম অধিবেশনে** ~~দুই বছরের মধ্যে~~ সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো ~~পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে~~ দ্রুত সময়ে **এক বছরের মধ্যে** বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

এনসিসি ভাষ্য	বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (সিপিবি)	মন্তব্য
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের **ঘোষণা দিয়ে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে গৃহীত চার মূলনীতির ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে** নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, **স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে** দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	~~২০০৯ সালে~~ **বিগত দিনেও ~~একটি~~** দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের ~~মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন~~, **পথও বেছে নেয়,** বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে। **এর বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অবসান, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সচেতন ব্যক্তিবর্গ সংগ্রামরত ছিল।**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ~~বিপুল ছাত্র-জনতার~~ **ছাত্র, শ্রমিক, নারীসহ সর্বস্তরের মানুষের** অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র	এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি	হলুদ চিহ্নিত

সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে ~~সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন,~~ সংবিধান ও নির্বাচনি ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, গণতান্ত্রিক ~~ব্যবস্থার অনুশীলন~~ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আইন ও বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের ~~পবিত্র~~ দায়িত্ব।	শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২। সংস্কার কমিশন গঠন বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।	**২। সংস্কার কমিশন গঠন** বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। **এ ছাড়াও কতক কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনগুলোও তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।	**৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন** জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক বিষয় সম্বলিত **'জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫'** প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।	
৪। কমিশনের কার্যক্রম জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো কপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি	**এসবের বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নেই।**	

দমন কমিশন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়।		
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিম্নলিখিত **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** রচিত হয়।	**‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** এর পরিবর্তে **‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।**	
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** হিসেবে ঘোষণা করছি।	**‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’** এর পরিবর্তে **‘জাতীয় ঐকমত্যের সনদ ২০২৫’ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।** **অনুচ্ছেদের শেষে নিম্নলিখিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়** ‘গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার ও আহতদের সুচিকিৎসা-পুনর্বাসনের বিসয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করছি।’	

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	**জুলাই জাতীয় সনদ এর পরিবর্তে ‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ’ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে**	
১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ~~‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’~~ **‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ’** এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ~~করব~~ **করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করব;**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	~~‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’~~ **‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ’** এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি ~~দিচ্ছি;~~ রাখতে ভূমিকা রাখব;	

৩) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	~~‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’~~ **‘জাতীয় ঐকমত্য সনদ’** এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, ~~পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে **প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের** অঙ্গীকার করছি।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত **করতে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখব;**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করব;	**কোনো মন্তব্য নেই।**	
৬) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং	~~‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নে এবং এর আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এবং~~	পুরো বাক্য বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭) ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	~~২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।~~	পুরো বাক্য বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

এনসিসি ভাষ্য	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে **বৈষম্য বিরোধী চেতনায়** সংঘটিত সফল ছাত্র-**শ্রমিক-**জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের **ঘোষণা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে** নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, **স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে** দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের **মাধ্যমে সংবিধানের ~~বিকৃতি সাধন~~ গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংস করা,** বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে। **এর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সংগঠন, নাগরিক সমাজ দীর্ঘ সংগ্রামে রত ছিল।**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক	**~~এই পটভূমিকায়~~ তারই ধারাবাহিকতায়** ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে **বিপুল ছাত্র, শ্রমিক, জনতার** অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ

নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ **সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ৮৪৪ জন** ~~এক হাজার চারশোর বেশি~~ নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত ~~শক্তি ও প্রতিরোধের~~ প্রতিরোধ শক্তির কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।	এমতাবস্থায় জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বিশেষ করে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন, ~~মৌলিক সংস্কার,~~ নির্বাচনি ব্যবস্থার ~~পুনর্গঠন~~ আমুল সংস্কার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের ~~পবিত্র~~ **নৈতিক** দায়িত্ব।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২। সংস্কার কমিশন গঠন বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে : সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।	**২। সংস্কার কমিশন গঠন** বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে: সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে। **এ ছাড়াও আরো ৫টি কমিশন গঠিত হয়। যার প্রতিবেদনও সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।**	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে একটি জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে **'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'** হিসেবে ঘোষণা করছি।	**অনুচ্ছেদের শেষে নিম্নলিখিত বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়** **' এ ছাড়াও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। একই সাথে জুলাই গণহত্যার বিচার, আহতদের সুচিকিৎসা, আহত-নিহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও অঙ্গীকার করছি।'**	

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	**কোনো মন্তব্য নেই**	
২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য **রাষ্ট্রীয়** স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকব।	হলুদ চিহ্নিত শব্দাবলি/বাক্য যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। গণসংহতি আন্দোলন

এনসিসি ভাষ্য	গণসংহতি আন্দোলন	
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	অনুচ্ছেদের শুরুতে নিম্নের বাক্য দু'টি যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছেঃ **'বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ে বারবার রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামতের আলোচনা ঘুরে ফিরে এসেছে। এটা নির্দেশ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রয়োজনে রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।'**	
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে **আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন** একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	এই পটভূমিকায় **বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়** ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	কোনো মন্তব্য নেই	
১)	কোনো মন্তব্য নেই	
২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**অনুচ্ছেদের শেষে 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি' এর পরিবর্তে 'অঙ্গীকার করছি' প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**	
৩)		
৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**অনুচ্ছেদের শেষে 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি' এর পরিবর্তে 'অঙ্গীকার করছি' প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**	

৯। জাতীয় গণফ্রন্ট

এনসিসি ভাষ্য	জাতীয় গণফ্রন্ট	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-**শ্রমিক**-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে **শোষণ ও বৈষম্যহীন** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	**১। পটভূমি** ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান ~~মুক্তিযুদ্ধের~~ **স্বাধীনতা যুদ্ধের** মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা ~~অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে~~ **প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে**। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে **গড়ে তোলা ও** পরিচালনা করা হয়েছে।	
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে ~~একটি~~ **আওয়ামী লীগ** দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ~~ত্রাসের~~ **ত্রাস ও ভীতির** রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে **এবং কার্যত এক দলীয় বাকশালী ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করে।**	
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক	এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থী **ও রাজনৈতিক দলগুলোর** নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার	

নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় **এবং সেখান থেকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করতে হবে।**	

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,	**কোনো মন্তব্য নেই**	
১) হাজারো মানুষের জীবন ও রক্ত এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	হাজারো ~~মানুষের~~ **জনগণের** জীবন ও রক্ত এবং অগণিত ~~মানুষের~~ **জনগণের** সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব;	
২) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**বিদেশি ও গোষ্ঠী স্বার্থের বিপরীতে জাতীয় ও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে** 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	
৩) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ এই সনদে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন এই সনদ গৃহীত হওয়ার পরে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে এবং এসব সংস্কার টেকসই করতে অঙ্গীকার করছি।	**দুই বছরের পরিবর্তে এক বছর প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**	
৪) এই সনদ গৃহীত হওয়ার পর এতে যে সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো পরবর্তী দুই (২) বছর মেয়াদকালের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি;	**দুই বছরের পরিবর্তে এক বছর প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।**	

১০। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

এনসিসি ভাষ্য	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	
২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলা **বিশেষ করে ২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকাণ্ড, ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যার** মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট করে।	

১১। বাসদ (মার্কসবাদী)

এনসিসি ভাষ্য	বাসদ (মার্কসবাদী)	মন্তব্য
১। পটভূমি ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	১। পটভূমি ~~১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত~~ **১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের আকাঙ্খার জন্ম হয়। এই নীতিগুলোকে ভিত্তি করে** মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে পরিচালনা করা হয়েছে।	
	জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামার শেষাংশে নিম্নলিখিত দু'টো বিষয় যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে	
৮।	**আমরা জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহিদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদান, শহিদ পরিবারের পুনর্বাসন, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।**	
৯।	**আমরা জাতীয় সম্পদ বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া, গোপন আন্তর্জাতিক চুক্তি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুটপাট, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত এ সকল দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেব না এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।**	

১২। গণঅধিকার পরিষদ

এনসিসি ভাষ্য	গণঅধিকার পরিষদ	মন্তব্য
এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	~~এই পটভূমিকায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে~~ **২০১৮ সালের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারি চাকরির ১ম ও ২য় শ্রেণিতে কোটা প্রথা বিলুপ্ত হয়, কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে আবারও ৩০% কোটা ফিরিয়ে আনার পটভূমিকায় ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে একটা পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী গুলি করে মানুষ হত্যা শুরু করলে কোটা সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়।** এই আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।	

১৩। ১২ দলীয় জোট

এনসিসি ভাষ্য	১২ দলীয় জোট	মন্তব্য
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-**শ্রমিক**-জনতার অভ্যুত্থানের **আন্দোলনের বীর যোদ্ধারাসহ বিগত ষোলো বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সর্বস্তরের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ, আপামর জনগণ তথা বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, মজুর, এককথায় সমগ্র জাতির নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণের ফলে** ~~পরিপ্রেক্ষিতে~~ **শোষণ ও বৈষম্যহীন** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি–	

১৪। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

এনসিসি ভাষ্য	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	মন্তব্য
	কোনো প্রকার পরামর্শ বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।	

১৫। গণফোরাম

এনসিসি ভাষ্য	গণফোরাম	মন্তব্য
	খসড়াটি ইতিবাচক, তবে আগামীকাল মতামত দেওয়া হবে।	

পরিশিষ্ট-২৬

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (সমন্বিত খসড়া

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (সমন্বিত খসড়া)

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি :

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ, শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ড ও ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী তথা সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ই অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে—সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১শে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল–আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ই মার্চ” ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০শে মার্চ থেকে ১৯শে মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপ নিম্নলিখিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব দলের পক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে এই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান

১। ভাষা : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে ‘বাংলা’। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বর্ণিত ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’ বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে : “বাংলাদেশের নাগরিকগণ ‘বাংলাদেশি’ বলিয়া পরচিত হইবেন।” **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩। সংবিধান সংশোধন : সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যেমন ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা,(যেটি ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে তা) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ : সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা : (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের—(ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ) বিচার ও দন্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাইবে না।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭। মূলনীতিসমূহ : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এবং গণফোরাম]**

৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।" **[৩৩টি দল ও জোট একমত]**

মৌলিক অধিকার

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। (নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে) । **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্রপতি

১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪)-এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। **[২৮টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট–ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ]**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন : (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, (৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। **[৩১টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট : প্রস্তাবিত ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের বিষয় বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি।**

১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন : কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। ~~[২৫টি দল ও জোট একমত; নোট **অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**]~~ **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান : প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]।**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে :

(১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

(২) সংবিধানের ৫৮(খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

(৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায়–১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি–(যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার।

(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে।

(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন।

(৬) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

(৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।

(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপিল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি

হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য—১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র‍্যাংকড চয়েজ' (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।

(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।

(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র ্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন।

(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।

(১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

(১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

* ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে। **[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি (গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে), বাংলাদেশ লেবার পার্টি (৯, ১০ ও ১৩), এনডিএম (৮, ৯, ১২), জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (৯, ১০ ও ১৩), ১২ দলীয় জোট (৯, ১০ ও ১৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (৭ ও ৮), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (৭ ও ১০)]**

স্থানীয় সরকার

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হইলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকিবে।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

১৯। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীন হইবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করিবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চাইতে কম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।" **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

আইনসভা

২১। আইনসভা গঠন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে,

"(ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট : সিপিবি]**

(খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। **[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম]**

(গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।" **[২৭টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম]**

২২। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা : উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :

(ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।

উল্লিখিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করা হবে। এছাড়া নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। যেমন : সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লিখিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান।

[নোট অব ডিসেন্ট : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল]

২৩। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৪। জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান : জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হবে : **[২৯টি দল ও জোট একমত]।**

(ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;

(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে;

(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে;

(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩৩% (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে; **[২৬টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট : আম জনতার দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল]**

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ই জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

২৫। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, “আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করিয়া ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সকল সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইবে।” **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৬। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি : জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

২৭। সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন : সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান : সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

২৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হইবে।” **[২৩ টি দল ও জোট একমত]**

বিচার বিভাগ

৩০। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। (২) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে।) (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। **[২৯ টি দল ও জোট একমত]**

৩১। আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।” **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৩৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান : সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৩৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।” **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৩৫। সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৬। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ : যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩৭। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত) সংশোধন : সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। **[৩০ টি দল ও জোট একমত]**

৩৮। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি : সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৯। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় : সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ‘বিচারপতি’ পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪০। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ : অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪১। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরীভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪২। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে।” **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি : বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর : বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ : প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৪৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা : মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন : ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সংবলিত ‘আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৫০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৫১। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য : বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫২। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ : বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হবে যে,

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে : (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/ selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ি নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) (বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকবে)।

(ঙ) ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে : 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণ বিধি প্রণীত হবে।' **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৫৩। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ

(ক) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা হবে।

(খ) দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আদমশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮(৩) এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৫৪। স্থানীয় সরকার নির্বাচন : স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫৫। ন্যায়পাল নিয়োগ

(ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭ (ক)-তে যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।"

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

৫৬। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ : সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, : (ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) বিদায়ি সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন উহার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট] ।**

৫৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ : সংবিধানের ১২৭ (১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে,

(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভারগ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগলাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

(ঙ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]**

৫৮। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ

(ক) যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে :

"দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠিত হবে।"

(খ) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, গ. মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; তাদের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন।

(খ) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন উহার দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

[নোট অব ডিসেন্ট : বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

জনপ্রশাসন

৫৯। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন : জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৬০। স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন : জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬১। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন : প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে : (ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ) : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) : শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) : শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা জন্য। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৬২। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণ : নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুণগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশনও একই সুপারিশ করছে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধন : নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৬৪। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923) এর সংশোধন : নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৬৫। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন : ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

পুলিশ প্রশাসন

৬৬। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন : পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৬৮। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬৯। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৭০। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭১। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইন প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭২। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা : নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীকালে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৭৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা : সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৪। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা : UN Convention against Corruption (UNCAC)-এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুস লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৫। Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন : দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৬। দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৭। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—"আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত

সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনেরো) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(২) ধারা সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৯। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮০। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। তারা হলেন— (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।

৮০। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৮১। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৩। আয়কর আইন, ধারা ৩০৯ এর সংশোধন : আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৪| Open Government Partnership-এর পক্ষভুক্ত হওয়া : বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া | **[২৩ টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট-জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য]** ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;

একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর গণ-অভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনো আইনি কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরনের কার্যাবলিকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণ-অভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;

সুতরাং উল্লিখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে **আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে—**

১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র দলিল হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।

২) এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসাবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।

৩) এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।

৬) আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত; ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৭) আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকান্ডের বিচার, শহিদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহিদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮) আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

পরিশিষ্ট-২৭

জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এর উপর আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)'র মতামত

প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং অনুচ্ছেদ ১-৪

৩০ জুলাই ২০২৫ ইং তারিখে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ খসড়া প্রস্তাবনার উপর এবি পার্টি মতামত লিখিতভাবে প্রদান করে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এ আমাদের মতামতের বেশকিছু প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ, প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং ১-৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আমাদের মতামতগুলো অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, উল্লেখিত ১-৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ ৫- ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ

(ক) অনুচ্ছেদ ৫(১)-(২০) পর্যন্ত আমাদের কোন আপত্তি নেই।

(খ) অনুচ্ছেদ ২১ - আইনসভাঃ

এবি পার্টি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে হলেও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে একমত পোষন করেছিলাম এই শর্তে যে, নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation - PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। যদি উচ্চকক্ষে এই পদ্ধতির প্রচলন না হয় তাহলে আমরা বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে (নিম্নকক্ষে) অধিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রাথমিকভাবে ১০০টি আসনে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা (Proportional Representation) চালুর প্রস্তাব করছি। এই পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে আসন বণ্টন করা যেতে পারে। যা একটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র গড়ে তুলার সূচনা তৈরী করবে বলে আমরা মনে করি।

(গ) অনুচ্ছেদ ২২-২৯ পর্যন্ত আমাদের কোন আপত্তি নেই।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৩০- প্রধান বিচারপতি নিয়োগঃ অনুচ্ছেদ ৩০(৩) এর বিষয়ে আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমরা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে, এটি আইনের দর্শনের পরিপন্থি। কারণ, অভিযুক্ত কোন ব্যাক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচনা করাই আইনসম্মত। এই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করার কথা

থাকলেও তা আর আলোচ্যসূচিতে আসেনি। সেজন্য, অনুচ্ছেদ ৩০(৩) এর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ রাখছি।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৩১-৮৪ পর্যন্ত আমাদের কোন আপত্তি নেই।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামার অনুচ্ছেদ-৮ এ উল্লেখিত প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করছি। তবে, আমরা মনে করি যে, যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য এবং যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য নয় তার একটি সুস্পষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, এই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ, সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

অধিকন্তু, জুলাই সনদের সাংবিধানিক মর্যাদা ও আইনগত ভিত্তি দেওয়া এবং জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের তৃতীয় পর্বের বৈঠক অনতিবিলম্বে শুরু হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমরা দাবি করছি যে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জুলাই সনদের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হবে।

গণভোটের আয়োজনঃ

জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখিত সংবিধান সংক্রান্ত সংস্কারের পরিপূর্ন বাস্তবায়নের নিমিত্তে গণভোটের আয়োজন করা যায় কি না সে বিষয়ে সরকার বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ এর অধিক্ষেত্র অনুযায়ী পরামর্শ চাইতে পারে। বিবেচনা ও বিশ্লেষন করে আপিল বিভাগ যদি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, “Doctrine of Necessity” এর আলোকে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ম্যান্ডেট (এখতিয়ার) নির্ধারণ প্রশ্নে এই প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের অভিপ্রায় সুস্পষ্টকরনের জন্য একটি গণভোট আয়োজন জরুরী তবে গণভোট আয়োজনে কোন বাধা থাকবেনা। গণভোটে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে হ্যা সুচক ফলাফল নির্ধারিত হলে আইনগত (Legality) ও রাজনৈতিক বৈধতার (Political Legitimacy) আর কোন পথ রুদ্ধ থাকবেনা।

আমার বাংলাদেশ পার্টি AB PARTY
Shaiham Sky view Tower (4th Floor) 45 Bijoynagar, Dhaka-1000. +88 09678 771577, +88 01888 012 444
ABPartyBD ABPARTY20 abparty2020@gmail.com www.abparty.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সার্বভৌমত্ব স্বনির্ভরতা সুশাসন

আমজনতার দল

৬ষ্ঠ তলা (লিফ্‌ট-৫), প্রীতম জামান টাওয়ার, ৩৭/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
E-mail: amjanatardoloffice@gmail.com

সূত্র: আজদ/কাপ্র/০০০২৭/২০২৫ তারিখ: ২০-০৮-২০২৫ইং

আমজনতার দলের পক্ষ হতে জুলাই সনদের প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাবঃ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা ২ বছর ধরা হয়েছিল। তা পরিবর্তন করে নির্বাচনের পূর্বে সব বাস্তবায়নের বিষয়টি অঙ্গীকার আকারে আনা হয়েছে। আমজনতার দল মনে করে এই ধরণের প্রস্তাব সংস্কার কাজ কে বাঁধাগ্রস্ত করবে। পাশাপাশি তা সুষ্ঠ নির্বাচন আয়োজনকে বিলম্বিত করবে।

প্রথম সংশোধনীঃ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ২য় প্যারার ৬ নং লাইনে "তাদের আত্মহুতি" এখানে আত্মহুতি শব্দটি আমরা ব্যাবহার করতে পারিনা, কারন আমরা ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে গণ হত্যার বিষয়ে অভিযুক্ত করে বিচার কার্য চলমান রেখেছি। শিক্ষার্থীরা আত্মহুতি নয় বরংচ, আন্দোলন চলাকালে তাদের রাজপথে হত্যা করা হয়েছে। এখানে লাইনটি এভাবে হবে, তাদের সাহসী ভূমিকা ও ত্যাগের বিনময়ে এবং জনগনের সম্মিলিত...

দ্বিতীয় সংশোধনীঃ

৬ নং পৃষ্ঠার ১১ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব অংশে নোট অব ডিসেন্ট অংশে আমজনতার দল এর নামটি বাদ গেছে, আমরা নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করেছিলাম বা করার মত দিচ্ছি। কোন কারনে বিষয়টি অনুপস্থিত

তৃতীয় সংশোধনীঃ

৭ম পৃষ্ঠার ১৫ নং অনুচ্ছেদে, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান বিষয়ক মতামতে, আমজনতার দল নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করেছিল বা করার বিষয়ে মতামত দিচ্ছে। কোন কারনে বিষয়টি অনুপস্থিত।

চতুর্থ সংশোধনীঃ

১১ পৃষ্ঠায় ২১ নং অনুচ্ছেদে আইনসভা গঠন বিষয়ক অংশে, উপ অনুচ্ছেদ (ক) তে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট বা উচ্চ কক্ষ গঠনে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করেছিল বা করার মত দিচ্ছে। কোন কারনে বিষয়টি অনুপস্থিত।

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

তারেক রহমান
সাধারণ সম্পাদক
আমজনতার দল

মোবাইলঃ ০১৭২৫৫৪৫৯৫০, ০১৯৯১১৫৫৮৭৩, ০১৯৭৯৬৩০৮৫২, ০১৭২৩১৬২৯৫৯, ০১৮১৩১৬৯০৫০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সার্বভৌমত্ব স্বনির্ভরতা সুশাসন

আমজনতার দল

৬ষ্ঠ তলা (লিফ্‌ট-৫), প্রীতম জামান টাওয়ার, ৩৭/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
E-mail: amjanatardoloffice@gmail.com

সূত্র: আ.জ.দ/প্র.স্ব/০০০২৯/২০২৫ তারিখ: ২০-০৮-২০২৫ইং

৫ম সংশোধনীঃ

১৩ পৃষ্ঠায় ২৪ নং অনুচ্ছেদ এর (ঘ) নং নারী আসন বিষয়ক অংশে, নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করার বিষয়টি তুলে নেয়া হয়েছিল। এখনো নোট অব ডিসেন্ট না প্রদান করার মতামত বহাল আছে। এ বিষয়ে অন্যান্য দলের সাথে আমরা একমত।

৬ষ্ঠ সংশোধনীঃ

৫৫ থেকে ৫৮ নং অনুচ্ছেদে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করছে আমজনতার দল। কোন কারনে বিষয়টি অনুপস্থিত।

৭ম সংশোধনীঃ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নামা অংশে ২৭ পৃষ্ঠায় ৪ নং অনুচ্ছেদে "জুলাই জাতীয় সনদের এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না।" এই অংশটি অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে আমজনতার দল।

৮ম সংশোধনীঃ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা ২ বছর ধরা হয়েছিল। তা পরিবর্তন করে নির্বাচনের পূর্বে সব বাস্তবায়নের বিষয়টি আনা হয়েছে।

৯ম সংশোধনীঃ

জুলাই সনদে প্রবাসীদের অবদান ও ত্যাগের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

জুলাই সনদের সংশোধানী প্রস্তাবে আমজন্তার দলের সংযুক্ত বিষয়গুলো আমলে নিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

মিয়া মুশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

তারেক রহমান
সাধারণ সম্পাদক
আমজনতার দল

সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ বিল্লাহ মাহিম এই সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ করাইল।

মোবাইলঃ ০১৭২৫৫৪৫৯৫০, ০১৯৯১১৫৫৮৭৩, ০১৯৭৯৬৩০৮৫২, ০১৭২৩১৬২৯৫৯, ০১৮১৩১৬৯০৫০

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর

জুলাই জাতীয় সনদের উপর পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাব

*** জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫**

১। পটভূমিঃ

যে সব বিষয় যুক্ত হবে-

- ✓ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- ✓ ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র হত্যা।
- ✓ ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তন ও সামরিক শাসন জারি।
- ✓ ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ও গণভোট।
- ✓ এরশাদের সামরিক শাসন ও গণভোট।
- ✓ ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টন হত্যাকান্ড ও পরবর্তীতে ১/১১ জরুরী অবস্থা জারী এবং নির্বাচন বানচাল।
- ✓ ২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডের স্থলে সেনা হত্যাকান্ড হবে।
- ✓ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে আমলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড।
- ✓ আওয়ামী লীগ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার...
- ✓ আওয়ামীলীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ সকল সহযোগী সংগঠনের নাম উল্লেখ করা।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

- ✓ রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের কাছে তাদের মতামত দাখিল করে

৫। কমিশনের কার্যক্রম

- ✓ নারী সংস্কার কমিশন রিপোর্ট সরকার কি করবে তা স্পষ্ট করা।

৬। সংসদ নির্বাচনের রূপরেখা স্পষ্ট করা।

*** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি**

- ✓ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস যুক্ত হবে।

*** রাষ্ট্রপতি**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর নিয়োগ এখান থেকে বাদ দেয়া।

*** প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

- ✓ (৪) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ বাদ যাবে, কেবলমাত্র সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহ।

*** স্থানীয় সরকার**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে এটা আরো স্পষ্ট করা দরকার।

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদানঃ

- ✓ অর্থবিল এবং আস্থা এর সাথে সংবিধান সংশোধন যোগ করা।

*** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা**

১)

- ✓ বন্দোবস্ত? স্থানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে
- ✓ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো??

৮)

- ✓ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য এর স্থানে বর্তমান অন্তরবর্তীকালীন সরকার অবিলম্বে কার্যকর করবে
- ✓ পরবর্তী এর স্থানে আসন্ন ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ সংসদ হবে।
- ✓ রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে আইনি ভিত্তি দেয়া হবে তা অঙ্গিকারে উল্লেখ করা।

৯। শতভাগ জনমতের মূল্যায়ন ও কার্যকরী সংসদ গঠনের লক্ষে উভয়কক্ষে পিআর (PR) পদ্ধতি চালু করা।

(ইউনুছ আহমাদ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

ইউনুস আহম্মেদ শেখ
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

ই-মেইল: crcbd@legislativediv.gov.bd

মোবাইল নম্বর: ০১৭৪১৪৬৬৬০০

পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া
(সংশোধিত)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি :

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ, শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে--বিশেষকরে '৭৫ এর একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও একাধিকবার সামরিক শাসন জারি। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড ও ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকান্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, ২০২১ সালের আধিপত্যবাদী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফর বিরোধী আন্দোলন, এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী তথা সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতামূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে—সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন,

পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল—আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ" ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপ নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব দলেরপক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে এই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহঃ

রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান

১। ভাষা : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে ‘বাংলা’। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বর্ণিত ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’ বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: “বাংলাদেশের নাগরিকগণ ‘বাংলাদেশি’ বলিয়া পরচিত হইবেন।” **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩। সংবিধান সংশোধন : সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যেমন ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা,(যেটি ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে তা) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ : সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা : (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের—(ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাইবে না।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭। মূলনীতিসমূহ : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এবং গণফোরাম]**

৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।" **[৩৩টি দল ও জোট একমত]**

মৌলিক অধিকার

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। (নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে) । **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

(মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকায়– "ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিচার পাইবার অধিকার" কথাটি যোগ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি

১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। **[২৮টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ]**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে বিধিঅনুয়ায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন : (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, (৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। **[৩১টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: প্রস্তাবতি ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের বিষয় বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি।**

১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন : কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। ~~[২৫টি দল ও জোট একমত; নোট~~ ~~**অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**]~~ **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান : প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]।**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে:
(১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**
(২) সংবিধানের ৫৮ (খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

(৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় — ১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার।
(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহবান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে।

(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন।

(৬) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

(৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।

(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য—১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান

বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র‍্যাংকড চয়েজ' (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।

(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।

(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাঙ্কড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংক চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন।

(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।

(১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

(১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।
* ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি (গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে), বাংলাদেশ লেবার পার্টি (৯, ১০ ও ১৩), এনডিএম (৮, ৯, ১২), জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (৯, ১০ ও ১৩), ১২ দলীয় জোট (৯, ১০ ও ১৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে (৭ ও ৮), বাংলাদশে নেজামে ইসলাম পার্টি (৭ ও ১০)]**

স্থানীয় সরকার

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হইলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকিবে।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

১৯। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত হইবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করিবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চাইতে কম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।" **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

আইনসভা

২১। আইনসভা গঠন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে,
"(ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (জাতীয় পরিষদ) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট: সিপিবি]**
(খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম]**

(গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।"**[২৭টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম]**

২২। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা : উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :
(ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবেনা; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
উল্লেখিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করা হবে। এছাড়া নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। যেমন- সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লেখিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান।
[নোট অব ডিসেন্ট: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল]

২৩। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৪। জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান : জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হবেঃ **[২৯টি দল ও জোট একমত] ।**

(ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;
(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে;

(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে;
(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩% (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন

অব্যাহত রাখবে; **[২৬ টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: আম জনতার দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল]**

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রাখা, যা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।
(২০১৮ সালের রাতের ভোটের সংসদের কথা উল্লেখ করলে তা জুলাই সনদের পটভূমির সাথে বৈপরিত্য হবে।)

২৫। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন: সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করিয়া ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সকল সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৬। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি: জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি সহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

২৭। সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন : সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান : সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

২৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হইবে।" **[২৩ টি দল ও জোট একমত]**

বিচার বিভাগ

৩০। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। (২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে।) (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। **[২৯ টি দল ও জোট একমত]**

৩১। আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৩৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।**[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৩৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৩৫। সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।**[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৬। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ : যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের

সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩৭। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত) সংশোধনঃ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। **[৩০ টি দল ও জোট একমত]**

৩৮। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৯। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয়: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪০। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ: অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪১। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরীভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪২। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি : বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর : বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ : প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৪৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটালাইজ করা : মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন : 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৫০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৫১। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য : বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫২। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ : বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হবে যে,
(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে : (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/ selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
(ঘ) (বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকবে)।
(ঙ) ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণ বিধি প্রণীত হবে।' **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৫৩। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ :
(ক) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে

একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা হবে।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আদমশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮(৩) এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৫৪। স্থানীয় সরকার নির্বাচন : স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫৫। ন্যায়পাল নিয়োগ :
(ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭ (ক)-তে যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।"

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।
[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

৫৬। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ : সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, : (ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা

হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন উহার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট] ।**

৫৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ : সংবিধানের ১২৭ (১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে,

(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভারগ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগলাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

(ঙ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]**

৫৮। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ :

(ক) যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে:
"দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠিত হবে।"

(খ) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম

বিচারপতি, গ. মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন।

(খ) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন উহার দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

[নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

জনপ্রশাসন

৫৯। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৬০। স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন: জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬১। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন : প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে : (ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ) : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) : শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) : শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা জন্য। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৬২। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণঃ নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুনগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশনও একই সুপারিশ করছে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধন : নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৬৪। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923) এর সংশোধন: নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৬৫। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন : ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

পুলিশ প্রশাসন

৬৬। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন : পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে।**[২৯টি দল ও জোট একমত]**

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৬৮। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬৯। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৭০। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭১। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইনপ্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭২। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা : নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে

প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৭৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা : সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৪। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা: UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৫। Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন: দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৬। দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৭। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—"আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(২) ধারা সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৯। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮০। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। তারা হলেন— (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।
৮০। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” কমিশনার নিয়োগে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৮১। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৩। আয়কর আইন, ধারা ৩০৯ এর সংশোধন : আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৪| Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া: বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া | **[২৩ টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট- জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য]** ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনী ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;

একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও আইনী কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরণের কার্যাবলীকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণঅভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;

সুতরাং উল্লেখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে **আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে—**

১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র দলিল হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।

২) এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।

৩) এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।

৬) আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত; ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৭) আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮) আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(নোট: সাধু- চলিত ভাষার মিশ্রন পরিহার করা প্রয়োজন।)

প্রথম বাক্যটিকে এভাবে লেখা:

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট এর সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১. দ্বিতীয় বাক্যে কিন্তু এর পর

পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই একটা আঞ্চলিক বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নকারী ব্যবস্থা চালু করলে তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ধারাবাহিক সংগ্রাম গড়ে ওঠে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের ছাত্র, শ্রমিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন এর আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়।

জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের সংখ্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বরাত যোগ করা দরকার।

জুলাই অভ্যুত্থানে ২০ হাজারের বেশি মানুষ গুরুতর ভাবে আহত হয়। (এখানে আহত শব্দের আগে গুরুতর শব্দটি যুক্ত করা দরকার)

ধারা ১৭ থেকে ২০ পর্যন্ত : স্থানীয় সরকার বিষয়ে আলোচনা ঐক্য কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পটভূমিকাতেও তার উল্লেখ নাই। স্থানীয় সরকার কমিশন সকল দলের সাথে আলোচনা করেছে বলে জানা নাই।(অন্তত আমাদের দলের সাথে আলোচনা করা হয়নি)

এমতাবস্থায় এসব বিষয়ে কতটুকু জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। ফলে প্রস্তাবগুলোর সাথে স্পিরিটের দিক থেকে একমত হলেও এর বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেই সনদে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

**

অঙ্গীকারনামা ভূমিকা

বর্তমান পরিস্থিতির সাথে উল্লেখিত পরিস্থিতির ভিন্নতা আছে। ফলে এ বিষয়ে দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এখানে নতুন করে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার খুব প্রয়োজন দেখিনা। এটা বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১. একমত

২. প্রথম বাক্যে: রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে শব্দের আগে নির্ণায়কভাবে বা নির্ধারক ভাবে শব্দ যোগ করা। নাহলে রাজনৈতিক দল একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃত হয় যা নন পার্টি এনটিটিকে অস্বীকার করে।

জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট এর পর সর্বোচ্চ শব্দটি বাদ দেওয়া। শেষের বাক্যে 'এবং' এর পরের অংশ বাদ দেওয়া। আগের অংশে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। শেষাংশ অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি করার সম্ভাবনা আছে।

গণসংহতি আন্দোলন

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

৩০৬-৩০৭, রোজভিউ প্লাজা, ১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ০১৭২১-৬২৩৬২৭

ganosamhati.cec@gmail.com, www.ganosamhati.org, https://www.facebook.com/ganosamhati/

৩. এটাকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য ঐক্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা তা প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠাতে পারেন। এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে বৈধতা প্রতিপন্ন হতে পারে।

৪. আইনগতভাবে শব্দের পর বলবৎযোগ্য শব্দের ব্যবহার। গণ্য হবে পর্যন্ত থাকলেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়। পরের অংশ বাদ দিয়ে সেখানে আগামী নির্বাচনকে সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন হিসেবে অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে একে টেকসই করা ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় ।

৫, ৬, ৭ একমত।

৮. প্রস্তাব শব্দের আগে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত শব্দ যোগ করা।

গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)
GONO ODHIKAR PARISHAD (GOP)
আল রাজী কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বিজয়নগর পানির ট্যাংক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
যোগাযোগ : gopoffice21@gmail.com 01758821025

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পটভূমিতে ২০১৮ এর কোটা সংস্কার আন্দোলনের লেখার অংশটুকু পরিমার্জিত করতে হবে। পরিমার্জিত সহ দেওয়া হলোঃ

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ, শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড ও ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্ত্বরের হত্যাকান্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে

গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

GONO ODHIKAR PARISHAD (GOP)

আল রাজী কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বিজয়নগর পানির ট্যাংক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ : gopoffice21@gmail.com 01758821025

ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা প্রথার বিরুদ্ধে 'কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা ফিরে আসায় ১৮-সালের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকার ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এর প্রতিবাদে ঘোষিত ১ দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী- প্রবাসী তথা সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

গণতন্ত্র ন্যায়বিচার অধিকার জাতীয়স্বার্থ

গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

GONO ODHIKAR PARISHAD (GOP)

আল রাজী কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বিজয়নগর পানির ট্যাংক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ : gopoffice21@gmail.com 01758821025

জুলাই সনদ ২০২৫ এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

তারিখ : ২১/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত কমিশন।

বিষয় ঃ **জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ সম্পর্কে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিগত ১৬ আগস্ট ২০২৫, শনিবার, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিষয়ে আমাদের দল গণফোরাম এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হলো।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব যে সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগ্রামগুলো সংঘটিত হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন '৫২ এর ভাষা আন্দোলন '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ এর ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, '৬৯ এর ১১ দফার গণ-অভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচন. '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো ঐতিহাসিক বিষয়গুলোকে সনদের পটভূমিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহ:
ক্রমিক নং-২ : বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয়: বিদ্যমান সংবিধানে ৬(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন; বিধানটি বহাল থাকিবে, অন্যথায় আমাদের আপত্তি বা ভিন্নমত রয়েছে।

ক্রমিক নং-৫ : ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি :
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। এ বিষয়ে আমাদের মতামত হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানে যা আছে, তা-ই বহাল থাকবে। অন্যথায় আমাদের ভিন্নমত বা আপত্তি আছে।

ক্রমিক নং-৭ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:
বিদ্যমান সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি বহাল রেখে এই অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রতি উল্লেখ থাকবে। অন্যথায় আমাদের আপত্তি বা ভিন্নমত থাকবে।

ক্রমিক নং-২৪ : জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান :
জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করা এবং সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিধান করার প্রস্তাব করছি। অন্যথায় আমাদের দলের আপত্তি বা ভিন্নমত পোষণ থাকবে।

ক্রমিক নং-৩৫ : সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ :
রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। সংবিধানের বিদ্যমান ১০০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের পক্ষে আমাদের মতামত। অন্যথায় আমাদের দলের আপত্তি বা ভিন্নমত পোষণ থাকবে।

চলমান পৃষ্ঠা : ১-২

গণফোরাম

উদীয়মানসূর্য

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৩২, পুরানা পল্টন, সুলতান আহমেদ প্লাজা, (১২ তলা, রুম নং -১২০৫), ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭, ইমেল ঃ gonoforum1993.bd@gmail.com

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা :

যেহেতু পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে গভীর রাতে বাঙালি জাতির উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং যেহেতু ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বিজয় সূচিত হয়, ৪ নভেম্বর ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে পাশ করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

ক্রমিক-২ : উল্লেখিত প্রস্তাবে আমাদের ভিন্নমত বা আপত্তি রয়েছে। কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব বা দলিল সংবিধানের উপর স্থান পেতে পারে না। জুলাই সনদকে সংবিধানের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হলে সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে জুলাই সনদ নিয়ে বিতর্ক ও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

ক্রমিক-৩ : সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের রিট এখতিয়ার খর্ব করে জুলাই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশ এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট আপীল বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা যথাযথ হবে না। এ বিষয়ে আমাদের ভিন্নমত বা আপত্তি থাকবে।

ক্রমিক-৪ : জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীতা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। বিদ্যমান সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাইকোর্ট ডিভিশনের এখতিয়ার ক্ষুন্ন করার কোন সুযোগ নেই। একারণে উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে।

ক্রমিক-৮ : জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সম্পূর্নরূপে বাস্তবায়ন করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা অসচ্ছ ও অস্পষ্ট। যে সকল বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে তা সরকার অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে। কিন্তু যে সকল বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট বা সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন সেগুলি পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার বা জাতীয় সংসদ ব্যতীত সম্ভব নয়। কারণ বিষয়টি সংবিধান সংশোধনের সাথে জড়িত। এবিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক

শুভেচ্ছাসহ

ডা. মো. মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক, গণফোরাম।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫৪৭৭৭

নাগরিক ঐক্য

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর খসড়ার ওপর মতামত

পটভূমি অংশে - বাংলাদেশের স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধকে অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যা এই দীর্ঘ এবং গৌরবজ্জ্বল লড়াইয়ের মহিমাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না। আমরা মনে করি, পটভূমিতে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যূত্থান, মুজিবনগর সরকার গঠন ও ঘোষণা এবং সর্বোপরি ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধকে যথাযথ মহিমায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয়সমূহ অংশে -

৭ – এ বর্ণিত

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লেখ থাকার বিষয়ে আমরা একমত। তবে এই ৫ টি মূলনীতি যে সংবিধানে উল্লেখিত ৪ টি মূলনীতিকে প্রতিস্থাপন করবে না, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অংশে –

২ – এ বর্ণিত

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এ **ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত** সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার সাথে শতভাগ একমত।

কিন্তু ‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের **ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত** বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’ – এই অংশের সাথে একমত নই। কেননা আমরা মনে করি, কোনো সনদ বা বিধান রাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর স্থান পেতে পারে না।

নাগরিক ঐক্য

৪ – এ বর্ণিত

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর **ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত** প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’ – এই অংশের সাথে একমত নই। কেননা আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের কোনো সিদ্ধান্ত, বিধান আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। তাই এই সনদের দায়মুক্তি (Indemnity) সামগ্রিকভাবে জুলাই সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

৮ – এ বর্ণিত

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর **ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত** যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর আইনগত ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

নাগরিক ঐক্য
কেন্দ্রীয় কমিটি

ইসলাম ঈমান এহ্সান

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ২২.৮.২০২৫ ইং

বরাবর,
আলী রীয়াজ
সম্মানিত সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বিষয়ে জাকের পার্টির প্রস্তাবনা

জুলাই–আগস্ট ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে ঘোষিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর প্রতি জাকের পার্টি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আমরা গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমরা উল্লেখ করতে চাই, জুলাই সনদকে অবশ্যই বাংলাদেশের সংবিধান ও ১৯৭১ সালের চেতনার পরিপূরক হতে হবে, সংবিধানের বিপরীত বা তার উর্ধ্বে নয়। সংবিধানই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সামাজিক চুক্তি। আরও সনদ বা অঙ্গীকারনামা তৈরি হতে পারে, কিন্তু কোনোটিই সংবিধানের বিকল্প হতে পারে না।

বাংলাদেশের সমস্যার মূল কারণ সংবিধানের দুর্বলতা নয়, বরং গত ৫৪ বছরে এর ধারাবাহিক লঙ্ঘন ও বাস্তবায়নের অভাব। জনগণকে তাঁদের সাংবিধানিক, নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। জুলাই সনদের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে, তবে আমাদের প্রধান উদ্বেগ হলো—কীভাবে এটি বাস্তবায়িত হবে।

এই উপলব্ধি থেকেই জাকের পার্টি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাসমূহ পেশ করছেঃ

১. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যেহেতু বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই জাকের পার্টি প্রস্তাব করছে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। কেবল সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংসদীয় দর-কষাকষির ফসল হয়ে পড়বেন, জনগণের নয়।

চলমান পাতা-১

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ২২.৮.২০২৫ইং

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

সনদে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। জাকের পার্টি নীতিগতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে, তবে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং অচলাবস্থার ঝুঁকি বহন করে। আমরা একটি সরল ও স্বচ্ছ তত্ত্বাবধায়ক কাঠামোর প্রস্তাব করছি, যাতে সময়মতো নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশন ও নিয়োগ

সনদে বলা হয়েছে, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নিয়োগ হবে। তবে সংসদে যদি ক্ষমতাসীন দলই প্রাধান্য পায়, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান স্বাধীন হতে পারবে না। জাকের পার্টির প্রস্তাবঃ এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিরোধী দলের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। শাসক দলগুলো নিজেদের স্বার্থ বাস্তবায়নে আদালতকে প্রতিপক্ষ দমনের যন্ত্রে পরিণত করেছে। জাকের পার্টি প্রস্তাব করছে: প্রধান বিচারপতবেন; সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে গণভোট; একটি স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ কমিশন; বিচারপতিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে জনগণ কর্তৃক অভিযোগের সুযোগ; এবং মামলার র‍্যান্ডম ডিজিটাল বণ্টন।

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা

কেবল রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে গভর্নর নিয়োগ যথেষ্ট নয়। জাকের পার্টির প্রস্তাবঃ সব ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করতে হবে। আমানতকারীরা জানতে পারবেন তাঁদের টাকা কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এভাবেই ব্যাংক পরিচালক ও রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ঋণ জালিয়াতি বন্ধ করা সম্ভব।

৬. সরকারি টেন্ডার ও চুক্তি

সনদে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। জাকের পার্টির প্রস্তাবঃ সব সরকারি টেন্ডার ও চুক্তি ওপেন-সোর্স ডাটাবেসে প্রকাশ করতে হবে—কারা বিড করেছে, কোন দামে, কে জিতেছে, কাজের ধাপ কোথায় আছে। এভাবেই জনগণ সরাসরি করের টাকার ব্যবহার তদারকি করতে পারবে।

চলমান পাতা-২

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

ইসলাম ঈমান এহ্‌সান

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ২২.৮.২০২৫ ইং

৭. ব্লকচেইন-ভিত্তিক ই-ভোটিং

বাংলাদেশের নির্বাচনে সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, জালভোট সর্বজনবিদিত। জাকের পার্টির প্রস্তাব: ব্লকচেইন-ভিত্তিক ই-ভোটিং সিস্টেম চালু করা হোক। এই প্রযুক্তি কারচুপিমুক্ত ও স্বচ্ছ; প্রবাসী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে; একইভাবে গণভোটেও ব্যবহারযোগ্য।

৮. নির্বাচনে টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব

সনদে নির্বাচন ব্যয়ের সংস্কার নিয়ে কোনো উল্লেখ নেই। জাকের পার্টির প্রস্তাব: প্রার্থীদের জন্য কঠোর ব্যয়সীমা নির্ধারণ; সব খরচ ও অনুদান রিয়েল-টাইম পাবলিক ডাটাবেসে প্রকাশ; সীমা অতিক্রম করলে প্রার্থী অযোগ্য ঘোষণা। অর্থ নয়, আদর্শ ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন হতে হবে।

৯. গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা

গণমাধ্যমে ধনী ও প্রভাবশালীদের দখল দীর্ঘদিনের সমস্যা। জাকের পার্টির প্রস্তাব: সব দলের সমান প্রচার সময় নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি টিভি-রেডিওতে; গোপন রাজনৈতিক অর্থায়ন বন্ধ করতে হবে; একটি স্বাধীন মিডিয়া কমিশন গঠন করতে হবে এবং তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দলমুক্তকরণ

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ৫৪ বছরে পুলিশ, প্রশাসন দলীয়করণের শিকার হয়েছে। জাকের পার্টির প্রস্তাব: স্বাধীন নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিশন দ্বারা নিয়োগ ও পদোন্নতি; সংবিধানে নিরপেক্ষতার সুরক্ষা; পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ; রাষ্ট্রীয় সেবার তদারকি কমিশন।

১১. মৌলিক নীতি

জুলাই সনদ একটি পরিপূরক রূপরেখা হবে, সংবিধানের বিকল্প নয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকেই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে হবে। সংবিধান বাস্তবায়নই মূল চ্যালেঞ্জ।

[signature] ২২.৮.২৫

চলমান পাতা-৩

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ১২.৮.২০২৫ খ্রি.

১২. প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) নির্বাচন ব্যবস্থা

ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) ব্যবস্থা একটি কার্যকর নির্বাচন পদ্ধতি হতে পারে। জাকের পার্টি নীতিগতভাবে এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, কারণ এর মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য আসবে এবং বড় দলের বাইরে থেকেও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। PR ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি ভোট গণনায় আসবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোট সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব তৈরিতে অবদান রাখবে।

তবে বর্তমানে আলোচনায় রয়েছে যে কেবলমাত্র ১% বা তার বেশি ভোট পাওয়া দলগুলোই সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবে। জাকের পার্টি মনে করে এটি PR ব্যবস্থার চেতনার পরিপন্থী। আমরা জোর দিয়ে বলছি যে **০.৩৩% ভোট পেলেই একটি রাজনৈতিক দল সংসদে একটি আসনের জন্য যোগ্য হবে**। তাহলে ০.৫% ভোট পাওয়া কোনো দলের ভোট কেন গণনায় আসবে না? এটি জনগণের ভোটের অবমূল্যায়ন।

একইসঙ্গে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে প্রার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। যদি দলগুলো পরবর্তীতে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় কে মনোনীত হবে তাহলে স্থানীয় প্রতিনিধির অবমূল্যায়ন হতে পারে এবং প্রশ্নবিদ্ধ ক্যান্ডিডেট দের মনোনীত করতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো। তাই প্রস্তাব করছি যে নির্বাচনের পূর্বেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পরিষ্কারভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে হবে, যাতে ভোটাররা জানেন কার কাছে তাঁদের ভোট যাচ্ছে এবং নির্বাচনের পর আর কোনো অস্বচ্ছতা না থাকে। একটি সুস্পষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক যদি পি আর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হয়।

প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) ব্যবস্থা প্রণয়নে জাকের পার্টি জোর দিয়ে বলছে, ভোটার ও তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য। PR ব্যবস্থার একটি প্রধান দুর্বলতা হলো এটি প্রায়ই এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়, ফলে রাজনৈতিক দলগুলো এমন অঞ্চলের প্রার্থী মনোনীত করতে পারে যেখানে তাদের ভোটভিত্তি নেই বা অতি সামান্য।

এ সমস্যার সমাধানে জাকের পার্টির প্রস্তাব হলো—PR ব্যবস্থায় যে দল সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবে, তাদের প্রতিনিধি অবশ্যই সেই ভৌগোলিক অঞ্চল থেকেই আসতে হবে যেখানে দলটি বাস্তবে ভোট পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দল যদি জাতীয় ভোটের ১% অর্জন করে কিন্তু সেই ভোটের বড় অংশ যদি ফরিদপুর জেলায় কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সে দলের সংসদীয় প্রতিনিধি ফরিদপুর থেকেই হতে হবে; চট্টগ্রাম বা রংপুর থেকে নয়। একইভাবে, যদি কোনো দলের ভোটভিত্তি সবচেয়ে বেশি ঢাকা জেলায় থাকে, তবে তাদের মনোনীত সংসদ সদস্যকেও ঢাকা থেকেই আসতে হবে।

চলমান পাতা-৪

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ তারিখ ঃ ২২.৮.২০২৫ ইং

ভোটার ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব কোন এলাকায় কোন দলের ভোট সবচেয়ে বেশি। এই ভিত্তিতে দলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে সেইসব এলাকায় প্রার্থী মনোনীত করতে হবে যেখানে তারা সর্বাধিক ভোট পেয়েছে। এতে PR ব্যবস্থা কেবল সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং **ভোটের ওজন ও ভৌগোলিক শিকড় উভয়কেই প্রতিফলিত করবে**। এভাবে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে, আবার একইসঙ্গে নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিক গণতন্ত্রের চেতনাকেও অক্ষুণ্ণ রাখবে।

১৩. বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে জেলা ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, অর্থের সুষম বণ্টন নিশ্চিতের প্রয়াস

একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য যেখানে কেবল শীর্ষ ধনী শ্রেণিই নয়, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল ভোগ করবে এবং মূলধারার অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, ভবিষ্যতে কোনো গোষ্ঠী বা ওলিগার্কি রাষ্ট্রের সম্পদ ও ক্ষমতা দখল করতে পারবে না—সেই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ হলো জেলা ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ।

প্রতিটি জেলা—যেমন ফরিদপুর জেলা—নিজস্ব শিক্ষা বাজেট, নিজস্ব স্বাস্থ্য বাজেট, নিজস্ব সামাজিক সুরক্ষা বাজেট পাবে এবং মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিটি জেলা এবং মহানগর তার নির্ধারিত বাজেট পাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় অনুযায়ী। এতে প্রতিটি জেলার জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, জবাবদিহিতা বাড়বে, এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের করের টাকা সুনির্দিষ্টভাবে ও যথাযথ লক্ষ্যভেদী উপায়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

এই জেলা-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ ও ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বণ্টনের একমাত্র কার্যকর উপায়। এর মাধ্যমেই আমরা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাছাকাছি একটি সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠন করতে পারব, যেখানে সমাজের সব শ্রেণি সমভাবে অগ্রগতির সুফল ভোগ করবে।

চলমান পাতা-৫

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ২২.৮.২০২৫ খ্রি-

উপসংহারঃ

জাকের পার্টি জাতীয় দায়িত্ব ও ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ থেকে এই প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে ১৯৭১-এর চেতনা ও ১৯৭২-এর সংবিধানের ভিতের ওপর দাঁড়াতে হবে, এবং জুলাই ২০২৪-এর অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

জুলাই সনদ তখনই সফল হবে, যখন এটি জনগণকে ক্ষমতায়িত করবে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করবে। আমরা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাই— এই নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করুন, যাতে সনদ সত্যিকার অর্থে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয় এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

জাকের পার্টির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা হলো,

২২.৮.২০২৫ খ্রি-

(শামীম হায়দার)
মহাসচিব, জাকের পার্টি
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৩৬৫৭১৩

পাতা-৬

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

<u>জাতীয় গণফ্রন্ট</u>

(নিম্নোক্ত বিষয়টি সংশোধিত ও সংযোজিত করা সহ)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি :

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। <u>**১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী কলমের এক খোঁচায় একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থার স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার মধ্য দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র নিষিদ্ধ করে বাক ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং তৎসাথে রক্ষীবাহিনী তৈরী করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় ৩০ হাজার কমিউনিষ্ট, বামপন্থী, মুক্তিযোদ্ধা, গণতান্ত্রিক কর্মীদের নির্মম ভাবে হত্যা করে এই প্রক্রিয়া স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে পাকা পোক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর একটি অংশের তৎপরতায় ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিব স্বপরিবারে নিহত হয়। তার ফলে**</u> শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে <u>**ফ্যাসিবাদী**</u> আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী <u>**ব্যবস্থা ও**</u> চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ

ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, **<u>ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও</u>** রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড ও ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্ত্বরের হত্যাকান্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী তথা সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে **<u>দলবল'সহ ভারতে</u>** পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। **<u>এবং আমাদের দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করতে হবে।</u>**

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে—সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল—আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ” ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষনও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপ নিম্নলিখিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব দলেরপক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে এই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহঃ

রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান

১। ভাষা : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরচিত হইবেন।" **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩। সংবিধান সংশোধন : সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যেমন ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা,(যেটি ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে তা) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ : সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা : (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২)

জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের—(ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাইবে না।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭। মূলনীতিসমূহ : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার <u>মূলনীতি</u>**<u>র পুরোনো ৪টি শব্দ অক্ষুন্ন রেখে</u>** 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]।**

৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।" **[৩৩টি দল ও জোট একমত]**

মৌলিক অধিকার

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। (নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে) । **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্রপতি

১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। **[২৮টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ]**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন : (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, (৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। **[৩১টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: প্রস্তাবতি ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের বিষয় বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি।**

১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন : কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। [২৫টি দল ও জোট একমত; নোট **অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**]

১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান : প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]।**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে:

(১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**
(২) সংবিধানের ৫৮ (খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

(৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় — ১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার।
(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহবান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে।
(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন।
(৬) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।
(৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের

মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

(৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।

(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য—১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে ‘র্যাংকড চয়েজ’ (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।

(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।

(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাঙ্কড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংক চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন।

(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।

(১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

(১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

* ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি (গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে), বাংলাদেশ লেবার পার্টি (৯, ১০ ও ১৩), এনডিএম (৮, ৯, ১২), জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (৯, ১০ ও ১৩), ১২ দলীয় জোট (৯, ১০ ও ১৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে (৭ ও ৮), বাংলাদেশে নেজামে ইসলাম পার্টি (৭ ও ১০)] ।**

স্থানীয় সরকার

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হইলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকিবে।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

১৯। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত হইবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করিবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চাইতে কম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।" **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

আইনসভা

২১। আইনসভা গঠন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে,

"(ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট: সিপিবি]**
(খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম]**

(গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।"**[২৭টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম]**

২২। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা : উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :
(ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবেনা; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
উল্লেখিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করা হবে। এছাড়া নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিধান

অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। যেমন- সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লেখিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান।
[নোট অব ডিসেন্ট: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল]

২৩। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৪। জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান : জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হবেঃ **[২৯টি দল ও জোট একমত] ।**

(ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;
(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে;

(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে;
(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩% (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে; **[২৬ টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: আম জনতার দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল]**

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

২৫। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন: সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করিয়া ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সকল সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৬। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি: জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

২৭। সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন : সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান : সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

২৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হইবে।" **[২৩ টি দল ও জোট একমত]**

বিচার বিভাগ

৩০। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। (২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে।) (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। **[২৯ টি দল ও জোট একমত]**

৩১। আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৩৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।**[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৩৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৩৫। সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।**[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৬। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ : যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩৭। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত) সংশোধনঃ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। **[৩০ টি দল ও জোট একমত]**

৩৮। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৯। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয়: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪০। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ: অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪১। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরীভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪২। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি : বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর : বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ : প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৪৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা : মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি

প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন : 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৫০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৫১। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য : বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫২। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ : বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হবে যে,
(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে : (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/ selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র'

ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
(ঘ) (বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকবে)।
(ঙ) ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণ বিধি প্রণীত হবে।' **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৫৩। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ :
(ক) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা হবে।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আদমশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮(৩) এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৫৪। স্থানীয় সরকার নির্বাচন : স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫৫। ন্যায়পাল নিয়োগ :
(ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭ (ক)-তে যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।"

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

৫৬। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ : সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, : (ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য

রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন উহার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট] ।**

৫৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ : সংবিধানের ১২৭ (১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে,
(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভারগ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগলাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

(ঙ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]**

৫৮। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ :

(ক) যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে:

"দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠিত হবে।"

(খ) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, গ. মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন।

(খ) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না।
(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন উহার দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
[নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

জনপ্রশাসন

৫৯। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৬০। স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন: জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬১। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন : প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে : (ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ) : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) : শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) : শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা জন্য। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৬২। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণঃ নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুনগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশনও একই সুপারিশ করছে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধন : নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৬৪। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923) এর সংশোধন: নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৬৫। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন : ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

পুলিশ প্রশাসন

৬৬। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন : পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে।**[২৯টি দল ও জোট একমত]**

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৬৮। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬৯। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয়

চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৭০। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭১। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইনপ্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭২। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা : নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৭৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা : সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৪। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা: UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৫। Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন: দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards এর পক্ষভুক্ত হওয়া

এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৬। দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৭। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—"আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(২) ধারা সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৯। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮০। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। তারা হলেন— (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।
৮০। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৮১। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা

সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৩। আয়কর আইন, ধারা ৩০৯ এর সংশোধন : আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৪| Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া: বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া| **[২৩ টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট- জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য]** ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনী ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;

একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও আইনী কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরণের কার্যাবলীকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণঅভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;

সুতরাং উল্লেখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে **আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে—**

১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো **জনগণের** জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত **জনগণের** সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত’র দলিল হিসাবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।

২) এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসাবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।

৩) এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নরে চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা

জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে **<u>এবং এ বিষয়ে গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করা যাবে।</u>**

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।

৬) আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত; ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৭) আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮) আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে **<u>বর্তমান নির্দলীয়</u>** সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে। **<u>অবশিষ্ট অংশ নির্বাচিত সরকার কাল বিলম্ব না করে সংসদের প্রথম অধিবেশনে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।</u>**

তারিখ: ২০/০৮/২০২৫
ঢাকা

সূত্রঃ এনডিএম/নিক/০৫২ তারিখঃ ২০/০৮/২০২৫

সংশোধিত বক্তব্য

পটভূমি অংশঃ

২০০৯ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের সব গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয়সমূহঃ

সংবিধান সংশোধনঃ

সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ (৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২) এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংশোধন বা বাতিলের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ (যদি থাকে) এর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থনসহ গণভোটের প্রয়োজন হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিঃ

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে যেটাই উল্লেখ থাকুক "সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি" উল্লেখ থাকতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়াঃ

গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকা অধিক যুক্তিযুক্ত এবং বর্ণিত প্রস্তাবে চূড়ান্ত নোট অব ডিসেন্ট – ৯, ১০ এবং ১৩।

জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদানঃ

"অর্থবিল, আস্থাভোট, যুদ্ধকালীন অবস্থা এবং সংবিধান সংশোধন" প্রশ্নে ভোটদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন এভাবে লিখতে হবে।

"জুলাই জাতীয় সনদ" বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অংশঃ

১। বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের সময় কোন "কনভেনশন" ছিল না।

২। "১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোন সংবিধান ছিল না"- এই লাইনে সংশোধনী আনতে হবে। মূলত ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে "অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ" জারি হয়েছিলো যা ২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে কার্যকর ধরা হয়। এই আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হয় এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে চালু থাকা সকল আইন (প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে) এই আদেশের অধীনে বৈধতা পায়। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং আমাদের একটি নিয়মিত সংবিধান আছে যেখানে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমাদের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে মাত্র। সুতরাং সাংবিধানিক শূন্যতা সংক্রান্ত ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের বর্ণনা এবং তুলনা **"জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫"** এ উল্লেখ থাকা অপ্রয়োজনীয় এবং সঠিক অর্থ বহনকারী নয়।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

সূত্রঃ এনডিএম/নিক/০৫২ তারিখঃ ২০/০৮/২০২৫

৩। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রধান বিচারপতির উপরাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণ এবং পরবর্তীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন এবং প্রধান বিচারপতি পদে পুনরায় ফিরে যাওয়ার বৈধতা দেয়া হয় ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ কর্তৃক বিলটি সংসদে ২৭৮-০ ভোটে পাস হয়। তবে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্সের ভিত্তিতে আইনগত বৈধতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিধায় ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনার তুলনা করা সংগত হবে না। রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়ে ঐকমত্য, বর্তমান সরকারের সকল আদেশ এবং অধ্যাদেশের বৈধতা পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ প্রদান করবে।

৪। **"জুলাই জাতীয় সনদ"** কোন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নয় বরং এটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সমঝোতা এবং সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। এই সনদের বিধান, নীতি এবং সিদ্ধান্ত ভিন্ন বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে কিছু থাকলে এই সনদের বিধান/ প্রস্তাব/ সুপারিশ প্রাধান্য পাবে বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরবর্তী সময়ের জন্য "স্বেচ্ছাচারিতার নজির" হয়ে থাকবে। কোন আইন বা বিধানকে সংবিধানের উপরে স্থান দেবার কোন সুযোগ নেই।

৫। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ মিলেই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিকভাবে সৃষ্ট। সংবিধানের ব্যাখ্যা দেবার এখতিয়ার হাইকোর্টের। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি রেফারেন্সের জন্য আপিল বিভাগের কাছে কিছু না প্রেরণ করলে আপিল বিভাগ মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদে আপিল বিভাগের এখতিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, **"জুলাই জাতীয় সনদের"** কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকার প্রস্তাবকে অঙ্গীকারনামা থেকে বাদ দিতে হবে।

৬। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। **"জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫"** এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে কার্যকর হিসাবে গন্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারি কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না মর্মে উল্লিখিত প্রস্তাবকে অঙ্গীকারনামা থেকে বাদ দিতে হবে। **"জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫"** সংবিধানের উপর কার্যকর কোন দলিল নয় বিধায় রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত একটি সমঝোতা এবং প্রতিশ্রুতি যাকে সাংবিধানিকভাবে বৈধতা দেয়া হবে।

৭। **"জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫"** এর যেসব বিধান সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত নয় সেগুলো বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ইচ্ছা করলেই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে। সুতরাং অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত "পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে" শব্দসমূহ বাদ দিতে হবে।

ববি হাজ্জাজ
চেয়ারম্যান, এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম

মোমিনুল আমিন
মহাসচিব, এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপির পক্ষ থেকে জুলাই সনদ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত লাল কালিতে পাঠানো হলো।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

ই-মেইল: crcbd@legislativediv.gov.bd

মোবাইল নম্বর: ০১৭৪১৪৬৬৬০০

পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর স্থলে 'জুলাই সনদ ২০২৫'।

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি :

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। কারণ, শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নামেমাত্র থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড ও ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের হত্যাকান্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন

নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী তথা সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে—সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল—আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ" ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষনও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপ নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব দলেরপক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে এই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহঃ

রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান

১। ভাষা : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরচিত হইবেন।" **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩। সংবিধান সংশোধন : সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যেমন ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা,(যেটি ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে তা) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ : সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা : (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের—(ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ)

বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাইবে না।” **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭। মূলনীতিসমূহ : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি’ উল্লেখ থাকবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এবং গণফোরাম]**

৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, “বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।” **[৩৩টি দল ও জোট একমত]**

মৌলিক অধিকার

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। (নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে) । **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

রাষ্ট্রপতি

১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। **[২৮টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ]**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন : (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, (৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। **[৩১টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: প্রস্তাবতি ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের বিষয় বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি।**

১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।” **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন : কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। ~~[২৫টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]~~ **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান : প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]।**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে:
(১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**
(২) সংবিধানের ৫৮ (খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

(৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় — ১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার।
(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহবান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে।
(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন।
(৬) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

(৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।

(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য—১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে ‘র‍্যাংকড চয়েজ’ (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।

(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।

(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাঙ্কড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংক চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন।

(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।

(১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

(১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।
* ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি (গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে), বাংলাদেশ লেবার পার্টি (৯, ১০ ও ১৩), এনডিএম (৮, ৯, ১২), জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (৯, ১০ ও ১৩), ১২ দলীয় জোট (৯, ১০ ও ১৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে (৭ ও ৮), বাংলাদেশে নেজামে ইসলাম পার্টি (৭ ও ১০)]**

স্থানীয় সরকার

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

১৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হইলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকিবে।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

১৯। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত হইবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করিবেন।” **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চাইতে কম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।” **[২৩টি দল ও জোট একমত]**

আইনসভা

২১। আইনসভা গঠন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে,
“(ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।” **[৩২টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট: সিপিবি]**
(খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম]**

(গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।”**[২৭টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম]**

২২। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা : উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :
(ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবেনা; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
উল্লেখিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করা হবে। এছাড়া নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব (পিআর)

পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। যেমন- সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লেখিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান।
[নোট অব ডিসেন্ট: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল]

[মতামতঃ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।]

২৩। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৪। জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান : জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হবেঃ **[২৯টি দল ও জোট একমত]** ।

(ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;
(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে;

(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে;
(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩% (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে; **[২৬ টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: আম জনতার দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল]**

[মতামতঃ এনসিপি এর পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ১৫% (পনেরো) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে এই দাবীতে নোট অফ ডিসেন্ট দেয়া হয়]

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

২৫। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন: সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করিয়া ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সকল সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৬। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি: জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

২৭। সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন : সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান : সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

২৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হইবে।" **[২৩ টি দল ও জোট একমত]**

বিচার বিভাগ

৩০। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। (২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে।) (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। **[২৯ টি দল ও জোট একমত]**

৩১। আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৩৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।**[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৩৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৩৫। সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।**[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৬। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ : যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল

ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৩৭। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত) সংশোধনঃ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। **[৩০ টি দল ও জোট একমত]**

৩৮। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৩৯। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয়: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪০। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ: অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪১। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরীভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪২। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৪৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি : বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর : বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৪৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ : প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

৪৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা : মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৪৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন : 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৪৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৫০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৫১। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য : বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫২। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ : বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হবে যে,
(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে : (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/ selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
(ঘ) (বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকবে)।
(ঙ) ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণ বিধি প্রণীত হবে।' **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৫৩। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ :

(ক) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা হবে।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আদমশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮(৩) এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৫৪। স্থানীয় সরকার নির্বাচন : স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫৫। ন্যায়পাল নিয়োগ :
(ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭ (ক)-তে যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।"

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।
[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

৫৬। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ : সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, : (ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি,

এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন উহার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট] ।**

৫৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ : সংবিধানের ১২৭ (১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে,
(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভারগ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগলাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

(ঙ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]**

৫৮। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ :
(ক) যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে:
"দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠিত হবে।"

(খ) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, গ. মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন।

(খ) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না।
(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন উহার দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
[নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

জনপ্রশাসন

৫৯। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৬০। স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন: জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬১। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন : প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে : (ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ) : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) : শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) : শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা জন্য। **[২৪টি দল ও জোট একমত]**

৬২। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণঃ নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুনগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশনও একই সুপারিশ করছে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধন : নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৬৪। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923) এর সংশোধন: নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৬৫। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন : ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]**

পুলিশ প্রশাসন

৬৬। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন : পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে।**[২৯টি দল ও জোট একমত]**

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" **[৩০টি দল ও জোট একমত]**

৬৮। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৬৯। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]**

৭০। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭১। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইনপ্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭২। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা : নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৭৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা : সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৪। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা: UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৫। Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন: দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৬। দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]**

৭৭। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—"আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]**

৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(২) ধারা সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৭৯। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮০। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। তারা হলেন— (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রীম র্কোট এর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।
৮০। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]**

৮১। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]**

৮২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৩। আয়কর আইন, ধারা ৩০৯ এর সংশোধন : আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]**

৮৪| Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া: বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া | **[২৩ টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট- জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য]** ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনী ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;

একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও আইনী কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরণের কার্যাবলীকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণঅভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;

[মতামতঃ এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে এনে সাংবিধানিক কনভেনশনের নামে পরবর্তী সংসদের কাছে জুলাই সনদ ২০২৫ এর বাস্তবায়নকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে, যা আমাদের দাবী অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জুলাই সনদ নির্বাচনের পূর্বে বাস্তবায়ন করা ও এর আইনী ভিত্তি প্রদান করার কোন সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা নিয়ে কমিশনের এই বক্তব্যকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দলিল এবং এটাকে প্রথম সংবিধানও বলা যেতে পারে। এই ঘোষণাপত্রে ঘোষণা করা হয় ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকেই এটা কার্যকর হবে। পাশাপাশি, ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আরেকটা আদেশ জারি করেন, ওইটাও আইনি ভিত্তি সম্পন্ন একটা ডকুমেন্ট। কাজেই এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিয়েছে ১৯৭২ সালের সংবিধান, এটা সত্য নয় বরং তা ইতিহাস বিকৃতি। উল্লিখিত সময়কালের বৈধতা দিয়েছে যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রোক্লেমেশন এবং ১১ জানুয়ারির রাষ্ট্রপতির আদেশ। একই ভাবে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও তার কার্যক্রম তথা বৈধতার ভার পরের সংসদের কাছে ন্যস্ত করার এই বিবৃতি আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা মনে করি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও তার কার্যক্রম তথা জুলাই সনদ এর বৈধতা গণঅভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণাপত্র।]

সুতরাং উল্লেখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে **আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে—**

১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র দলিল হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।

২) এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।

[মতামতঃ কোন পদ্ধতিতে এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এই ধারার সাথে একমত নই। গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।]

৩) এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নরে চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

৫) ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।

৬) আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত; ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৭) আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮) আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

[মতামতঃ কোন কোন প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেটা সুস্পষ্ট নয়। আমরা এর বিরোধিতা করছি। এনসিপির পক্ষ থেকে আমরা জুলাই সনদ ২০২৫ এর সম্পূর্ণটাই কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।]

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্রঃ

তারিখঃ ২১.৪.২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত জুলাই সনদ-২০২৫ প্রণয়নের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এর উপরে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের কতিপয় সংশোধনী উপস্থাপন ও মতামতঃ

১. প্রস্তাবিত জুলাই সনদ-২০২৫ এর অধিকাংশ জায়গায় বাক্যগঠনে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিভিন্ন অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার ও শব্দচয়নে দ্ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কঠিন শব্দ বা দ্ব্যর্থক শব্দ এড়িয়ে চললে জুলাই সনদে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটবে বলে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট বিশ্বাস করে। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক।

২. প্রস্তাবিত খসড়ার ১০নং দফায় উল্লেখিত "রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি" সংক্রান্ত বিধানটিতে যথেষ্ট স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। বিধানটিকে পরিষ্কার ও বোধগম্য করার জন্য আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

৩. প্রস্তাবিত খসড়ার ১১নং দফায় উল্লেখিত "রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব" সংক্রান্ত বিধানে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য খসড়ায় সেটির উল্লেখ নেই। বিষয়টি উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

৪. প্রস্তাবিত খসড়ার ১৩নং দফায় উল্লেখিত "রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন" বিধানটিতে স্থূল বাক্যগঠন পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ ও শ্বাসরুদ্ধকর বাক্যগঠন পরিহার করে সুপরিমার্জিত বাক্যগঠন করলে বিধানটি সুস্পষ্টতা পাবে।

৫. প্রস্তাবিত খসড়ার ১৬নং দফায় উল্লেখিত "তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা" সংক্রান্ত বিধানের অনুবিধি ৯, ১০, ১২ ও ১৩ তে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য খসড়ায় অনুবিধি ১২ এর কথা উল্লেখ নেই। বিষয়টি উল্লেখ করে খসড়ার পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

৬. প্রস্তাবিত খসড়ার ২১নং দফায় উল্লেখিত "আইনসভা গঠন" সংক্রান্ত বিধানের উপবিধি 'খ' তে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য খসড়ায় সেটির কথা উল্লেখ নেই। বিষয়টি উল্লেখ করে গুরুত্ব সহকারে খসড়ার পরিমার্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

৭. প্রস্তাবিত খসড়ার ২১নং দফায় উল্লেখিত "আইনসভা গঠন" সংক্রান্ত বিধানের উপবিধি 'ঘ' তে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য খসড়ায় সেটির কথা উল্লেখ নেই। বিষয়টি উল্লেখ করে খসড়াটি সংশোধন করা আবশ্যক।

৮. প্রস্তাবিত খসড়ার ২৮নং দফায় উল্লেখিত "জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান" সংক্রান্ত বিধানে

প্রধান কার্যলয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, ই-মেইল: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, Phone: 01715-627288, E-mail: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

CamScanner

সূত্রঃ

তারিখঃ ২১.৮.২০২৫

সংবিধানের ৭০নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতোয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন উক্ত বিষয়ে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট একমত। অন্য যেকোন বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন- উক্ত বিধানের সাথে জাতীয়তাবাদী সমনা জোট একমত নয়। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট মহামারী ও জাতীয় নিরাপত্তার (যুদ্ধকালীন) সময়ে স্বাধীনভাবে ভোটদানের বিষয়টির প্রস্তাব করেছিল।

৯. প্রস্তাবিত খসড়ার ৩৪নং দফায় উল্লেখিত "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা" সংক্রান্ত বিধানে "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে" মর্মে বিধান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিধানে স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা এবং তা প্রদানের কার্যকরি পন্থা আলোচ্য সনদে উল্লেখপূর্বক সংশোধনী আনা আবশ্যক।

১০. প্রস্তাবিত খসড়ার ৪২নং দফায় উল্লেখিত "স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা" সংক্রান্ত বিধানে জাতীয়তাবাদী সমনা জোট কর্তৃক জেলা পর্যায় থেকে ১০% এ সীমাবদ্ধ রেখে এবং অবশিষ্ট অংশ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত রেখে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল।

১১. প্রস্তাবিত খসড়ার ৪৩নং দফায় উল্লেখিত "স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা" সংক্রান্ত বিধান নিয়ে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সাথে কমিশনের কোন প্রকার আলোচনা হয়নি বিধায় ৪৩নং দফা জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট উপেক্ষা করছে।

১২. প্রস্তাবিত খসড়ার ৪৯ ও ৫০নং দফায় উল্লেখিত "আইনজীবীদের আচরণবিধি" এবং "আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন" সংক্রান্ত বিধানে আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযুগী এবং বার কাউন্সিল নির্বাচনকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট একমত পোষণ করছে। কিন্তু আইনজীবীদের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট একমত নয়।

১৩. প্রস্তাবিত খসড়ার ৬১নং দফায় উল্লেখিত "তিনটি সরকারি কর্ম ক্মিশন গঠন" সংক্রান্ত বিধানে প্রজাতন্ত্রে জনবল নিয়োগের জন্য তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার ব্যাপারে একমত নয়। বিদ্যমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনকেই শক্তিশালী এবং আরও কার্যকর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাসহ আলোচ্য সনদে সংশোধন আনা জরুরী।

১৪. প্রস্তাবিত জুলাই সনদ-২০২৫ এ উত্থাপিত দফাসমূহের মধ্যে যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে সেসবের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, যেসব বিষয়ে নোট অফ ডিসেন্ট এসেছে সেগুলোর সুরাহা পদ্ধতি এবং সর্বোপরি সংবিধানের মৌলিক সংস্কার পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট, কার্যকরি ও

প্রধান কার্যালয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, ই-মেইল: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, Phone: 01715-627288, E-mail: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

CamScanner

সূত্র: তারিখ:

আইনানুগ ব্যাখ্যা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে প্রদানপূর্বক আলোচ্য সনদে এই বিষয়ে উল্লেখ করা আবশ্যক।

১৫. বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময়, বেদনাবিধুর এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তানের শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদেরকে গুণতে হয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবন ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে দিয়েছে শোষণ ও বৈধ অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, অপরদিকে জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থান দিয়েছে বৈষম্যবিহীন ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবিতে মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের সুযোগ। জুলাই সনদ-২০২৫ এ ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অঙ্গীকারনামা সংক্রান্ত মতামত ও সুপারিশ

১৬. অঙ্গীকারনামার দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, সংবিধান ও আইনের ওপর প্রাধান্য থাকবে সনদের যা বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এমন কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাজে নজীর স্থাপিত হবে। এহেন কাজের অভিপ্রায় না রেখে গ্রহণযোগ্য, বাস্তবিক ও আইনসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যেখানে রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় রাজনীতি পরিচালিত হবে।

১৭. সংবিধানের ওপরে কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। জুলাই সনদ রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল। সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান দলিল যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। জুলাই সনদকে সংবিধানের উপরে স্থান দেয়ার কোন সুযোগ নেই কেননা সংবিধানের উর্ধ্বে কেউ যেতে পারে না এবং সাংবিধানকে অতিক্রম করার কোন প্রক্রিয়াই সাংবিধানিক হতে পারে না।

১৮. সংবিধানে কোনো কিছু যোগ বা পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যা নির্দিষ্ট সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। একটি রাজনৈতিক দলিলকে সরাসরি সংবিধানের উপর স্থান দেওয়া সাংবিধানিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করবে। এটি আইনগতভাবে অসাংবিধানিক এবং এহেন সিদ্ধান্ত কোনভাবেই আইনসিদ্ধ হওয়ার সুযোগ নেই।

১৯. অঙ্গীকারের তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে, আলোচ্য সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু প্রস্তাবিত পন্থাটি সাংবিধানিক নয় এবং জুলাই সনদকে বাংলাদেশ সংবিধানের উপরে স্থাপন করার হিসেব সাংবিধানিভাবে ভুল এবং এর আইনগত ভিত্তি নেই। প্রচলিত বিধি ও

প্রধান কার্যলয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, ই-মেইল: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, Phone: 01715-627288, E-mail: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

CamScanner

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্র:

তারিখ: ২১.৪ ২০২৫

আইন অনুসারে শুধুমাত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কাছে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারেন। অন্য কোন বিধান বা অন্য কোন উপায়ে সয়ারাসরি আপীল বিভাগে যাওয়ার কোন সুযোগ আইনে নেই। এই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন আনা আবশ্যক।

২০. অঙ্গীকারের চতুর্থ দফায় বলা হয়েছে, সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ গণ্য হবে। তাই সনদের বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। কোন কোন বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না, তা সংবিধানে বলা আছে। অনুচ্ছেদ ৭৯ অনুযায়ী সংসদের কার্যক্রম এবং ১২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায় না। এর বাইরে কোনো কিছু সম্পর্কে যদি আদালতে প্রশ্ন তোলার পথ বন্ধ হয়, তবে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সংবিধান মূল্যহীন হয়ে পড়বে।।

ধন্যবাদান্তে,

Faridzaman
21.8.2025

ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ
সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও
সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

প্রধান কার্যলয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, **ফোন:** ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, **ই-মেইল:** jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, **Phone:** 01715-627288, **E-mail:** jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

CamScanner

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

তারিখঃ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জেএসডির প্রস্তাবনা

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জনাব,
সালাম ও শুভেচ্ছা।
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এবং সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে ১ (এক) পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট মতামত নিম্নে প্রদান করা হলো।

জেএসডির প্রস্তাবনা

১. সংস্কার সভা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন
সংবিধান সংস্কার সভা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই সাথে সম্পন্ন করা:

২. সাংবিধানিক স্বীকৃতি:
সংবিধানে একটি নতুন পরিচ্ছেদের অধীনে "জাতীয় সনদ অনুচ্ছেদ" যুক্ত করা:
১. সংবিধানিক স্তর: যেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে জাতীয় সনদের মূলনীতি ও আদর্শ এবং সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।
২. আইনগত স্তর: কোনো ঘোষিত নীতি বা সিদ্ধান্তকে আইন আকারে রূপান্তর করা।
৩.অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনানুগ করা, সংবিধান সংস্কার বা সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যতিরেকে সংস্কারের অন্যান্য সম্ভব বিষয়া অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনানুগ করা।
৪. সংবিধানের প্রস্তাবনা বা Preamble-এ জুলাই সনদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি-সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার যুক্ত করা।
এই ত্রয়ী আদর্শকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) অন্তর্ভুক্ত না করলে ভবিষ্যতে আইন, নীতি ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যায় এই আদর্শকে বাধ্যতামূলক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণে সংকট দেখা দেবে। প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত হলে এগুলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্তব্য হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাবে।

৩. আইন প্রণয়ন (Parliamentary Act)
জাতীয় সংসদ "জাতীয় সনদ আইন" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করবে।
৪. পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন (Phase-wise Implementation):
ধাপ ১: সাংবিধানিক স্বীকৃতি
ধাপ ২: আইনি কাঠামো
ধাপ ৩: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
ধাপ ৪: সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তি

৫. বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা
জাতীয় সনদের কোন অংশ সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক, কোন অংশ নীতিগত বা দিকনির্দেশমূলক তা বিচার বিভাগের মাধ্যমে সনদের সীমা ও কার্যকারিতা স্পষ্ট হবে।

৬. কাঠামোগত প্রস্তাবনা:
১.National Charter Commission:
স্থায়ী জাতীয় সনদ কমিশন গঠন করতে হবে। সংস্কারের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণসহ মনিটরিং করবে জাতীয় সনদ কমিশন যেখানে সংসদ, নাগরিক সমাজ, বিশেষজ্ঞ ও তরুণ প্রতিনিধি থাকবে।
২. সনদ বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্ধারণ ও রোডম্যাপ প্রণয়ন।

৭. বিশেষ ট্রাইবুনাল (Special Tribunal):
জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে নাগরিকদের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।

শুভেচ্ছাসহ-

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

JAMIAT E ULAMA E ISLAM BANGLADESH

جمعية علماء الإسلام بنغلاديش

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

তারিখঃ ২৪.০৮.২০২৫ খ্রিঃ

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর খসড়া সম্পর্কে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের

প্রস্তাবনা

১) পটভূমিতে ২০২১ সালের মোদীবিরোধী আন্দোলনে ১৯ জনকে গুলি করে হত্যা এবং ব্যাপক ভাবে আলেমদেরকে গ্রেফতার করার বিষয়টিও যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

২) ২১নং দফায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট বিষয়ে আমরা দ্বিমত পোষণ করে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি। এখানে আমাদের দলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৩) সংবিধানের মূলনীতি প্রসঙ্গে যতটুকু ঐকমত্য হয়েছে ততটুকুই সনদে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ও মহান আল্লাহর উপর পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে পুনর্বহাল করা না করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল রাখা না রাখার বিষয়টি আগামী পার্লামেন্টে চূড়ান্ত করা হবে মর্মে ঐকমত্য হয়েছে। সুতরাং এই অংশটুকুও সনদে উল্লেখ করার প্রস্তাব করছি।

(মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী)
মহাসচিব
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

৫১,৫১/এ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, (১০ তলা) রুম নং-১০০৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মহাসচিব ০১৭১৩ ০০৪৪৩৯, হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭০১ ৩২৩৬৭৮ E mail: jamiateulamaeislam.bd23@gmail.com

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) এর বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র মতামত

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ~~ও শক্তিসমূহ~~ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি:

১। পটভূমি

প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বৈরশাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণাক্রমে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা পুরোপুরি অর্জন করা যায়নি। কারণ, শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন পুরোপুরি টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, অপরদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ~~নামেমাত্র~~ থাকলেও তা অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিগত ১৬ বছরে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর ~~অকার্যকরী~~ ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে ~~অবশিষ্ট~~ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, বিচার বহিঃভূত হত্যাকান্ড নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা, হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব কায়েম করে। ২০০৯ সালের পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড ও ২০১৩ সালে

মতিঝিলের শাপলা চত্ত্বরের হত্যাকান্ড অন্যতম উদাহরণ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘ ১৬ বছরের ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ~~পরবর্তীতে~~ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল ছাত্র-শ্রমিক-নারী-পেশাজীবী তথা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশোর বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের ত্যাগ ও আত্মাহুতি ~~আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে~~ এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায়, জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো ~~পুনর্গঠনের~~ সংস্কারের এক প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার, বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থার ~~পুনর্গঠন~~ সংস্কার, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসিত জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলো হচ্ছে—সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। কমিশনগুলো ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানকে সহ-সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন সংস্কার

কমিশনের প্রধানদের সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল—আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা। কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। কমিশন তার দায়িত্ববোধ ও সুপারিশের অংশ হিসেবে ঐকমত্যের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবলিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ" ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক ২৭টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষনও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩২টি দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করে কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপ নিম্নলিখিত 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব দলেরপক্ষ থেকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি এবং এইসব বিষয়সমূহকে এই জাতীয় সনদে সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' হিসেবে ঘোষণা করছি।

৫। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহঃ

রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান

১। ভাষা : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরচিত হইবেন।" **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩। সংবিধান সংশোধন : সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের ~~উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ)~~ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হইবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যেমন ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা,(যেটি ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ, ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে তা) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ : সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না। **[২৩টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা : (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের—(ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাইবে না।" **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭। মূলনীতিসমূহ : সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এবং গণফোরাম]**

৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি গোষ্ঠি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।" **[৩৩টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

মৌলিক অধিকার

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। (নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের / সুপারিশসমূহ বিবেচিত হইতে পারে যা অত্র দলিলের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে) । **[৩১টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট**

অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি

১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। **[২৮টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনীর প্রস্তাব করে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন : (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, (৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ। **[৩১টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: প্রস্তাবিত ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের বিষয় বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি।**

১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাইবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস হইবে। ~~করিবার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে।"~~ **[২৮টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন : কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব**

ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ : একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান : প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না, এরূপ বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]।**

১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে:

(১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

(২) সংবিধানের ৫৮ (খ) সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের (১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

(৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় — ১. প্রধানমন্ত্রী, ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধীদলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার।

(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহবান করবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবে।
(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবেন।
(৬) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।
(৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

(৮) উপর্যুক্ত চ-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।

৮

(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য—১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র্যাংকড চয়েজ' (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।

(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।

(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি কোনো সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র্যাঙ্কড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র্যাংক চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখবেন।

(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন।

(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।

(১৬) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" এর পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

(১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮) সংবিধানের ত্রয়দশ সংশোধনীতে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

(২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

(২১) ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(২২) সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের উপদফা (১) এর দ্বিতীয় প্যারার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়ন করিতে হইবে। অর্থাৎ সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতি ৬০ দিনের অতিরিক্ত হইবে না। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি (তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় র‍্যাংঙ্ক চয়েস প্রক্রিয়ার বিকল্প হিসাবে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তা নির্ণয় করার বিষয়টি সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে। এবং দফা ৯, ১০ ও ১৩ তে নোট অব ডিসেন্ট), বাংলাদেশ লেবার পার্টি (৯, ১০ ও ১৩), এনডিএম (৮, ৯, ১২), জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (৯, ১০ ও ১৩), ১২ দলীয় জোট (৯, ১০ ও ১৩), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (৭ ও ৮), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (৭ ও ১০)]**

স্থানীয় সরকার

১০

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, " সরকারের চাহিদা মোতাবেক নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।" **[২৮টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

১৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হইলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকিবে।" **[২৬টি দল ও জোট একমত] মন্তব্যঃ বিষয়টি ঐকমত্য কমিশনে আলোচিত হয়নি বিধায় অত্র দলিলে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।**

১৯। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যাস্ত করা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত হইবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তাহারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করিবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত] মন্তব্যঃ বিষয়টি ঐকমত্য কমিশনে আলোচিত হয়নি বিধায় অত্র দলিলে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।**

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চাইতে কম হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।" **[২৩টি দল ও জোট একমত] মন্তব্যঃ বিষয়টি ঐকমত্য কমিশনে আলোচিত হয়নি বিধায় অত্র দলিলে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।**

আইনসভা

২১। আইনসভা গঠন : সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে,
"(ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট: সিপিবি]**
(খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম]**

(গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।"**[২৭টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম]**

২২। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা : উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :
(ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবেনা; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
উল্লেখিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করা হবে। এছাড়া নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে। যেমন- সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লেখিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান।
[নোট অব ডিসেন্ট: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল] উক্ত দফার অর্থাৎ উচ্চ কক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা দফা (ক) এবং (ঙ) তে বিএনপি'র নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।

১২

বিএনপি উচ্চ কক্ষের গঠন প্রক্রিয়া এবং উচ্চ কক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকার বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে।

২৩। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।" **[২৪টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

২৪। জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান : জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হবেঃ **[২৯টি দল ও জোট একমত] । কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

(ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;
(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে;
(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে;
(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩% (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে; **[২৬ টি দল ও জোট একমত; নোট অব ডিসেন্ট: আম জনতার দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল]**

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

২৫। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন: সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করিয়া ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত

অপর সকল সদস্যদের মধ্য হইতে ~~মনোনীত~~ নির্বাচিত হইবে ~~করা হইবে~~।" **[২৪টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

২৬। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি: জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং ~~জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত~~ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

২৭। সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন : সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল ও জোট একমত]** **সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদে বিষয়টি হুবহু বিদ্যমান বিধায় এই দফা এখানে অর্ন্তভূক্তির সুযোগ নেই**

২৮। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান : সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **বিএনপি এই মর্মে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে যে, জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত হইলে- "অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধনী এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত (যুদ্ধ পরিস্থিতি) এই ৪টি বিষয় ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয়ে সংসদ সদস্যগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারিবেন"।**

২৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের গোপন অধিবেশনে (ক্যামেরা সেশন) নিকট উপস্থাপন করা হবে তবে, অতিব সংবেদনশীল নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি ইত্যাদি (Highly restricted / secret বলিয়া গন্য হইবে) ~~সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হইবে~~।" **[২৩ টি দল ও জোট একমত]**

বিচার বিভাগ

৩০। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। (২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম ~~বিচারপতিকে~~ বিচারককে রাষ্ট্রপতি প্রধান

বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করিবেন। (অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন ~~বিচারপতিদের~~ বিচারককের মধ্য হইতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করিবেন মর্মে বিধান সংযোজন করিতে পারবে।) (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকিলে তাহাকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা ~~যাবে~~ যাইবে না। **[২৯ টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩১। আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা হইবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত] (বিএনপি'র মতামত- ঐকমত্য কমিশনে বিষয়টি এইভাবে আলোচিত হয়নি। সংবিধানে এইরূপ যুক্ত করা হইবে যে, "সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হইবে।")**

৩৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।**[২৮টি দল ও জোট একমত] মন্তব্যঃ এই দফার প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ ৩২ দফায় বর্ণিত হয়েছে।**

৩৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।" **[৩২টি দল ও জোট একমত] মন্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪(৪) এবং অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক) তে বিষয়টি বিদ্যমান। অতএব এই দফার সংযুক্তির প্রয়োজন নেই।**

৩৫। সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ : রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং প্রধান

বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।**[৩১টি দল ও জোট একমত]** **(বিষয়টি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সাথে পূর্ব আলোচনা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।)**

৩৬। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ : যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩৭। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ (বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ সংক্রান্ত) সংশোধনঃ সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে। **[৩০ টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩৮। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৩৯। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয়: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক ~~বিচারপতিদের~~ বিচারপতি এবং বিচারকের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪০। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ: অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট

বিধিমালা সংশোধন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪১। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরীভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪২। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **বিএনপি'র মতামতঃ বিষয়টি সেই ভাবে ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা হয়নি। পরিক্ষামূলকভাবে জেলা পর্যায়ে ১০% থেকে ২০% নিয়োগের মাধ্যমে পাইলট স্কিম হিসাবে চালু করা যায়। তবে তা সংবিধানে অর্ন্তভূক্ত না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করাই উত্তম।**
কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা : একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]** **বিএনপি'র মতামতঃ বিষয়টি সেই ভাবে ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা হয়নি এবং এ বিষয়ে কোন ঐকমত্য হয়নি। সুতরাং বিএনপি এ বিষয়ে একমত না।**
কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি : বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর : বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে**

থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৪৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ : প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা : মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ~~ডিজিটাইজ~~ ডিজিটাল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন : 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৪৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি : আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। ~~অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে~~। **[২৬টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৫০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। **[২৪টি দল ও জোট একমত]** **মন্তব্যঃ আইন পেশা একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পেশা। বাংলাদেশের**

নাগরিক হিসাবে রাজনীতি চর্চা একজন আইনজীবির সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগণে বরঞ্চ আইনজীবিদের প্রাধান্যই প্রণিধান যোগ্য। এমতাবস্থায় আইনজীবিদের কোন রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা বারণযোগ্য নহে।

৫১। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য : বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫২। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ : বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হবে যে,

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে : (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/ selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(ঘ) (বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকবে)।

(ঙ) ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণ বিধি প্রণীত হবে।' **[৩২টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৫৩। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ :

(ক) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে ~~তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে~~ নতুন করে গঠনের প্রয়োজন নেই) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা হবে। তবে এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে; এমতাবস্থায় সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে উল্লিখিত 'আশু ব্যবস্থা' গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।)

(খ) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি আদমশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৮(৩) এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৫৪। স্থানীয় সরকার নির্বাচন : ~~স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে~~ বিএনপি'র মন্তব্যঃ এ বিষয়টি ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক আলোচিত হয়নি। 'সরকারের চাহিদা মোতাবেক নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের আয়োজন করিবে' উল্লেখ করা যায় (বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সরকারের চাহিদাক্রমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করে থাকে) ।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫৫। ন্যায়পাল নিয়োগ :

(ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭ (ক)-তে যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।"

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্টপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

৫৬। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ : সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, : (ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন উহার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট] ।** **মন্তব্যঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদে আইনেরদ্বারা এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও সরকারি কর্মে নিয়োগের জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায়ই একাধিক উপ-কমিশন / বিভাগ থাকিতে পারে যেমন- প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন আইনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন চেয়ারম্যান থাকলে কোন চেয়ারম্যান উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা (confusion) দেখা দিতে পারে।**

৫৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ : সংবিধানের ১২৭ (১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে,
(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা

হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভারগ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগলাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

(ঙ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। **[নোট অব ডিসেন্ট: বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]**

৫৮। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ :
(ক) যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে:
"দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠিত হবে।"

(খ) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, গ. মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন।

(খ) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন উহার দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

[নোট অব ডিসেন্টঃ বিএনপি, এনডিএম, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট]

জনপ্রশাসন

৫৯। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ২০১৪, ২০২১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬০। ~~স্বাধীন~~ নিরপেক্ষ ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন: জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ~~স্বাধীন~~ নিরপেক্ষ ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬১। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন : প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে : (ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ) : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) : শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার

২৪

জন্য; এবং (গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) : শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষা জন্য। **[২৪টি দল ও জোট একমত]** **মন্তব্যঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদে আইনেরদ্বারা এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও সরকারি কর্মে নিয়োগের জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় একাধিক উপ-কমিশন / বিভাগ থাকিতে পারে যেমন- প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন আইনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন চেয়ারম্যান থাকলে কোন চেয়ারম্যান উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা (confusion) দেখা দিতে পারে।**

৬২। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণঃ নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে অডিটের পৃথকীকরণ এবং অডিটের গুনগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ আগেও বিভিন্ন কমিশন করেছে। বর্তমান কমিশনও একই সুপারিশ করছে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধন : নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। ~~নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে।~~ **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬৪। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923) এর সংশোধন: নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৬টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬৫। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন : ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

পুলিশ প্রশাসন

৬৬। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন : পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে ।**[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। ~~এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।"~~ **[৩০টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬৮। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৬৯। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **ভুলক্রমে আয়কর রিটার্নে Undisclosed Legal Income ইহার ব্যতিক্রম থাকবে। [৩২টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

২৬

৭০। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭১। ~~উচ্চ পর্যায়ের~~ দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইনপ্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে ~~উচ্চ পর্যায়ের~~ দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭২। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা : নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা : (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) ~~জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;~~ প্রার্থীর আয়কর রির্টান একটি প্রাইভেট ডকুমেন্ট বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ আদালতের মাধ্যমে তা তলব করিতে পারে। (গ) সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না। **[২৫টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা : সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত] কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৪। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা: UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে। বিএনপি'র মতামতঃ ইহা দুদকের অর্ন্তভূক্ত করা সঠিক হবে না, বিদ্যমান আইনেই এর শাস্তির বিধান আছে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৫। Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন: দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৬। দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা হবে। **[২৯টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৭। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—"আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" **[২৬টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(২) ধারা সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৭৯। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৮০। দুর্নীতি দমন কমিশন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হবে। তারা হলেন— (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।
৮০। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[২৫টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৮১। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করা হবে। **[৩১টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৮২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা : দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না। **[২৭টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।**

৮৩। আয়কর আইন, ধারা ৩০৯ এর সংশোধন : আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **বিএনপি এ বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিল। দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতের অনুমোদনক্রমে যেকোন তথ্য বা দলিলাদি তলব করিতে পারে।** **[২৭টি দল ও জোট একমত]** **কোন দল ও জোট**

নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকলে অথবা দ্বিমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে সে সমস্ত দল ও জোটের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৮৪| Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া: বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া| **[২৩ টি দল ও জোট একমত ও নোট অব ডিসেন্ট- জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য]** । মন্তব্যঃ একমত, তবে, যেহেতু এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতীয়, সুতরাং বিষয়টি জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বিবেচিত হবে।

৩০

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনী ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;

বিএনপি'র মতামতঃ

ক) "সাংবিধানিক কনভেনশন" শব্দগুলি সাংবিধানিক আইনের প্রচলিত ও স্বীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বিধায় বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে।

খ) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ থেকে রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট দেওয়ার কারণে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণার সময় থেকে বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ের সাংবিধানিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সমীচীন হবে না।

গ) উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঘ) বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি সংবিধান বিদ্যমান এবং কার্যকর থাকায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী কেবল মাত্র একটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদের এখতিয়ারভূক্ত।

একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও আইনী কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরণের কার্যাবলীকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণঅভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;

বিএনপি'র মতামতঃ

ক) ১৯৯০ সালে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেছেন মর্মে বর্ণিত বক্তব্য সঠিক নয়।

খ) ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে গৃহীত সংবিধানের একাদশ সংশোধনী কেবল মাত্র সাংবিধানিক শূণ্যতা পূরণের জন্য গৃহীত হয়েছিল; তাই উক্ত উদাহরণ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনীয় নয়।

সুতরাং উল্লেখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে **আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে—**

বিএনপি'র মতামতঃ

ক) "সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে" শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ১৬ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত ~~নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র দলিল~~ রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।

২) এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসাবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে।

বিএনপি'র মতামতঃ

ক) প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদের পরিচ্ছেদ ২ (সংস্কার কমিশন গঠন) এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা (constitutional continuity) ক্ষুন্ন হয়নি। বিদ্যমান সংবিধান "জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি" (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ দ্রষ্টব্য) বিধায় জুলাই সনদের ক্ষেত্রে এরূপ শব্দচয়ন সঙ্গত নয়।

খ) "বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে" – এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদকে supra constitutional instrument হিসেবে মর্যাদা দানের চেষ্টা করা হয়েছে, যা আইনী ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসঙ্গত ও অগ্রহণযোগ্য।

গ) "সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো" – রাজনৈতিক দল ও জোটসম,হের পক্ষ থেকে এরূপ অঙ্গীকার অন্তত তিনটি কারণে বিভ্রান্তিকর। প্রথমত:, এটি স্পষ্ট নয় যে 'সনদের সকল বিধান, নীতি ও

সিদ্ধান্ত' বলতে কি সনদে উল্লিখিত সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করা হয়েছে, নাকি যে রাজনৈতিক দল বা জোট যে যে অংশে ঐকমত্য পোষণ করেছে সেই অংশকে নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত:, সনদে উল্লিখিত সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্পর্কিত নয় বিধায় কেন ও কিভাবে তা 'সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ' করা হবে, তা বোধগম্য নয়। তৃতীয়ত:, প্রস্তাবিত সনদে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে 'অঙ্গীকার', 'প্রস্তাব' বা 'সুপারিশ' বলা গেলেও একে কোনভাবেই 'বিধান' বলার সুযোগ নেই। এরূপ শব্দচয়ন অনাবশ্যক আইনী ও সাংবিধানিক জটিলতার জন্ম দিতে পারে। [অঙ্গীকারনামা (৮) এ যথার্থভাবে বলা হয়েছে, "জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর <u>যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ</u> অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করবে"]

৩) এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নরে চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

বিএনপি'র মতামতঃ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি আদালত, যার এখতিয়ার সংবিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট। প্রস্তাবিত সনদের মাধ্যমে আপিল বিভাগের এখতিয়ার সম্প্রসারণের কোন সুযোগ নেই। কে, কেন, কখন ও কিভাবে এরূপ ব্যাখ্যা চাইতে পারে, সে বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টিকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

বিএনপি'র মতামতঃ

ক) এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদকে supra constitutional instrument হিসেবে মর্যাদা দানের চেষ্টা করা হয়েছে, যা আইনী ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসঙ্গত ও অগ্রহণযোগ্য।

খ) কোন দলিল (instrument) সাংবিধানিকভাবে বলবৎ হওয়া রাজনৈতিক দল বা জোটের অঙ্গীকারসাপেক্ষ বিষয় নয়।

গ) প্রস্তাবিত সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহ পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও

দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি:" জুলাই জাতীয় সনদ একটি অঙ্গীকারনামা বিধায় এখানে যথার্থভাবে "ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, অঙ্গীকারনামা (৪) এ বর্ণিত "জারির কর্তৃত্ব" শব্দযুগল বিভ্রান্তিকর। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কোন সংবিধানসভা বা আইনসভা নয় বিধায় জুলাই জাতীয় সনদ 'জারির' কোন সুযোগ নেই।

৫) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, ~~লিখন ও পুনর্লিখন~~ এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ~~লিখন, পুনর্লিখন~~ বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।

৬) আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত; ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৭) আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ও ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮) আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপন না করেই ~~পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে~~ সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

বিএনপি'র মতামতঃ

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ ব্যতিরেকে অন্যান্য বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব / সুপারিশসমূহ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত বাস্তাবায়ন করতে পারে।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামতঃ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) অনুসারে এই কমিশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপ: "কমিশন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ,

৩৪

বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসম,হ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করিবে এবং এই মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করিবে"।

সুপারিশকারী (recommending body) সংস্থা হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম, উক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক, 'আলোচনা' করা ও 'সুপারিশ' করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনরূপ supra constitutional instrument প্রণয়ন/জারি করা এই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

বিগত ৬ জুন, ২০২৫ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে জুলাই সনদের রূপরেখা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"আগামী জুলাই মাসেই সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জুলাই সনদ' প্রস্তুত করে আমরা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারবো বলে আশা করছি।

এই জুলাই সনদ হলো একটি প্রতিশ্রুতি। একটা জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সংস্কার কমিশন যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে রাজনৈতিক দলগুলো যেকয়টিতে একমত হয়েছে তার তালিকা থাকবে এই সনদে। জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তারা জাতির কাছে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে।

জুলাই সনদ অনুযায়ী আশুকরণীয় সংস্কার কাজগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাকি অংশের বেশকিছু কাজও আমরা শুরু করে যেতে চাই। আশা করি, অবশিষ্ট অংশ পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।"

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদকে "একটি প্রতিশ্রুতি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই সনদকে আইনী বা সাংবিধানিক দলিল হিসেবে উপস্থাপন সঙ্গত নয় বিধায় প্রস্তাবিত সনদের "জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা" অংশটি বাদ দেয়া আবশ্যক।

অঙ্গীকারনামা বিষয়ে সার্বিক মতামতঃ

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য একটি বৈধ, আইনী ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

BANGLADESH KHELAFAT MAJLIS

সূত্র : তারিখ :

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন পুর্ণাঙ্গ খসড়া (সংশোধিত)

এর ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহে নিম্লোক্ত বিষয় সংযুক্তির জন্যে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রস্তাব সমূহ।

এক।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহের রাষ্ট্রপতি অধ্যায়ের ১৩ নং প্রস্তাবে শেষ লাইন "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে এর স্থলে ***করতে হবে।*** হবে

দুই।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহের ১৬নং প্রস্তাব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাঃ এর (১৩) এর তৃতীয় লাইনে "বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে" স্থলে ***বয়সে জ্যেষ্ঠতম*** শব্দ বাদ যাবে।

তিন।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহের ২১নং প্রস্তাব এর (ঘ) এর প্রস্তাবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে ***নোট অব ডিসেন্ট*** দেয়া হয়েছে যাহা এখানে উল্লেখ নেই।

চার।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহের ২৪ নং প্রস্তাব জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান এর (গ) ও (ঘ) প্রস্তাবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে ***নোট অব ডিসেন্ট*** দেয়া হয়েছে যাহা এখানে উল্লেখ নেই।

পাঁচ।

ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয় সমূহের ২৬ নং প্রস্তাব এর দিতীয় লাইনে "সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এর পরে ***সহ*** শব্দ বৃদ্ধি হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৫৭/৩/৩, পুরানা পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা- ১০০০। ফোন : ৯৫৫৩৬৯৩

email : bdkhelafatmajlis@yahoo.com www.bangladeshkhelafatmajlis.org

CS CamScanner

بســـــم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
Bangladesh Jamaat-e-Islami

বরাবর
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও
সভাপতি, জাতীয় ঐক্যমত কমিশন

বিষয়ঃ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর উপর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র পর্যবেক্ষণ ও মতামত।

মহোদয়,

আপনার প্রেরিত জুলাই সনদ ২০২৫ এর খসড়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই পর্যায়ে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর উপর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র পর্যবেক্ষণ ও মতামত নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ

১। জুলাই সনদ ২০২৫ এর পটভূমিতে '১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও গণহত্যা, ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তন ও সামরিক শাসন জারী, ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ ও গণভোট, ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর হত্যাকান্ড ও পরবর্তীতে ১/১১ জরুরী অবস্থা জারী এবং নির্বাচন বানচাল, ২০০৯ সালে পিলখানায় সেনা হত্যাকান্ড, ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও আওয়ামীলীগ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার' সংযোজন করা প্রয়োজন।

২। সংস্কার কমিশন গঠন ও কার্যক্রমঃ সনদের এই অংশে গঠিত সংস্কার কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের স্পষ্ট মতামত দাখিল করে। তাছাড়া, নারী সংস্কার কমিশন রিপোর্ট সরকার কী করবে তা স্পষ্ট করা জরুরী।

৩। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে " আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস যুক্ত করা।

ক্রমিক ১৬ (৪) তে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা "নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ" এর পরিবর্তে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারি দলসমূহ" সংযোজন করা। ক্রমিক ২০তে উল্লেখিত "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে" এটা আরো স্পষ্ট করা।

৪। জাতীয় সংসদে দলের বিরূদ্ধে ভোটদানঃ "অর্থবিল এবং আস্থা" এর সাথে "সংবিধান সংশোধন" যোগ করা।

৫। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অংগীকারনামাঃ

ক্রমিক ১তে "বন্দোবস্ত" এর স্থানে "রাজনৈতিক ব্যবস্থা" প্রতিস্থাপন করা। ক্রমিক ৮তে উল্লিখিত "অবিলম্বে বাস্তবায়নের স্থানে " বর্তমান অন্তরবর্তীকালীন সরকার এই সনদের সকল বিধান, নীতি, সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করবে" প্রতিস্থাপন করা। সনদে বর্ণিত "পরবর্তী" এর স্থানে" আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ" প্রতিস্থাপন করা। রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র জারী বা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ ২০২৫ কে আইনিভিত্তি দেয়া হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর আইনিভিত্তি দেয়ার পর এর ভিত্তিতে "পি আর" পদ্ধতিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ (উচ্চ ও নিম্ন কক্ষ) নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবসমূহ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ সংযোজন পূর্বক বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও সভাপতি, জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের নিকট পেশ করছি।

মা'আসসালাম

২২/০৮/২৫

মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

505, Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217
Web: www.jamaat-e-islami.org, Email: info@jamaat-e-islami.org
jamaat-e-islami.org bji.official BJI_Official bjiofficial

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
BANGLADESH NEZAME ISLAM PARTY

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন - ০১৬৭০৮৮৩৬৫৬

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

বিষয়: জুলাই সনদ২০২৫ বিষয়ে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মতামত।

মুহতারাম!

আপনার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত জুলাই সনদের সংশোধিত খসড়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা মনে করি এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারণ দলিল হিসেবে রাষ্ট্র ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সনদ বাস্তবায়নে আমরা দলের পক্ষ থেকে নিম্ন লিখিত দু'টি সুপারিশ করছি।

১. জুলাই সনদ ২০২৫কে শক্তিশালী আইনি ভিত্তি প্রদান পূর্বক কার্যকর বলে গণ্য করতে হবে।

২. পরবর্তী কোন সরকার বা সংসদ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত জুলাই সনদ২০২৫কে চ্যালেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে পারবেনা মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ।

মাআসসালাম

মুসা বিন ইযহার
মহাসচিব
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।

বাংলাদেশ ধর্ম-কর্ম-সাম্যবাদ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ লেবার পার্টি

BANGLADESH LABOUR PARTY

সুত্র-/বিএলপি /১২২/২০২৫ ২২ আগস্ট ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ সম্পর্কে বাংলাদেশ লেবার পার্টির কতিপয় সংশোধনী

১। প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এ শব্দ, ভাষা ও বাক্য গঠনে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিভিন্ন অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জর কথাটি বোধগম্য নয়। অপ্রয়োজনীয় কঠিন শব্দ এড়িয়ে বোধগম্য ও প্রচলিত শব্দের মাধম্যে জুলাই সনদ জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।

২। প্রস্তাবিত খসড়ায় ১০ নং দফায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে সংস্কার কমিশন কর্তৃক বর্ণিত যোগ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি পদপার্থী হওয়ার সময় কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রীয় সরকারী বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না বলে উল্লেখিত বিধান যথেষ্ট নয়। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আগ্রহী-প্রার্থী নির্বাচনের আগে দল বা অন্যান্য পদ হইতে পদ্যতাগ করতে হবে।

২। ১৫ নং দফায় প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকার বিষয়টি অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

৩। আইনসভা সংক্রান্ত ২১নং দফায় (খ) উপ-দফায় বাংলাদেশ লেবার পার্টির নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত খসড়ায় সে কথার উল্লেখ নাই।

৪। তদ্রুপ (ঘ) উপ-দফায়ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। অথচ প্রেরিত খসড়ায় সে কথার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টির ২টি নোট অফ ডিসেন্ট সংযোজন করতে হবে।

৫। ২৮ নং দফায় "জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান" সংক্রান্ত বিধানে বাংলাদেশ লেবার পার্টির নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু সংস্কার কমিশনের খসড়ায় তার উল্লেখ নাই। বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

৬। ১৯ নং প্যারাটিতেও সঠিক বাক্য গঠন হয়নি ।

৭। বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫৫, ৫৬, ৫৯ ও ৫৮ দফায় নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছে যা উল্লেখ করা হয়নি।

Media Cell : 85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : +88 02 5831 6949, Cell : +88 017 1100 4277, E-mail : labourrahman2017@gmail.com

৮। বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৩টি পৃথক সরকারী কর্ম কমিশন গঠনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে এবং এখন একই অবস্থানে আছে।

০৯। পাঁচটি সংস্কার কমিশনের থেকে আমাদেরকে ১৬৬টি প্রস্তাবনা বা সুপারিশমালা দেওয়া হয়েছে। অথচ জুলাই সনদে ৮৪ টি উল্লেখ করা হয়েছে । বিষয়টি বোধগম্য নয়। অনেকগুলো দফা সংস্কার কমিশনে আলোচনা ব্যতিরেকে সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রস্তাবনার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

১০। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ প্রক্রিয়া কতটুকু বাস্তবধর্মী হবে তা পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি কেবল এ বিষয়ে সঠিক ও চুড়ান্ত বিধি নির্ধারন করতে পারে। এখানেও আমাদের নোট অফ ডিসেন্ট উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যক।

১১। স্থানীয় সরকার বিষয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা করা যা কমিশন আলোচনা করেনি বা স্প্রেডশিটে আমদের মতামতের প্রতিফলন হয়নি। আমরা এ বিষয়ে একমত বা দ্বিমত হওয়া দলগুলোর নাম প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি।

১২। জুলাই সনদের খসড়ায় যে সব বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমুহ একমত হয়েছে তাদের নাম এবং যে সকল বিষয়ে দলসমুহ দ্বিমত পোষণ করেছে তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি। এখানে শুধু নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া দলসমুহের নাম দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার প্রয়োজনে একমত ও দ্বিমত হওয়া দলের নাম থাকা আবশ্যক।

১৩। জুলাই সনদের প্রাথমিক খসড়ায় নির্বাচিত সংসদ পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে বলা হলেও, নতুন সনদে কোন টাইম ফ্রেম বলা হয় নাই।

১৪। জুলাই সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না কারন কোন সমঝোতা দলিল, ডকুমেন্ট বা নথির অবস্থান সংবিধানের উপরে হতে পারে না।

১৫। অঙ্গীকারনামার চতুর্থ দফাটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিষয়ে আইনি আশ্রয় লাভের অধিকার কে সঙ্কুচিত করবে। এ বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

১৬। সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সবোচ্চ আইন, যা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সরকার পরিচালনার রূপরেখা এবং রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে জুলাই সনদ-২০২৫ কার্যকর করার আইনগত পন্থা ও ভিত্তি সম্পকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক।

Media Cell : 85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : +88 02 5831 6949, Cell : +88 017 1100 4277, E-mail : labourrahman2017@gmail.com

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

মুক্তিভবন-৬ষ্ঠ তলা, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-২২৩৩৮৮৬১২, ২২৩৩৫২৪৮৩ মোবাইল : ০১৭১১৫৪৩৮১৮১, ফ্যাক্স : ০২-৪৭১২২৯৪৫

ই-মেইল : cpb.central@gmail.com, ওয়েব-সাইট : www.cpbbd.org

২৪ আগস্ট ২০২৫

বরাবর
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
এলইডি ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধনী) প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়
শুভেচ্ছা জানবেন।

উপরে উল্লেখিত জাতীয় সনদ বিষয়ে ইতোপূর্বে লিখিতভাবে ও আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতামত জানিয়েছি। আপনাদের পাঠানো খসড়ায় তার যথাযথ প্রতিফলন হয়নি। এ বিষয়ে কিছু কথা জানাতে চাই।

(১) ২০২৪ এর ৫ অক্টোবর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতির আমন্ত্রণে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়ে আমাদের লিখিত মতামত উত্থাপন করি। ঐ সময় আলোচনায় ও পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে চলমান সংস্কার নিয়ে এই আলোচনা হয় যে, সংস্কার প্রস্তাবে সব দল ও অংশীজন মিলে যে সব বিষয়ে একমত হওয়া যাবে শুধু এটুকুকে ঐক্যমত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কোনো কোনো বিষয়ে উনিশ/বিশ পার্থক্য হলে- ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য না হলে তা দলের বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হবে।

(২) এসব বিবেচনা থেকে আমরা আন্তরিকভাবে আলোচনায় অংশ নেই এবং আমাদের মতামত তুলে ধরি। কয়েকটি বিষয়ে জোরাজুরির প্রেক্ষিতে এসব আলোচনা হয় যে, এখানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দল, তাই আদর্শিক বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করা ভালো (যেমনঃ সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি)। বরং অন্যান্য সংস্কারে গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) আলোচনার এক পর্যায়ে চার মূলনীতি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরে, ঘোষণা দিয়ে সভা চূড়ান্তভাবে বর্জন করি। আরো কয়েকটি দলও সভা বর্জন করে।

(৪) ঐ সভা বর্জনের আগে অন্যান্য বিষয়ে, এমনকি সনদের ভূমিকা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আমাদের মতামত লিখিতভাবে জানাই।

(৫) আমরা আশা করেছিলাম, সনদের পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) পাঠানোর পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ে, বিশেষত সংবিধানের মূলনীতি প্রশ্ন আলোচনার বাইরে রেখে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেসব বিষয়ে বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে।

এমনকি নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে যে ঐকমত্য করা হলে, তা ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন দূরূহ হয়ে পড়বে, সেসব বিষয়েও আমরা বলেছিলাম।

(৬) আমরা দেখলাম, আমাদের উল্লেখিত প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দিয়ে এসব বিষয় পুনরায় উত্থাপিত হলো। এমনকি ইতোপূর্বে পাঠানো ভূমিকা ও বাস্তবায়ন বিষয়ে নতুন অনেক কথা সংযোজন করা হলো। যা এসব সামগ্রিক ঐক্যমতের ক্ষেত্রে আরো সংকট তৈরি করবে বলে মনে করি।

(৭) এরপরও সর্বশেষ পাঠনো খসড়া সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

ভূমিকার প্রথম প্যারার শেষ লাইনে 'ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি', বলা হয়েছে, এটা যথাযথ নয়, বলা উচিৎ 'অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে'।

এছাড়া-

(ক) পটভূমিতে পাকিস্তানের জন্ম, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ, একপেশে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের চার মূলনীতির কথা বলা হয়নি। অবৈজ্ঞানিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৬-র আন্দোলন, ১৯৬৯ গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ যথাযথভাবে লেখা প্রয়োজন।

(খ) সংকট তৈরি হয়েছে ৫৩ বছর ধরে, এগুলো না বলে শুধুমাত্র একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে। কিছু বিশেষ সময়ের সংকটের কথা বলা হয়েছে, এটা একপেশে ও অগ্রহণযোগ্য। এটাকে গ্রহণযোগ্য করতে পুনর্লিখন করতে হবে।

পটভূমির শেষ প্যারায় দ্বিতীয় লাইনে 'সংবিধানের মৌলিক সংস্কার' এর স্থলে সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করে গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ... বলা যথার্থ মনে করি।

(গ) ঐকমত্য কমিশন গঠন, কমিশন কার্যক্রম ... এত বিস্তারিত লেখা অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া ঐকমত্য না বলে কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য বলা যথার্থ হবে।

(ঘ) ঐকমত্যে উপনীত বিষয়সমূহ হিসেবে ৮৪টি বিষয় বলা হয়েছে। এটা যথার্থ নয়। ৮৪ বিষয়ের বেশ কয়েকটি যে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ ও উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া দেখতে পেলাম, সব বিষয়ে সব দলের ঐকমত্য নাই, তাই এসব বিষয় ঐকমত্য বলা মোটেই ঠিক না।

আইন সভা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন অধ্যায়ে বর্ণিত সব বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। আলোচনায় আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম। দেখলাম আমাদের দ্বি-মতগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি।

(ঙ) এগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের চার নীতি প্রশ্নে কোন ছাড় দিয়ে ঐক্যমত সম্ভব নয় বলে আমরা এগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখার কথা বলেছিলাম। এজন্য আমরা কমিশনের সভা চূড়ান্ত বর্জন করেছিলাম। অথচ এরপরও আমাদের সাথে কথা না বলে প্রকারান্তরে ওই চার মূলনীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের সম্মতি নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে– যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এভাবে উল্লেখ থাকলে আমাদের পক্ষে এই সনদের পক্ষে থাকা অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। মূলনীতি প্রশ্ন বাদ রাখা তাই আবশ্যক।

(চ) সংবিধান সংশোধনে গণভোট, ৭(ক), ৭(খ), ১৫০(২), ৬ষ্ঠ ও ৭ম তফসিল বিলুপ্তি ও সংবিধানে না রাখার সাথে আমরা একমত নই।

(ছ) নারী আসন বিষয়ক প্রস্তাবের সাথে আমরা একমত নই। এটাও আলোচনা থেকে বাদ রাখা দরকার বলে মনে করি।

(জ) এখন দ্বি-কথা বিশিষ্ট পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

(ঝ) সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতির বিষয়টি চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।

(ঞ) মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণের বিষয়ে তালিকা সংশোধন নয় সম্প্রসারণ করা এবং এসব বিষয় সুনির্দিষ্ট করার কথা আমরা বলেছি।

(ট) বলা হয়েছে, জাতীয় সনদ ২০২৫ এর বিধান প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক-আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। এটি একটি চরম অগ্রহণযোগ্য বিষয়। সংবিধান পরিবর্তনের আগে সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হচ্ছে এবং আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না বলে হচ্ছে! এটি কি করে সম্ভব? এসব বক্তব্য সনদকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। এটা একেবারেই বাদ দেওয়া জরুরি।

(ঠ) অঙ্গীকারে বলা হচ্ছে, এই সনদে যা আছে সেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বিদ্যমান সংবিধান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে সনদের বিধান প্রাধান্য পাবে। সংবিধানের উর্ধ্বে এভাবে বিবেচনার কোনো সুযোগ থাকতে পারে না।

মনে রাখা দরকার এই সনদ বা কমিশনের যেকোনো সিদ্ধান্ত সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর কোনটি আইন হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই এই প্রস্তাবে কোনো বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যার জন্য আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত করার সুযোগ নাই। কমিশনের কোনো এখতিয়ার নাই আদালতে অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেওয়ার।

সেই সাথে এরকম কোন সনদকে আদালতের এখতিয়ারের উর্ধ্বে রাখারও কোনো সুযোগ নাই। এই সনদে যা কিছুই লেখা থাকুক না কেন দেশের যে কোনো নাগরিক এই সনদের কোনো অংশ নিয়ে দেশের যে কোনো আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারবেন কিনা সে বিষয়টি সংবিধান ও আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

এমনকি জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার কোনো আইনেও যদি আদালতের এখতিয়ার সীমিত বা রহিত করা হয়, সেটাও ক্ষেত্রমতে আদালত উপেক্ষা করতে পারে।

(ড) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত পরামর্শ আমরা দিতে পারি, এর বেশি নয়। আমরা দেখলাম এখানে সংবিধান সংশোধনের সাথে সাথে পুনর্লিখনের কথাও বলা আছে। অনেকে সংবিধান পুনর্লিখন করতে চান। তাদের সাথে আমরা নেই। এটা গ্রহণ করা যায় না। এখানে পুনর্লিখন শব্দ বাদ দিতে হবে।

(ঢ) প্রথমে আমাদের কাছে পাঠানো খসড়ায় দেখেছিলাম, সংবিধান সংশোধন বিষয়ক আমাদের পরামর্শ আগামী জাতীয় সংসদ দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করবে। এবার দেখলাম এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, তাতে মনে হয় বর্তমান সরকারকে দিয়েই এসব কাজ সম্পন্ন করা হবে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংবিধান সংশোধনের অধিকার, জনগণের সম্মতি নিয়ে একমাত্র নির্বাচিত সংসদের। যা সংবিধানে বর্ণিত আছে। আগামীতে নির্বাচিত সংসদ সে বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে।

সবমিলিয়ে মনে হয়েছে, এখানে কোনো কোনো গোষ্ঠীর বয়ানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা ঐকমত্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

শুরুর কথা পুনরাবৃত্তি করে আবারো বলতে চাই, ঐকমত্যের অর্থ হবে যে বিষয়ে আমরা শতভাগ একমত হয়েছি। আর এগুলো বাস্তবায়ন করবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট। প্রস্তাবিত বক্তব্যে কমিশন অনড় থাকলে আমাদের পক্ষে এবং আমাদের ধারণা সব দলের পক্ষে এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমরা আশা করবো ঐকমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দের দীর্ঘ পরিশ্রম ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় সর্বসম্মতিতে ঐকমত্যের বিষয়গুলো নিয়ে 'সনদ' তৈরি করা হবে এবং অন্যান্য বিষয় যার যার দলের বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হবে।

অঙ্গীকারপত্রে পূর্বেকার খসড়ার পাঠানো বক্তব্য ও আমাদের মতামত বিবেচনা করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদে গঠিত সরকার আগামী ২ বছরের মধ্যে ঐকমত্যের প্রণীত সনদের সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়মানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখানে বাস্তবায়নের সময়সীমা আলোচনা করে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

এর বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতি অনৈক্য তৈরি করবে এবং ঘোষিত সময়সীমায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেও অনিশ্চিত করে তুলবে।

আশা করি, সনদে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধন্যবাদসহ-

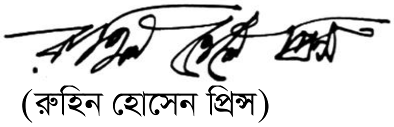

(রুহিন হোসেন প্রিন্স)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
ফোন : ০১৭১১৪৮৯৮৩২

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া:

১. জুলাই সনদ নামে ভূমিকা ও বাস্তবায়নে যেসব বক্তব্য এসেছে, আমাদের কাছে ইতোপূর্বে পাঠানোর বক্তব্য থেকে অনেক কিছু ভিন্নতর। পূর্বের পাঠানো খসড়ায় আমরা আমাদের মতামত দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ এসব বিষয় আমাদের সাথে কথা না বলেই সনদের বক্তব্য তৈরি করা হয়েছে।

পূর্বে পাঠানো ভূমিকা সম্পর্কে এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যেসব কথা বলেছিলাম সেভাবেই থাকা দরকার বলে মনে করি।

২. ভূমিকায় পাকিস্তানের জন্ম, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ, একপেশে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের চার মূলনীতির কথা বলা হয়নি। এটা যুক্ত করা দরকার।

৩. সংকট তৈরি হয়েছে ৫৩ বছর ধরে , এগুলো না বলে শুধুমাত্র একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে। কিছু বিশেষ সময়ের সংকটের কথা বলা হয়েছে এটা একপেশে। অগ্রহণযোগ্য।

৪. ঐকমত্য সম্পর্কে কমিশনের ধারণার সাথে আমরা একমত হতে পারছি না। প্রধান উপদেষ্টার সাথে আমাদের সাথে যা কথা হয়েছিল, যা তিনি পরবর্তীতে বক্তৃতাও বলেছিলেন সেটি হল যেসব বিষয়ে সবাই মিলে একমত হব সেটিই হবে ঐক্যমত্যের কথা।

কিন্তু এখানে নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া এবং আদর্শিক বিষয়ে ঘোরতর দ্বিমত পোষণ করলো সেসব বিষয়কে ঐক্যমতে সনদ হিসেবে সামনে আনা হয়েছে। এটা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানের চার নীতি প্রশ্নে ঐক্যমত্ত সম্ভব নয় বলে আমরা এগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখার কথা বলেছিলাম। এজন্য আমরা সভা চুড়ান্তভাবে বর্জন করেছিলাম। অথচ এরপরও আমাদের সাথে কথা না বলে প্রকারন্তরে ওই চার মূলনীতি পরিবর্তনের সম্মতি নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আমাদের পক্ষে এই সনদের পক্ষে থাকা অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। মূলনীতি প্রশ্ন বাদ রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

৬. এছাড়া আরো অনেক বিষয়ে একমত বা নোট অফ ডিসেন্ট এর কথা বলা হয়েছে যা অনেক কিছু অস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। আর নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া বিষয়গুলো ঐক্যমত্য হিসেবে বলা মোটেই যথাযথ নয়।

৭. নারী আসন বিষয়ক প্রস্তাব এর সাথে আমরা একমত নই। এটাও আলোচনা থেকে বাদ রাখা দরকার বলে মনে করি ।

অথবা আমাদের বক্তব্য: নারী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করা ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ।

৮. বলা হয়েছে, জাতীয় সনদ ২০৩৫ এর বিধান প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিকভাবে আইনগত ভাবে বলবত হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। এটি একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। সংবিধান পরিবর্তনের আগে সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে

গণ্য করার কথা বলা হচ্ছে এবং আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না বলা হচ্ছে? এটি কি করে সম্ভব? এসব বক্তব্য সনদকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

৯. অঙ্গীকারে বলা হচ্ছে, এই সনদে যা আছে সেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিদ্যমান সংবিধান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সে ক্ষেত্রে সনদের বিধান প্রাধান্য পাবে। সংবিধানের উর্ধ্বে এভাবে বিবেচনার কোন সুযোগ থাকাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. সংবিধান সংশোধন পরামর্শ আমরা দিতে পারি এর বেশি নয়। আমরা দেখলাম এখানে সংবিধান সংশোধনের সাথে সাথে পুনর্লিখনের কথাও বলা আছে। অনেকের সংবিধান পুনর্লিখন করতে চান। তাদের সাথে আমরা নেই। এটা গ্রহণ করা যায় না। এখানে পুনর্লিখন শব্দ বাদ দিতে হবে।

১১.প্রথমে আমাদের কাছে পাঠানো খসড়ায় দেখেছিলাম, সংবিধান সংশোধন বিষয়ক আমাদের পরামর্শ আগামী জাতীয় সংসদ দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন করবে। এবার দেখলাম এমন ভাবে লেখা হয়েছে তাতে মনে হয় বর্তমান সরকারকে দিয়েই এসব কাজ সম্পন্ন করতে চান । এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সংবিধান সংশোধনের অধিকার একমাত্র নির্বাচিত সংসদের, যা সংবিধানে বর্ণিত আছে। আগামীতে নির্বাচিত সংসদ সে বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে।

১২. সব মিলিয়ে মনে হয়েছে এখানে কোন কোন গোষ্ঠীর বয়ানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা ঐকমত্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

১৩. আমরা মনে করি ঐকমত্যের অর্থ হবে যে বিষয়ে আমরা শতভাগ একমত হয়েছি। আর এগুলো বাস্তবায়ন করবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট।

১৪. প্রস্তাবিত বক্তব্যে কমিশন অনড় থাকলে আমার ধারণা সব দলের পক্ষে এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হবে না।

১৫. এ ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট দ্বিমত আছে,যা পরবর্তীতে জানানো হবে।

ধন্যবাদ।

২২ আগস্ট ২০২৪ ।

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

২৭/৮/এ, তোপখানা রোড়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২২ আগস্ট ২০২৫

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

সহসভাপতি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

শুভেচ্ছা নেবেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রেরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাংগ সংশোধিত খসড়ার কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির মতামত নিম্নরূপ -

১। পটভূমি

প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি সংশোধন করে এভাবে লেখা যেতে পারে- " বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অবারিত সুযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকরী,জবাবদিহিহীন ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল"।

২। কমিশনের কার্যক্রম

এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি এভাবে লেখা দরকার - " এই প্রক্রিয়ার ফলাফল স্বরুপ নিম্নলিখিত ' জুলাই জাতীয় সনদ কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট)সহ সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়"।

৩। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

প্রথম বাক্যে 'মূলনীতি' শব্দের সাথে 'র' যুক্ত হবে।

৪। ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়সমূহে কোন তথ্যবিভ্রাট আছে কিনা কার্যবিবরনী দেখে খতিয়ে দেখা দরকার।

৫। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অংগীকারনামা

ক। এই ব্যাপারে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির মৌলিক অবস্থান হচ্ছে - রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের পর আর কোন অংগীকারনামার প্রয়োজন হয়না।কারণ স্বাক্ষর করাটা অংগীকারনামার চেয়ে বেশীকিছু।তারপরেও যদি অধিকাংশ রাজনৈতিক দল অংগীকারনামার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে ৮ দফা অংগীকারনামার প্রথম দফাটি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

খ। অংগীকারনামার দ্বিতীয় দফাটি, বিশেষ করে '...

বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান / প্রস্তাব /সুপারিশ প্রাধান্য পাবে" - এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোন সমঝোতা সনদ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান গঠনতান্ত্রিক দলিল - সংবিধানের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারেনা।এই ধরনের চিন্তা ও তৎপরতা সংবিধানের

উপর আর একটি 'সুপরা কনস্টিটিউশাল দলিল স্থাপনের সামিল।এই প্রস্তাব সংবিধানের দার্শনিক - রাজনৈতিক গুরুত্ব, মৌল ভিত্তি ও মর্যাদার অবনমন ঘটাবে।

সংবিধান সংক্রান্ত সমঝোতা সনদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারা - উপধারা সংশোধন করে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক করে সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের যেসব উৎস রয়েছে তার বিলোপ ঘটানো।একারণে এসব সংশোধনী প্রস্তাব সংবিধানের উপর প্রাধান্য পেতে পারেনা।

আর বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোতে জনগণের অভিপ্রায় নিশ্চিত হওয়া যাবে কেবল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। কিছু রাজনৈতিক দলের সমঝোতার কোন সমঝোতার দলিলকে জনগণের চূড়ান্ত অভিপ্রায় হিসাবে বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই।

গ। অংগীকারনামার তৃতীয় প্রস্তাবও বিবেচনাপ্রসুত ও গ্রহণযোগ্য নয়। সনদের কোন বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশ সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ারও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যাস্ত করার দরকার নেই।এটা অপ্রয়োজনীয়। কারণ, যে বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং

রাজনৈতিক দলগুলোর যে সমঝোতার ভিত্তিতে সনদ স্বাক্ষরিত হবে সে ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে নির্বাচিত সংসদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া এই ধরনের কোন বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে উচ্চ আদালতের হাইকোর্ট বেঞ্চ পার হয়েই কেবল আপিল বিভাগে যেতে পারে।

ঘ। অংগীকারনামার চতুর্থ প্রস্তাবও গ্রহনযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নয়।জুলাই সনদ নিয়ে সংক্ষুব্ধ যে কোন নাগরিকের আদালতে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে। এটা তার গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক অধিকার। সনদে স্বাক্ষর করা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বা সনদের বিশেষ কোন বিধান বা প্রস্তাবের প্রতি কোন নাগরিকের সমর্থন নাও থাকতে পারে- এটা বিবেচনায় নেয়া দরকার। সংবিধানকে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক করতে যেয়ে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

ঙ। অংগীকারনামার ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রস্তাব এখানে অপ্রয়োজনীয়। আর জুলাই ঘোষণাপত্রে অনেক কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে।

চ। অষ্টম অংগীকারনামায় যা বলা হয়েছে তা এভাবে বলা যেতে পারে যে- " সাংবিধানিক সংস্কারের বাইরে জুলাই সনদের যে সকল প্রস্তাব বা সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করবে।

তবে প্রস্তাব বা সুপারিশের কোনগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য ঐকমত্য কমিশনের উচিৎ হবে তা সুনির্দিষ্ট করা।

৬। জুলাই সনদের আইনী সুরক্ষা সম্পর্কে যা বাস্তবিক নয় তা হচ্ছে -

ক। জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটে যাওয়ার সুযোগ নেই।এত 'নোট অব ডিসেন্ট 'রেখে গণভোটে যাওয়ার প্রশ্নটাই অবান্তর।

খ। সংবিধান সভার নির্বাচনের প্রশ্নটাও অবান্তর। কারণ আমরা সংবিধানশুণ্য অবস্থায় নেই। বিদ্যমান সংবিধানের অধিনেই অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নিয়েছে এবং দেশ পরিচালনা করে আসছে।জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও জুলাই সনদ প্রনয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিদ্যমান সংবিধানে ভিত্তিতে।

গ।জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নতুন কোন সংবিধান প্রনয়ণে কাজ করছেনা।আমরা সবাই মিলে কাজ করছি বিদ্যমান সংবিধানকে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক, দায়বদ্ধ, ভারসাম্যমূলক ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্য নিয়ে।

ঘ। জুলাই সনদের আইনী সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে আমাদের অবস্থান ইতিবাচক। আলোচনা করে এ সম্পর্কে মতামত গঠন করা যেতে পারে।এব্যাপারে সনদ স্বাক্ষরের পর সরকার প্রধান সংবিধানের ১০৬ আর্টিকেল অনুযায়ী উপযুক্ত মাধ্যমে আপিল বিভাগের মতামত চাইতে পারেন।

৭। অংগীকারনামার ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদ পুনর্লিখন করা দরকার। এ সম্পর্কে প্রয়োজনে পরবর্তীতে আমরা আমাদের মতামত প্রদান করবো।

আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

সাইফুল হক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কেন্দ্রীয় কমিটি
নিবন্ধন নং-০১৭
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২২২৩৩৫২২০৬; ফ্যাক্স : ০২২২৩৩৫১৩৩৫;
বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয় : ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪১০৫৩৬৪৪;
E-mail: mail@spb.org.bd, mediacellspb@gmail.com

তারিখ : ২১ আগস্ট ২০২৫

বরাবর,
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
এলইডি ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

বিষয় : 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) সম্পর্কে বাসদের মতামত।

জনাব,
শুভেচ্ছা নিবেন।

গত ১৬ আগস্ট তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এর পক্ষ থেকে পাঠানো জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছে।

গণ অভ্যুত্থান ২০২৪ এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময়-আলোচনা করে এ ধরনের একটি কষ্টকর ও কঠিন কাজ অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সম্পাদনের জন্য কমিমনকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতিপূর্বে লিখিতভাবে এবং সরাসরি আলোচনায় সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর আমাদের দলের মতামত দিয়েছি। গত ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে ঐকমত্য কমিশনের ২৩টি সভায় আমাদের দলের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে।

বিগত ২৮ জুলাই তারিখে কমিশন থেকে প্রেরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর খসড়া ভূমিকার উপরও আমাদের লিখিত মতামত আমরা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে পাঠানো পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) টির ভূমিকা, পটভূমি এবং অঙ্গীকারনামায় উল্লেখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দলের দ্বিমত ও ভিন্নমত রয়েছে।

(১) পটভূমিতে অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তান-পূর্বপাকিস্তানকে প্রায় উপনিবেশ তৈরি করে শোষন-শাসন করেছিল তার উল্লেখ না থাকায় ইতিহাসের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি। আমরা এ বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকা জরুরি মনে করি।

(২) বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ইতিহাস ('৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯ ও '৭১) যথাযথভাবে ওঠে আসেনি। এগুলো যুক্ত করা দরকার।

(৩) সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে কৌশলী অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে। আমরা মনে করি বিদ্যমান ৪ মূলনীতি বহাল রেখে প্রস্তাবিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি যুক্ত করার বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য থাকা দরকার। মৌলিক ও আদর্শগত বিষয়ে সমস্ত দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে আমরা এগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখার কথা বলেছিলাম। তার পরেও এ বিষয়সমূহ জাতীয় সনদে রাখার চেষ্টা করায় আমরা গত ৩১ জুলাই ঐকমত্য কমিশনের সভা চূড়ান্ত বর্জন (সিম্পল ওয়াক আউট নয়) করেছিলাম। কিন্তু আমাদের অনুভূতি বিবেচনায় না নিয়ে সমন্বিত চূড়ান্ত খসড়া (সংশোধিত)তে মূলনীতির বিষয়টি কৌশলে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ থাকায় আমরা অবাক ও বিস্মিত হয়েছি। এবং এটা দলসমূহের উপর ঐকমত্য কমিশনের মত চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব হিসেবে বিবেচনা করছি। এটা আমাদের দলসহ অনেক দলের জন্য জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করাটা অসম্ভব করে তুলতে পারে, যা কোন মতেই কাম্য নয়। আমরা এও মনে করি মৌলিক আদর্শিক বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে কোন ঐকমত্য হয় না।

(৪) ঐকমত্য সম্পর্কে কমিশনের চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসের সাথে আমরা কোনভাবেই একমত হতে পারছি না। কারণ গত ৫ অক্টোবর ২০২৪ আমাদের বাম গণতান্ত্রিক জোটের সাথে মতবিনিময়ের সময় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় বলেছিলেন, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারে সকল দল যে সব বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে একমত হবে সেগুলোই

১

ঐকমত্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যে সব বিষয়ে ১৯/২০ সামান্য পার্থক্য আছে সেসব বিষয়ে আলোচনা করে একমত হওয়ার চেষ্টা করবো। যেসব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত আছে সেগুলো সরিয়ে রাখবো। পরবর্তীতেও ঐকমত্য কমিশনের উদ্বোধনী সভাতে প্রধান উপদেষ্টা একই কথা বলেছিলেন আমরা তাঁর কথার সাথে একমত পোষণ করেছি এবং ভরসা রেখেছি। কিন্তু ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের সভায় ভিন্নমত, নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া এমন কি মৌলিক আদর্শিক বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি এবং দ্বিমত থাকার পরও সেসব বিষয়কে ঐকমত্য হিসেবে সনদে আনা হয়েছে এটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না। এমনকি যা প্রধান উপদেষ্টার কথারও বরখেলাপ বলে মনে করি।

(৫) আমাদের দলের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু প্রস্তাবে নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হয়েছে যা ঠিকমত সনদে উল্লেখিত হয়নি। আমাদের দলের নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া সুপারিশসমূহ পুনরায় এতদসঙ্গে উল্লেখ করা হলো। যদিও নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া সুপারিশসমূহকে ঐকমত্য হিসেবে উপস্থাপন করা আমরা যথাযথ বলে মনে করি না।

(৬) অঙ্গীকারনামার ভূমিকায় যেভাবে ১৯৭১ সালের সাথে ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের তুলনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করি। ১৯৭১ সালের সাথে কোন কিছুই তুলনা হয় না। যারা এটা চায় স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

(৭) অঙ্গীকারনামার ১নং দফায় প্রথম লাইনে 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ' এর জায়গায় 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' লিখাটাই যথার্থ বলে মনে করি। তা 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' কথা বলার কারণ নাই।

সনদের পটভূমিতে ১৪০০ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আবার অঙ্গীকারনামার ১ নম্বর দফায় হাজারো মানুষের জীবন দান উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সরকারি প্রজ্ঞাপনে শহিদের সংখ্যা ৮৩৬ জন বলা হয়েছে। জুলাই ঘোষণায় হাজারো শহিদের কথা বলা হয়েছে। তাহলে কোনটা সঠিক? এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সনদে সঠিক পরিসংখ্যান উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৮) অঙ্গীকারনামার ২নং দফায় ২য় লাইনে 'জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে' এখানে

'জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে' লেখাটা যথাযথ হবে। এবং জনগণ হলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সেই জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। এবং

এই দফায় জাতীয় সনদকে সংবিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দলসমূহের একটি সমঝোতা দলিল কোন ক্রমেই সংবিধানের ওপরে প্রাধান্য পেতে পারে না।

(৯) অঙ্গীকারের ৩নং দফায় সনদের প্রস্তাব, সুপারিশ এর ব্যাখ্যা দেওয়ার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যাস্ত করাও অগ্রহণযোগ্য।

(১০) অঙ্গীকারনামার ৪নং দফায় সনদের কোন বিষয় সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না মর্মে যে কথা বলা হয়েছে তা নাগরিকের মৌলিক মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(১১) অঙ্গীকারনামার ৫নং দফায় সনদে উল্লেখিত ঐকমত্যের বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে এটুকু বললেই যথেষ্ট।

সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন ইত্যাদি শব্দ লিখাটা বাহুল্য বলে মনে করি। ওই সব শব্দ নিয়ে জনমনে সন্দেহ অবিশ্বাস রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে কারও কারও বক্তব্যে সংবিধান পুনর্লিখন, নতুন সংবিধান এর দাবি করা হয়েছে। যে কেউ যে কোন দাবি করতে পারে কিন্তু তা সবার সম্মতি ছাড়া সনদে থাকা উচিত না।

(১২) অঙ্গীকারনামার ৬নং দফায় এভাবে পুনর্লিখন করার প্রস্তাব করছি, 'আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, সমতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত: ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী সমাজ গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।'

(১৩) অঙ্গীকারনামার ৮ নং দফার বক্তব্য অস্পষ্ট। এটা স্পষ্ট করা দরকার এইভাবে যে জুলাই সনদের যে সকল সুপারিশের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না ওই সকল সুপারিশসমূহ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

- ❖ জুলাই সনদের ভূমিকায় শেষ লাইনে 'নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপণীত হয়েছি এর স্থলে 'নিম্নলিখিত বিষয়ের কিছু ক্ষেত্রে সর্বসম্মত এবং কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টসহ ঐকমত্যে উপণীত হয়েছি।' এভাবে লিখা সঠিক মনে করি।
- ❖ পটভূমির শেষ প্যারায় ২য় লাইনে 'বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার' এর স্থলে 'বিশেষ করে সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করে গণতান্ত্রিক সংস্কার' এভাবে লিখা সঠিক মনে করি।

২

❖ পটভূমির ২য় লাইনে '১৯৪৭ সালে ... পাকিস্তান ... পূর্ব বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়।' এর স্থলে '১৯৪৭ সালে অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশিক শাসন শোষণ, বৈষম্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২ শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ এর ৬ দফা স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানসহ ২৩ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম সর্বপরি '৭১ এর রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।' এভাবে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

(১৪) জাতীয় সনদের ৫নং পয়েন্টে, ঐকমত্যে উপণীত হওয়ার বিষয়সমূহ:

রাষ্ট্র ভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান অংশে

✓ ২নং এ বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় : আমাদের মত বিদ্যমান সংবিধানে যেরূপ আছে তাই রাখা। এর সাথে আদিবাসীসহ অন্য সকল জাতিসত্তার কথাও উল্লেখ করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না হলে আমাদের দলের নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ করতে হবে।

✓ ৩নং এ সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধানই রাখার পক্ষে আমরা। গণভোটের প্রয়োজন নাই। কমিশনের প্রস্তাবে আমাদের আপত্তি আছে। আমাদের নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ করতে হবে।

✓ ৫নং এ ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধাবানবলিতে ১৫০(২) অনুচ্ছেদ বহাল রাখার পক্ষে আমরা। যদি পরিবর্তন করা হয় তাহলে আমাদের নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ করতে হবে।

(১৫) ৮নং এ সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা:- সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, 'বাংলাদেশ একটি বহুজাতি, বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হইবে।' এখানে 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতিসত্ত্বার, বহু ধর্মী, বহু ভাষী ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও সমমর্যাদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হইবে।' এভাবে লিখাটাই সঠিক হয়।

মৌলিক অধিকার :

✓ ৯নং পয়েন্টে 'মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে।' এখানে 'মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে।' এভাবে লিখলে ভালো হয়।

আইন সভা

✓ ২১নং পয়েন্টে আইন সভা গঠন: (ক) '... দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে-'
এখানে আমাদের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অর্থাৎ উচ্চ কক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। যেখানে গত ৫৩ বছরে জাতীয় সংসদই যথাযথভাবে কার্যকর করা যায়নি। একদলীয়ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, সেখানে উচ্চ কক্ষে আরও কিছু রাজনৈতিক পদায়ন করা হবে মাত্র। যার ফলে দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় হবে।
আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও যদি এ বিষয়টি সনদে রাখা হয় তাহলে আমাদের নোট অব ডিসেন্ট ব্যাখ্যাসহ যথাযথভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
যেসব ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষ উল্লেখ আছে সেখানে ব্র্যাকেটে 'যদি উচ্চ কক্ষ গঠিত হয়' লিখতে হবে।

✓ ২১নং পয়েন্টে-(ঙ) সংবিধান সংশোধনে জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে (ভোটে) সংবিধান সংশোধন করার বিধানই বহাল রাখা। আর যদি উচ্চ কক্ষ হয় সেখানে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করার বিধান করা। এক্ষেত্রেও আমাদের নোট অব ডিসেন্ট থাকবে।

✓ ২৪নং পয়েন্টে জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান :
এখানে আমরা নারী আসন সংখ্যা ১০০ উন্নীত এবং প্রতি ৩টি সাধারণ আসন মিলে ১টি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেটা মানা না হলে (প্রস্তাব উল্লেখপূর্বক) আমাদের নোট অব ডিসেন্ট থাকবে।

✓ ২৯নং পয়েন্টে 'জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সংসদে আলোচনা করতে হবে এবং পরে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন (রেটিফাই) করার বিধান করতে হবে।

✓ ৩২নং পয়েন্টে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ : এই প্রস্তাবের সাথে বিচারকদের মানদণ্ড নির্ধারণ করা দরকার। বর্তমানের ১০ বছর উকালতি বা ১০ বছর জজিয়াতি করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে আরও কিছু বিষয় যেমন- (১) মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী (২) অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করা (৩) দুর্নীতি বা অনৈতিক কোন কাজের রেকর্ড নাই ইত্যাদি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩

বিচার বিভাগ

- ✓ ৩৫নং পয়েন্টে-সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীয়করণ : এই ক্ষেত্রে আদালতের পরামর্শ নেয়ার কথা উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় পূর্বে যেহেতু একবার বিকেন্দ্রীয়করণের বিষয়টি উচ্চ আদালত নাকচ করে রায় দিয়েছিল ফলে ভবিষ্যতে যাতে তদ্রুপ না হয় সেজন্য আদালতের পরামর্শ নেয়াটা সুবিবেচনাপ্রসূত হবে বলে মনে করি।
- ✓ ৩৬নং পয়েন্টে-এই প্রস্তাবের সাথে সালিশি আদালতের সংখ্যা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং গতিশীল করার বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- ✓ ৪৯নং পয়েন্টে-আইনজীবীদের আচরণ বিধি : 'অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে।' এই অংশ বাদ দিতে হবে। এটাতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।
- ✓ ৫০নং পয়েন্টে-আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন : এই সুপারিশে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।
- ✓ ৫৪নং পয়েন্ট-প্রয়োজন নাই মনে হয়। কারণ স্থানীয় সরকার অধ্যায়ে ১৭নং পয়েন্টে একই বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

জনপ্রশাসন অধ্যায়ের

- ✓ ৬০নং পয়েন্টে-পদ-পদবি, সুযোগ-সুবিধার যৌক্তিকতাসমূহ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন মনে করি। কারণ পদ না থাকলেও দলীয় বিবেচনায় পদন্নোতি এবং নিয়োগ দেয়া হয় ফলে প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য তৈরি হয় যা প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
- ✓ ৬৩নং পয়েন্টে-'রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা হবে।' এই অংশটুকু আমাদের আপত্তি আছে। ফলে এই অংশটুকু সনদ থেকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। কারণ নির্বাচন কমিশনের কাছে নিবন্ধিত দলসমূহের এক ধরনের জবাবদিহিতা আছে। ওই অংশ যুক্ত থাকলে আমাদের নোট অব ডিসেন্ট থাকবে।
- ✓ ৭৫নং পয়েন্টে পুরোটাতে আমাদের আপত্তি আছে। সনদ থেকে এটা বাদ দেয়া হোক। অন্যথায়, আমাদের নোট অব ডিসেন্ট থাকবে।
- ✓ ৮৪নং পয়েন্টে পুরোটাতে আমাদের আপত্তি আছে। সনদ থেকে এটা বাদ দেয়া হোক। অন্যথায়, আমাদের নোট অব ডিসেন্ট থাকবে।

সর্বশেষে যে সব বিষয়ে সব দল একমত হয়েছে সেগুলো একত্রে উপস্থান করা এবং যে সব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টে একমত হয়েছে সেগুলো ভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করলে সর্ব সাধারণের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে; কোন দল কোন বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।

আশা করি কমিশন আমাদের মতামত, প্রস্তাব, সুপারিশ, সংশোধনীসমূহ বিচেনায় নিবেন। এবং পূর্বেকার খসড়ায় যেমন বলা হয়েছিল পরবর্তী জাতীয় সংসদে গঠিত সরকার ২ বছরের মধ্যে ঐকমত্যে প্রণীত সনদে সুপারিশসমূহ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। সেটাই সঠিক বলে মনে করি। প্রয়োজনে সময় ২ বছরের পরিবর্তে ১ বছর বা ৬ মাসও হতে পারে।

এর বাইরে অন্য কোন পন্থায় যাওয়া সমীচীন মনে হয়না। অন্য কিছু করতে গেলে বিভেদ, বিভক্তি, অনৈক্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করি কমিশন সার্বিক বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিবেন যাতে করে সকলে মিলে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারি।

যদি কমিশন আমাদের মতামত ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমাদের মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে পারবো।

আবারো কমিশনের সদস্যদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদসহ

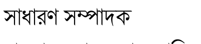

বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
মোবাইল নং- ০১৭১১৫৩৭৩৯৯
ই-মেইলঃ mail@spb.org.bd

৪

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ২২২৩৩৫৬৩৭৩। ওয়েবসাইট: spbm.org

২১ আগস্ট, ২০২৫

প্রতি
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জনাব,
জাতীয় জুলাই সনদ ২০২৫-এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া (সংশোধিত) আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সক্রিয় অংশীদার। এই লড়াইয়ে আমরা যেমন প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি, তেমনি গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে যখন যে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সে বিষয়ে সরকার, বিভিন্ন কমিশন ও জনগণের কাছে আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি। জুলাই ঘোষণা, সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদন, ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবনা– এই সকল বিষয়ে আমরা আমাদের লিখিত বক্তব্য রেখেছি। ঐকমত্য কমিশনে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা জুলাই সনদেও স্বাক্ষর করতে চাই।

কিন্তু খসড়া জুলাই সনদ সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এই সনদে প্রায় ৮৪টি পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে এবং সনদের বিভিন্ন স্থানে অনেকবার সর্বসম্মত কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা ৮৪টি পয়েন্ট নিয়ে হয়নি। সনদেই বলা আছে, সে সময় আলোচনা হয়েছে ২০টি পয়েন্ট নিয়ে। সনদে যে ৮৪টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এর বেশিরভাগ পয়েন্টেই দলগুলোর ঐকমত্য নেই। ফলে এই ৮৪টি পয়েন্ট সর্বসম্মত সনদ নয়। এমনকি ২০টি পয়েন্টেরও বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই ঐকমত্য হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পুরো সনদ নিজেই স্বাক্ষ্য দেয় যে এটা সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয় নাই। যে সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মত ছিল, সেগুলো নিয়ে সনদ ঘোষিত হলে এক সর্বসম্মত বলা যেত। একই কারণে অঙ্গীকারনামা অধ্যায়ে লিখিত, "...এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো..."– এই বলে যে অঙ্গীকারনামা দেয়া হয়েছে, তাতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলেরই স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। কারণ অনেকগুলোতেই তারা একমত হননি, অনেক পয়েন্টে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হয়েছে, অনেক বিষয়ে ওয়াক আউটও করেছেন অনেক দল। ফলে এটা একটা ঐক্যমতের সনদ হিসেবে দাঁড়ায়নি, ৮৪টি সংস্কারের পয়েন্টে কার কী অবস্থান সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এটা সনদ নয়, বরং এটাকে একটা প্রতিবেদন বলা যায়।

পয়েন্টগুলোতে কয়টি দল একমত, কয়টি দল দ্বিমত, কার নোট অব ডিসেন্ট– সেটাই শুধু তুলে ধরা হয়েছে। যারা দ্বিমত তাদের যুক্তি কী– সেগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল। কারণ সম্পূর্ণ দুই বিপরীত জায়গা থেকে দুইটি দল একই পয়েন্টে দ্বিমত করতে পারে, এমনকি নোট অব ডিসেন্টও দিতে পারে। জনগণের কাছে প্রকৃত যুক্তিগুলো আসা উচিত বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় কমিশনে আলোচনার সময় জুলাই সনদের সাথে একটি পরিশিষ্ট (appendix) প্রকাশ করার কথা হয়েছিল যেখানে এই যুক্তিগুলো তুলে ধরা যায়। আমাদের মনে হয়, এটি প্রকাশ করা উচিত।

পটভূমি প্রসঙ্গে

শুরুতে পটভূমি বর্ণনায় যে বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে উপস্থাপিত ইতিহাসের ব্যাপারে আমরা একমত নই। এর আগে সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার সময়েও এই বিষয়টি আমরা তুলে ধরেছিলাম। বর্তমান খসড়ায়ও আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলাম। পটভূমিতে অংশে লেখা হয়েছে, "...১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি।"

এখানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ এগুলোই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা বা আকাঙ্ক্ষা– এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুধু এই নীতিগুলো নয়, আরও অনেকগুলো নীতি, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে– সেই সবগুলো নীতিকেই ধারণ করে সংঘটিত হয়েছে। এই জনপদের মানুষের সংগ্রামের মধ্যে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে সবকিছুই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়– এই ২৩ বছরের লড়াই সেই স্বাক্ষ্যই দেয়।

এই ২৩ বছরের লড়াইয়ের বড় বড় মাইলফলকগুলোর কোন উল্লেখ আমরা পূর্বেও জুলাই ঘোষণা, সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে পাইনি। এবারেও পেলাম না। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, সায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, সায়ত্তশাসন ও কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির ১১ দফা দাবিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের গণপরিষদ নির্বাচন– এগুলো ছিল পাকিস্তানের প্রায়উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও নতুন জাতি হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ছিল এই গণআন্দোলনগুলোরই স্বাভাবিক পরিণতি। ইতিহাস থেকে এই অধ্যায়গুলো বাদ দেয়ার অর্থ হলো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো এবং বাংলাদেশের জাতি গঠনের ইতিহাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা। আবার এই সংগ্রামের মধ্যেই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, শোষণমুক্তি, সমাজতন্ত্র– এই কথাগুলো মওলানা ভাসানীসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, নির্মাতা, বুদ্ধিজীবীরা জনগণের মধ্যে নিয়ে আসেন এবং এর পক্ষে একটি গণআকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।

যেহেতু খসড়া জুলাই সনদে অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বর্তমানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ফলে অতীত ইতিহাসের সঠিক ও নির্মোহ উপস্থাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করছি।

চার মূলনীতি

চার মূলনীতি প্রশ্নে যখন সিদ্ধান্ত হয়, তখন আমরাসহ চারটি দল ঐকমত্য কমিশনের সভা বয়কট করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, এ বিষয়ে কোন সমঝোতা হয় না, এটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। এই বিষয়টি বাদ দিয়ে আপনারা আলোচনা করুন। আমাদের এই বক্তব্য রেকর্ড করার জন্যও আমরা বলেছিলাম। আমরা কমিশনের প্রস্তাবনাগুলোকে (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি) বিদ্যমান মূলনীতিগুলোর সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কমিশন চেয়েছিলেন, তাদের প্রস্তাবিত

মূলনীতিগুলো পরবর্তীতে সংস্কার বা সংশোধন করা সংবিধানের মূলনীতি অংশে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে- এই মর্মে যাতে আমরা একমত হই। কমিশনের বক্তব্য ছিল– বিদ্যমান সংবিধানের চার মূলনীতি রাখা কিংবা না রাখার ব্যাপারে কোন আলোচনা ঐকমত্য কমিশন করবে না, পরবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসা জনপ্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। সনদে বিষয়টি সেভাবে আসেনি।

কমিশনে অনেকে আলোচনা করেছেন যে, চারটি মূলনীতি মুজিববাদ, সুতরাং একে বাদ দিতে হবে। আমরা যুক্তি করেছি যে, বাহাত্তরের সংবিধানের তিনটি মূলনীতি অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কখনই শেখ মুজিবর রহমান কিংবা আওয়ামী লীগের সম্পত্তি ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে এই ভূ-খণ্ডের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এই ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। মওলানা ভাসানী প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এই দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা। ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল টাঙ্গাইলের সন্তোষে ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে সংবিধানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ধারণাগুলি যুক্ত করার জোর দাবি জানানো হয়েছে। বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নের পরপরই চারটি সংশোধনী এনে ১৯৭৫ এর মধ্যেই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ তাদেরই প্রণীত সংবিধানকে বাস্তবে অকার্যকর করে দেন। জরুরী অবস্থা জারি করে, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের দ্বারা বাকশাল গঠন করেন এবং জনগণের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার নামিয়ে আনে। এরপর থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তারাই সংবিধানে একের পর এক সংশোধনী এনেছে, মোট ১৭টি সংশোধনীর মধ্য দিয়ে গত ৫৪ বছর ধরে শাসকগোষ্ঠী সংবিধানকে জনগণের উপর নিপীড়নের কাজে লাগিয়েছে।

আরেকটি আলোচনায় এসেছে যে, এই চার মূলনীতি হলো ফ্যাসিবাদের উৎস। ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পুস্তিকাকারে আমরা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে, ফ্যাসিবাদ কোন দল কিংবা সংবিধানের মূলনীতি আনে না। দেশের অর্থনীতি গুটিকয়েক বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেটাই একটা কেন্দ্রীভূত শাসনকাঠামো সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সম্পর্ক না বুঝতে পারলে, কখনও মুজিববাদ, কখনও আওয়ামী লীগ, কখনও সংবিধান, কখনও আমলাতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদের উৎস মনে হবে। এ দিয়ে ফ্যাসিবাদ মোকাবেলা করা যাবে না।

ঐকমত্য কমিশন বরাবর পূর্বে লিখিত চিঠিতে আমরা এও বলেছিলাম যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরপর্বে কী ছোট, কী বড়, কী উন্নত, কী অনুন্নত- সকল পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়েছে। ফ্যাসিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ পুঁজির ক্রমাগত কেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকতা ও কঠোরতা এবং বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের সাথে আধ্যাত্ম্যবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক যন্ত্রীকরণের চেষ্টা– এগুলিকে হাতিয়ার করে সকল পুঁজিবাদী দেশের শাসকশ্রেণি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চেয়েছে। ফ্যাসিবাদকে হাতিয়ার না করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বারা জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে অসম্ভব। ফলে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ ঐক্যবদ্ধ জনগণের সচেতন, সংগ্রামী, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণআন্দোলনের যে হাতিয়ারগুলি তৈরি হয়েছিল, পুঁজিবাদী শাসন যদি সেইগুলোকে বিকল করে দেয় এবং জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়, তবে বাংলাদেশে অন্য কোন শক্তির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে। ইতিহাস এর স্বাক্ষী।"

আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে যে নীতি নিয়ে চলছিলাম সেটা হলো, কাঠামোগত সংস্কারের প্রশ্নে অবস্থিত পরিস্থিতি থেকে যদি খানিকটা উন্নতিও ঘটে– তাহলে সেই প্রস্তাবে আমরা একমত হয়েছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব কী, কী করা উচিত বলে আমরা মনে করি- সেটাও আমরা রেখেছি। মূলনীতিগত প্রশ্নে আমরা যেহেতু কোন আপোষ করতে পারব না, ফলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি।

জরুরি অবস্থা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ৬ নং পয়েন্টে উল্লেখিত জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত ছিল। আমরা এই প্রশ্নে কমিশনের সাথে একমত হইনি। সে সময় নোট অব ডিসেন্টের আলোচনা আসেনি বলে নোট অব ডিসেন্ট আমরা দেইনি। গণতান্ত্রিক সংবিধানে এই ধরনের বিধান থাকা উচিত নয়। প্রাকৃতিক বা মানবিক কোন সংকটের কালে জরুরি সেবাগুলোকে সচল ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য ওই নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেটা সরকার তার নির্বাহী ক্ষমতাবলেই নিতে পারে। বাস্তবে জরুরি মানবিক প্রয়োজনের কথা বলে জরুরি অবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত করা হয়, কিন্তু এই প্রয়োজনে কখনও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান রাজনৈতিক সংকটের সময়ে রাষ্ট্রের কাছে জনগণকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বারবার। বাহাত্তরের সংবিধানেও জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না, শেখ মুজিব প্রথম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এটি যুক্ত করেন। এটি ছিল সংবিধানের প্রথম কালিমালিপ্ত সংশোধনী। এত সংস্কার ও গণতন্ত্রের কথা বলার পর এই জরুরি অবস্থার বিধান রাখাটা আমাদের ঠিক মনে হয় না।

২৪ নং পয়েন্টে জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধানের বিষয়ে প্রস্তাবনায় আমরা নিম্নকক্ষের ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ও সেখানে সরাসরি নির্বাচনের কথা আমরা বলেছি। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধতা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রতিটি দল ন্যূনতম ৫% নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলোকে বাড়াতে থাকবেন যতক্ষণ না তা ৩৩% এ উন্নীত হবে। এটা সর্বসম্মত মতও ছিল না। এই বিষয়টা নিয়ে পরবর্তীতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না– সেরকম কিছুও আলোচিত হয়নি।

৪৯ নং পয়েন্টে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের সাথেও আমরা একমত নই। আমরা মনে করি, এটি গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে এবং আদালতে সরকারী দলের নিয়ন্ত্রণই প্রতিষ্ঠা করবে।

জনপ্রশাসনের প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সভাগুলোতে কোন আলোচনা হয়নি। প্রথম পর্যায়ের লিখিত বক্তব্য ও স্প্রেডশিটের উপর ভিত্তি করে সনদে এই প্রস্তাবনাগুলো রাখা হয়েছে। ৬৩ নং পয়েন্টে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় রাজনৈতিক দলগুলোকে আনার ব্যাপারে আমরা আপত্তি তুলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, এই আইন সরকারি ও সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাজনৈতিক দলের মতো কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে নজরদারির জন্য নির্বাচন কমিশনের নানা আইন ও বাধ্যবাধকতা আছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা মানে বিরোধী দলগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে আরও বাড়িয়ে তোলা।

৬৪ নং পয়েন্টে উল্লেখিত অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট আমরা বাতিল করার কথা বলেছিলাম। কারণ এই আইনের সুযোগ নিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের যাবতীয় দুর্নীতি গোপন করে ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৬৫ নং পয়েন্টে উল্লেখিত কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি বিভাগ সৃষ্টিকেও আমরা অপ্রয়োজনীয় বলে মত দিয়েছিলাম।

অঙ্গীকারনামা প্রসঙ্গে

আমরা আগেই বলেছি, এতগুলো পয়েন্টের ভিত্তিতে এতবড় প্রতিবেদন তৈরি না করে সর্বসম্মত ঐক্যের পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে সনদ রচনা করলে সেটি বাস্তবসম্মত হতো। বর্তমান সনদে লিখিত অঙ্গীকারগুলোর কার্যকরিতা থাকবে না, কারণ কেউই সব বিষয়ে একমত নন। ফলে '...এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার...' অঙ্গীকারের কোন মূল্য এই পরিস্থিতিতে থাকে না।

দ্বিতীয়ত, অঙ্গীকারের ২ নং পয়েন্টে বলা হয়েছে- 'জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে'- এই কথাটা আংশিক সত্য। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়, কিন্তু সুনির্দষ্টভাবে এই অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণের অভিপ্রায়কে পরিমাপ করার এর চেয়ে ভাল কোন পদ্ধতির সন্ধান তারা আজও দিতে পারেননি। ফলে এই ধরনের এপ্রোচ সঠিক নয়।

অঙ্গীকারনামার ৩ ও ৪ নং অনুচ্ছেদ আমাদের পরস্পরবিরোধী মনে হয়েছে। ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।'

আবার ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "...এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।'

আমাদের প্রশ্ন হলো, কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যদি আদালতে প্রশ্নই তোলা না যায়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কীভাবে এর ব্যাখ্যা দেবে? কীভাবে তার কাছে এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো পৌঁছাবে যাতে সে এর মীমাংসা করতে পারে? এই বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করছি। এ ছাড়াও জুলাই সনদ সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না- এই প্রস্তাবকে আমাদের গণতান্ত্রিক মনে হয়নি। আবার সকল ক্ষেত্রে (সমস্ত আইন ও সংবিধান) এ সনদের অগ্রাধিকারের কথা যে ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটাও খুব বিবেচনাপ্রসূত হয়নি বলে আমাদের মনে হয়। এই সনদ কার্যকর করার পথ নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু একে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল হিসেবে ঘোষণা করাটা ভাল উদাহরণ হয় না।

৬টি কমিশনের বাইরেও শ্রম, নারী ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাগুলো এই সনদে যুক্ত করার প্রস্তাব আমরা করছি- কমিশন এই বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেন। শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলোতে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সম্মতিও আছে। ফলে এগুলো নির্বাহী আদেশে সেগুলো বাস্তবায়ন করা যায়।

আমাদের প্রস্তাব হলো, সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য হওয়া পয়েন্টগুলোকে ভিত্তি করে জুলাই সনদ রচনা করা হউক। তাহলে সেগুলোর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর একটা কমিটমেন্ট থাকবে। একইসাথে ঐকমত্য কমিশনের সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড অর্থাৎ প্রথম দফায় ৩৫টি দল ও জোটের লিখিত বক্তব্য, ৩২টি দলের সাথে মত

বিনিময় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০টি দল ও জোটের সাথে আলাপ-আলোচনার সার-সংক্ষেপ তৈরি করা হউক। সেখানে বিভিন্ন দল ও জোটের অবস্থান স্পষ্টভাবে উঠে আসবে। এটা ইতিহাসের দলিল এবং একইসাথে সহস্রাধিক প্রাণের বিনিময়ে সংঘটিত এই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তার একটা ধারণা আমরা এর মধ্য দিয়ে পাব।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, সনদের এই ত্রুটিগুলো শুধরে নিলে আমরা এই সনদে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে আমরা কথা বলে আসছি। তবে সাথে সাথে এটাও আমরা মনে করি যে, এই সনদ ও এই সংস্কার দিয়ে রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন কিংবা ধনী-গরিবের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে না, এটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিধিটাকে একটু বাড়াতে সাহায্য করবে মাত্র। প্রকৃত মুক্তি কেবল ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আসতে পারে।

আপনারা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের একটি পরিশ্রমের কাজ যত্নসহকারে করছেন। আমাদের বক্তব্য আপনারা বিবেচনা করবেন বলে প্রত্যাশা করি। আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

শুভেচ্ছান্তে

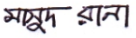

মাসুদ রানা
সমন্বয়ক
বাসদ (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি

বরাবর

সহ-সভাপতি

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল,জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।

বিষয়ঃ জুলাই সনদ-২০২৫ এর পুর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়ায় এলডিপির মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার প্রেরীত জুলাই সনদ-২০২৫ এর পুর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া আমরা যথাসময়ে পেয়েছি। খসড়া পর্যালোচনা করে আমাদের দলের মতামত ও পরামর্শ এতদসংগে প্রদত্ত হলো।

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫

*মতামত ও পরামর্শ *

রাষ্ট্রভাষা,নাগরিকত্ব ও সংবিধান

৫ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধানাবলি-

মতামতঃ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না করিয়া ৭ম তফশিলে " ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" সংবিধানে বহাল থাকবে।

রাষ্ট্রপতি

১২ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া-

মতামতঃ উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে এই প্রস্তাবের সাথে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি।এ ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল মেজরিটিতে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পক্ষে।

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৬ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা-

মতামতঃ ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) ব্যবস্থা বহাল থাকবে।আমরাও গঠন প্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যাস্ত করার পক্ষে। এ ব্যাপারে এলডিপির নোট অব ডিসেন্ট ছিল।

আইন সভা

২১ (খ) নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ আইনসভা গঠণ-

মতামতঃ নিম্নকক্ষে নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন এ ব্যাপারে আমাদেরও নোট অব ডিসেন্ট ছিল। আমরা সংসদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতিতে উচ্চকক্ষ নির্বাচনের সমর্থন করি।

২১ (ঘ) নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ আইনসভা গঠণ-

মতামতঃ এ বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট ছিল যাহা উল্লেখ নাই।

২৮ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান-

মতামতঃ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল, আস্থাভোট, সংবিধান সংশোধন বিল ও জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থায়) ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন।অন্য যে কোন বিষয়ে সংসদ সদস্যগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।

বিচার বিভাগ

৩২ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ-

মতামতঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

৩৪ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

মতামতঃ বিচারকদের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

৪২ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

মতামতঃ জেলা ইউনিট গুলোতে ট্রায়াল বেসিসে ১০% অ্যাটর্নি নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

৪৩ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

মতামতঃ এ ব্যাপারে আমরা সম্পুর্নভাবে দ্বিমত।

নির্বাচন ব্যবস্থা

৫৩ (ক) নং ক্রমিক বর্ণিতঃ নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ-

মতামতঃ অন্য কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

৫৪ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ স্থানীয় সরকার নির্বাচনি

মতামতঃ স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমত্য কমিশনে কিছুই আলোচনা হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়টি জুলাই সনদে অর্ন্তভুক্ত না করাই বাঞ্চনীয়।

৫৫ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ ন্যায়পাল নিয়োগ-

মতামতঃ আমাদেরও নোট অব ডিসেন্ট ছিল।

৫৬, ৫৭, ৫৮ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহে আমাদেরও নোট অব ডিসেন্ট ছিল।

জনপ্রশাসন

৬১ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ তিনটি সরকারি কর্ম-কমিশন গঠণ-

মতামতঃ আমরা একটি কর্ম-কমিশন গঠনের পক্ষে।

৬৩ (ক) নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ সংশোধন-

মতামতঃ আমরা কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভূক্ত করার পক্ষে না।

দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৯ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা-

মতামতঃ এই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন আয়কর রিটার্ণ দাখিলে কোন ভূল তথ্য থাকিলে ইহা সংশোধনীপূর্বক আয়কর রির্টাণ দাখিলের সুযোগ বিদ্যমান রাখার পক্ষে।

৭২ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ নির্বাচনি অর্থায়ানে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধচার নিশ্চিত করাঃ

মতামতঃ আমাদের নোট অব ডিসেন্ট আছে।

৮৪ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ Open Government Partnership এর আওতাভূক্ত হওয়াঃ

মতামতঃ জাতীয় সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে।

মন্তব্যঃ

* জুলাই জাতীয় সনদের প্রাথমিক খসড়ায় নির্বাচিত সংসদ পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে বলা হলেও, বর্তমান প্রদত্ত খসড়ায় কোন টাইম ফ্রেম বলা হয় নাই।
* বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে সকল বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট বা দ্বিমত, সে সকল দলের নাম উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক।

অঙ্গীকার নামা

২ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ

মতামতঃ জুলাই সনদকে সংবিধানের উপরে স্থান দেওয়ার পক্ষে নই।

৩ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ

মতামতঃ কোন বিষয় সুপ্রীম কোর্টে আপীল বিভাগের নিকট ব্যাখ্যা চেয়ে প্রেরনের জন্য বিদ্যমান আইন অনুসরনীয়।

৪ নং ক্রমিক বর্ণিত ঃ

মতামতঃ এই প্রস্তাবটি গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা সংবিধানের যে কোন ক্লোজ-সাবক্লোজ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দারস্থ হওয়ার বিধান বিদ্যমান আছে।

১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

তারিখঃ

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ সম্পর্কে ১২-দলীয় জোটের কতিপয় সংশোধনীঃ

১। প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এ শব্দ, ভাষা ও বাক্য গঠনে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিভিন্ন অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ***বিলম্বনস্থা ও বিরাম মঞ্জুর*** কথাটি বোধগম্য নয়। অপ্রয়োজনীয় কঠিন শব্দ এড়িয়ে বোধগম্য ও প্রচলিত শব্দের মাধ্যমে জুলাই সনদ জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।

২। প্রস্তাবিত খসড়ায় ১০ নং দফায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে সংস্কার কমিশন কর্তৃক বর্ণিত যোগ্যতা সম্পর্কে ***রাষ্ট্রপতি পদপার্থী হওয়ার সময় কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রীয় সরকারী বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না*** বলে উল্লেখিত বিধান যথেষ্ট নয়। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আগ্রহী-প্রার্থী নির্বাচনের আগে দল্য বা অন্যান্য পদ হইতে পদ্যতাগ করতে হবে।

৩। রাস্ত্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়াঃ শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে এর পরিবর্তে আমরা সিম্পল মেজরিটিতে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ করার পক্ষে।

৪। ১৫ নং দফায় প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকার বিষয়টি অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

৫। ১৯ নং প্যারাটিতেও সঠিক বাক্য গঠন হয়নি ।

৬। আইনসভা সংক্রান্ত ২১নং দফায় (খ) উপ-দফায় ১২-দলীয় জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত খসড়ায় সে কথার উল্লেখ নাই।

৭। তদ্রুপ (ঘ) উপ-দফায়ও ১২-দলীয় জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। অথচ প্রেরিত খসড়ায় সে কথার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত ১২-দলীয় জোটের ২টি নোট অফ ডিসেন্ট সংযোজন করতে হবে।

৮। ২৮ নং দফায় "জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান" সংক্রান্ত বিধানে ১২-দলীয় জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে। কিন্তু সংস্কার কমিশনের খসড়ায় তার উল্লেখ নাই। বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

৯। সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বা Judges Appoint Act এর মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ হবে।

১০। ৩৪ নং দফায় বিষয়টি অর্থাৎ বিচারকদের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে ।

১১। স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাঃ জেলাগুলোতে ট্রায়াল বেসিসে ১০% এটর্নি নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

তারিখঃ

১২। ৪৩ নং দফার ক্ষেত্রে ১২ দলীয় জোট সম্পূর্ণ দ্বিমত প্রকাশ করছে।

১৩। ৫৩ নং দফাঃ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে আর কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই ।

১৪। ১২ দলীয় জোট ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ দফায় নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছে যা উল্লেখ করা হয়নি।

১৫। ১২ দলীয় জোট ৩টি পৃথক সরকারী কর্ম কমিশন গঠনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে এবং এখন একই অবস্থানে আছে।

১৬। কোন রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করার পক্ষে না।

১৭। ৭২ নং দফায় ১২ দলীয় জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে।

১৮। বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিষয় দুদকের আওতায় আনা উচিত হবে না।

১৯। ৮২ নং দফায় ১২ দলীয় জোটের নোট অফ ডিসেন্ট রয়েছে।

২০। ৮৪ নং দফায় ১২ দলীয় জোট দ্বিমত প্রকাশ করেছে।

২১। পাঁচটি সংস্কার কমিশনের থেকে আমাদেরকে ১৬৬টি প্রস্তাবনা বা সুপারিশমালা দেওয়া হয়েছে। অথচ জুলাই সনদে ৮৪ টি উল্লেখ করা হয়েছে । বিষয়টি বোধগম্য নয়। অনেকগুলো দফা সংস্কার কমিশনে আলোচনা ব্যতিরেকে সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রস্তাবনার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে

২২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ প্রক্রিয়া কতটুকু বাস্তবধর্মী হবে তা পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি কেবল এ বিষয়ে সঠিক ও চুড়ান্ত বিধি নির্ধারন করতে পারে। এখানেও আমাদের নোট অফ ডিসেন্ট উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যক।

২৩। জুলাই সনদের খসড়ায় যে সব বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমুহ একমত হয়েছে তাদের নাম এবং যে সকল বিষয়ে দলসমুহ দ্বিমত পোষণ করেছে তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি। এখানে শুধু নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া দলসমুহের নাম দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার প্রয়োজনে একমত ও দ্বিমত হওয়া দলের নাম থাকা আবশ্যক।

২৪। জুলাই সনদের প্রাথমিক খসড়ায় নির্বাচিত সংসদ পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে বলা হলেও, নতুন সনদে কোন টাইম ফ্রেম বলা হয় নাই।

২৫। জুলাই সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না কারন কোন সমঝোতা দলিল, ডকুমেন্ট বা নথির অবস্থান সংবিধানের উপরে হতে পারে না।

তারিখঃ

২৬। অঙ্গীকারনামার চতুর্থ দফাটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিষয়ে আইনি আশ্রয় লাভের অধিকার কে সঙ্কুচিত করবে। এ বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

২৭। স্থানীয় সরকার বিষয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা করা যা কমিশন আলোচনা করেনি বা স্প্রেডশিটে আমদের মতামতের প্রতিফলন হয়নি। আমরা এ বিষয়ে একমত বা দ্বিমত হওয়া দলগুলোর নাম প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি।

২৮। সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সবোচ্চ আইন, যা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সরকার পরিচালনার রূপরেখা এবং রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখে জুলাই সনদ-২০২৫ কার্যকর করার আইনগত পন্থা ও ভিত্তি সম্পকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক।

ধন্যবাদান্তে

সৈয়দ এহসানুল হুদা
সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় দল

পরিশিষ্ট-২৮

জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ায় প্রস্তাবিত অঙ্গীকারনামা বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামত ও মতামতের সারাংশ

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ -এর অঙ্গীকারনামা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা ১ম অনুচ্ছেদ	▪ ‘সাংবিধানিক কনভেনশন’ কথাটি বিভ্রান্তিকর। ▪ ‘১৯৭১ সালে কার্যত সংবিধান ছিল না’ কথাটি সঠিক নয়।
অঙ্গীকারনামা ২য় অনুচ্ছেদ	▪ ‘১৯৯০ সালে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেছেন’ তথ্যটি সঠিক নয়। ▪ ১৯৯০ সালের উদাহরণ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনীয় নয়।
অঙ্গীকারনামা ৩য় অনুচ্ছেদ	▪ ‘সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে-এর পরিবর্তে ‘জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে’ লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (১)	▪ ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দলিল’-এর পরিবর্তে ‘রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল’ লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ ‘জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি’ কথাটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গত নয়। ▪ ‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–কথাটির মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদকে supra constitutional instrument–হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা আইনী ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসঙ্গত ও অগ্রহণযোগ্য।’ ▪ ‘সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো’–তিনটি কারণে এরূপ অঙ্গীকার বিভ্যান্তিকর’। এর পরিবর্তে সনদের সকল ‘প্রস্তাব/সুপারিশ’ বলা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ ‘আপিল বিভাগ সংবিধানের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি আদালত যা এখতিয়ার সংবিধান দ্বারা সুনির্দিষ্ট। প্রস্তাবিত সনদের মাধ্যমে আপিল বিভাগের এখতিয়ার সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই।’
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ ‘জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’- এখানে ‘জারির কর্তৃত্ব’ শব্দযুগল বিভ্রান্তিকর। ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কোনো সাংবিধানিক সভা বা আইনসভা নয় বিধায় ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ জারির কোনো সুযোগ নেই।’
অঙ্গীকারনামা (৫)	▪ ‘লিখন ও পুনর্লিখন’ বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৬)	▪ ‘----- জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম’ লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (৭)	▪ ‘------ দীর্ঘ **১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের** ও ২০২৪ সালের’ লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ ‘পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে’ শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।
সার্বিক মত	▪ ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’-এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী একটি সুপারিশকারী সংস্থা হিসেবে তার কাজ আলোচনা ও সুপারিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনোরূপ supra constitutional instrument প্রণয়ন/জারি করা এই কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (১)	▪ ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দলিল’-এর পরিবর্তে ‘রাজনৈতিক ব্যবস্থা’ লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ ‘----- অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য’-এর পরিবর্তে ‘বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সনদের সকল বিধান, নীতি, সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করবে’ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
	▪ ‘রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র জারি বা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ ২০২৫-কে আইনি ভিত্তি দেওয়া হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর আইনি ভিত্তি দেওয়ার পর এর ভিত্তিতে ‘পিআর’ পদ্ধতিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
সনদের শিরোনাম	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর পরিবর্তে 'জুলাই সনদ ২০২৫' রাখার অভিমত।
অঙ্গীকারনামা ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ	▪ দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে এনে সাংবিধানিক কনভেনশনের নামে পরবর্তী সংসদের কাছে জুলাই সনদ ২০২৫ এর বাস্তবায়ন ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যা আমাদের দাবি অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জুলাই সনদ নির্বাচনের পূর্বে বাস্তবায়ন করা এবং এর আইনি ভিত্তি প্রদান করার কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেখা যাচ্ছে না। ▪ একইভাবে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও তার কার্যক্রম তথা বৈধতার ভার পরের সংসদের কাছে ন্যস্ত করার এই বিবৃতি আমরা প্রত্যাখ্যান করি।
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ কোন পদ্ধতিতে এই সনদের বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এই ধারার সঙ্গে একমত নই। গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
	▪ কোন কোন প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেটা সুস্পষ্ট নয়। আমরা এর বিরোধিতা করছি। এনসিপি-র পক্ষ থেকে আমরা 'জুলাই সনদ ২০২৫'-এর সম্পূর্ণটাই কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

৪। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (১)	▪ 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দলিল'-এর পরিবর্তে 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ '----- অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য'-এর পরিবর্তে 'বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার এই সনদের সকল বিধান, নীতি, সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করবে' প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
	▪ 'রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্র জারি বা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ ২০২৫-কে আইনি ভিত্তি দেওয়া হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর আইনি ভিত্তি দেওয়ার পর এর ভিত্তিতে 'পিআর' পদ্ধতিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৫। নাগরিক ঐক্য

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের সাথে একমত। তবে 'বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে'–কথাটির সঙ্গে একমত নয়। কারণ কোনো সনদ রাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর স্থান পেতে পারে না।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ 'জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না'–এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয়। এই সনদের দায়মুক্তি সামগ্রিকভাবে জুলাই সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

৬। গণফোরাম

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ 'বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে'–এই বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত ও আপত্তি রয়েছে। কারণ সনদকে রাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর স্থান দেওয়া হলে জুলাই সনদ বিতর্ক ও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা যথাযথ হবে না।

অঙ্গীকারনামা (৪)	▪	‘জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–এই বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত ও আপত্তি রয়েছে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪	জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু যে সকল বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট সেগুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর অর্পণ করা যায়।

৭। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি

খসড়া সনদের ভাষ্য		অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪	‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–সংবিধানের ঊর্ধ্বে এভাবে বিবেচনার কোনো সুযোগ থাকাটা গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪	‘জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–এটি একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। এই বক্তব্য সনদকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে।
অঙ্গীকারনামা (৫)	▪	সংবিধান সংশোধনের সঙ্গে পুনর্লিখনের কথা বলা হয়েছে–এর সঙ্গে একমত নই।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪	জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই বর্তমান সরকারের আমলেই এসব কাজ সম্পন্ন করতে চান। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

৮। লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি–এলডিপি

খসড়া সনদের ভাষ্য		অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪	‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–সংবিধানের ঊর্ধ্বে এভাবে বিবেচনার কোনো সুযোগ থাকাটা গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪	এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উপর ন্যস্ত করা যথাযথ হবে না।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪	‘জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। আমার বাংলাদেশ পার্টি–এবি পার্টি

খসড়া সনদের ভাষ্য		অভিমত
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪	উল্লেখিত প্রস্তাবের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করছি। তবে যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য এবং যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য নয়, তার একটি সুস্পষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

১০। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

খসড়া সনদের ভাষ্য		অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪	‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪	এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব বিবেচনাপ্রসূত ও গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪	‘জুলাই জাতীয় সনদের ---------------বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–এটি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নয়।
অঙ্গীকারনামা (৬ ও ৭)	▪	অপ্রয়োজনীয়।

অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ এরূপ লেখা যেতে পারে– 'সাংবিধানিক সংস্কারের বাইরে জুলাই জাতীয় সনদের যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।'

১১। গণসংহতি আন্দোলন

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ '--- জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি'-এর 'সর্বোচ্চ' শব্দটি বাদ দিতে হবে। 'বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে'–কথাটি বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব বিবেচনাপ্রসূত ও গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ 'জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে।' এর পরের অংশ 'বিধায়-এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না'–বাদ দিতে হবে।
	▪ আগামী নির্বাচনকে সংবিধান সংস্কার পরিষদেও নির্বাচন হিসেবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে টেকসই করা যেতে পারে।

১২। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা ১ম অনুচ্ছেদ	বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় কোনো কনভেনশন ছিল না। ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের বর্ণনা এবং তুলনা জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ থাকা অপ্রয়োজনীয়।
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ '--- জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি'-এর 'সর্বোচ্চ' শব্দটি বাদ দিতে হবে। 'বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে'–কথাটি বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব বিবেচনাপ্রসূত ও গ্রহণযোগ্য নয়। এটি বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ 'জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না'–বাদ দিতে হবে।
	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই বর্তমান সরকারের আমলেই এসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১৩। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি	সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি-এর সঙ্গে 'গণতন্ত্র' যোগ করতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৪)	'জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না'–বাদ দিতে হবে।
	'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' নামে সংবিধানে একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন করতে হবে।
	'জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য একটি আইনগত বাস্তবায়ন কাঠামো' (Legal Implementation Framework) গঠন করতে হবে।

১৪। বাংলদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (১)	▪ ‘গণতন্ত্র’ পরিবর্তে ‘প্রতিষ্ঠা’ লিখতে হবে। মৃতের সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (২)	▪ ‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–কথাটি বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব বিবেচনাপ্রসূত ও গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ ‘জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’- এটা গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৫)	▪ ‘সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন’ শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই বর্তমান সরকারের আমলেই এসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১৫। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (১)	▪ কেউই সব বিষয়ে একমত নয়।
অঙ্গীকারনামা (৩)	▪ এই সনদের বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ ‘জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (১)	শেষ বাক্যে ‘----পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নৈতিকভাবে বাধ্য থাকবো’ লিখতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (২)	আপত্তি আছে।
অঙ্গীকারনামা (৪)	সংস্কার প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে যে কোনো নাগরিকের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৭। জাতীয় গণফ্রন্ট

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (৪)	‘জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে এবং এ বিষয়ে গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করা যাবে মর্মে লিখতে হবে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	শেষ বাক্য হবে ‘অবশিষ্ট অংশ নির্বাচিত সরকার কাল বিলম্ব না করে সংসদের প্রথম অধিবেশনে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে’।

১৮। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭-এর পরিপন্থি। সংবিধানের উপরে কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না।
অঙ্গীকারনামা (৩)	প্রস্তাবিত পন্থাটি সাংবিধানিক নয়।
অঙ্গীকারনামা (৪)	কোন কোন বিষয় আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে তা সংবিধানে বলা আছে। কোনো প্রশ্ন আদালতে উত্থাপন বন্ধ হলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

১৯। ১২ দলীয় জোট

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	জুলাই সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না।
অঙ্গীকারনামা (৪)	কোন কোন বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে তা সংবিধানে বলা আছে। কোনো প্রশ্ন আদালতে উত্থাপন বন্ধ হলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

২০। বাংলাদেশ লেবার পার্টি

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	জুলাই সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না।
অঙ্গীকারনামা (৪)	কোন কোন বিষয় আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে তা সংবিধানে বলা আছে। কোনো প্রশ্ন আদালতে উত্থাপন বন্ধ হলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।

২১। ভাসানী জনশক্তি পার্টি

খসড়া সনদের ভাষ্য	অভিমত
অঙ্গীকারনামা (২)	‘বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ প্রাধান্য পাবে’–কথাটির সঙ্গে একমত নই।
অঙ্গীকারনামা (৪)	▪ ‘জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–বাদ দিতে হবে। কারণ আমরা মনি করি, রাষ্ট্রের কোনো সিদ্ধান্ত, বিধান আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারে না। তাই এই সনদের দায়মুক্তি জুলাই সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।
অঙ্গীকারনামা (৮)	▪ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই বর্তমান সরকারের আমলেই এসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২২। জাকের পার্টি

জুলাই সনদ সংবিধানের উপরে থাকতে পারে না।

২৩। আমজনতার দল

‘জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না’–বাদ দিতে হবে। এ অংশটি অনুচ্ছেদ ৩-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

২৪। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

অঙ্গীকারনামা সম্পর্কে কোনো মতামত নেই।

২৫। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

(ক) জুলাই সনদ ২০২৫-কে শক্তিশালী আইনি ভিত্তি প্রদানপূর্বক কার্যকর বলে গণ্য করতে হবে।
(খ) পরবর্তী কোনো সরকার বা জাতীয় সংসদ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত জুলাই সনদ ২০২৫-কে চ্যালেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে পারবে না মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

২৬। খেলাফত মজলিস

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২৭। জমিয়তে উলেমায় ইসলাম বাংলাদেশ

অঙ্গীকারনামা সম্পর্কে কোনো মতামত নেই।

২৮। গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

জুলাই সনদ ২০২৫-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

২৯। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

আগামী নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে ৯০ দিনের জন্য ‘সংবিধান সংস্কার সভা’ হিসেবে ঘোষণা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর অঙ্গীকারনামা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের মতামতের সারাংশ

অনুচ্ছেদ	খসড়া	দলের মতামত
অনুচ্ছেদ-১	যেহেতু বাংলাদেশের সাংবিধানিক কনভেনশনের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কার্যত কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের সকল কার্যাবলি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়;	**বিএনপি ও এনডিএম মনে করে যে,** বাংলাদেশে কখনো সাংবিধানিক কনভেনশনর ছিল না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে এর আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়।
অনুচ্ছেদ-২	একইভাবে যেহেতু ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর গণ-অভ্যুত্থানোত্তর সময়ে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ, অতঃপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও আইনি কাঠামো না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের রূপরেখা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ওই ধরনের কার্যাবলিকে বৈধতা দিয়ে পরবর্তী সংসদ গণ-অভ্যুত্থানে প্রদত্ত জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে;	**বিএনপি** মনে করে ১৯৯০ সালে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেননি। তখনকার উদাহরণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয়।
অনুচ্ছেদ-৩	সুতরাং উল্লেখিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে–	বিএনপি মনে করে 'সাংবিধানিক কনভেনশন বজায় রেখে' এর পরিবর্তে **'জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে'** লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকার-১	জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন **'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র** দলিল হিসেবে 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবো।	বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন মনে করে যে, **'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত'র** দলিল- র পরিবর্তে **'রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল'** লেখা যেতে পারে।
অঙ্গীকার-২	এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ; তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও **সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি** হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' প্রণয়ন করেছি বিধায় এই সনদের সকল বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবো এবং বিদ্যমান সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই সনদের বিধান/প্রস্তাব/সুপারিশ **প্রাধান্য পাবে।**	▪ বিএনপি, এনডিএম ও গণসংহতি আন্দোলন মনে করে যে, 'সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি' থেকে **'সর্বোচ্চ'** শব্দটি বাদ দিতে হবে। ▪ 'জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধানের ওপর প্রাধান্য পাবে'–এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয় বিএনপি, নাগরিক ঐক্য, এনডিএম, গণফোরাম, সিপিবি, এলডিপি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দেলন, বাসদ, ১২ দলীয় জোট, জেএসডি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, লেবার পার্টি, বাংলাদেশ জাসদ, ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও জাকের পার্টি।
অঙ্গীকার-৩	এই সনদের কোনও বিধান, প্রস্তাব বা সুপারিশের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার এখতিয়ার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকবে।	▪ জাতীয় সনদের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এখতিয়ার সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করে বিএনপি, নাগরিক ঐক্য, এনডিএম, গণফোরাম, এলডিপি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দেলন, বাসদ, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, বাসদ (মার্কসবাদী)।

অঙ্গীকার-৪	জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর প্রতিটি বিধান, প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এর বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা, কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।	▪ এর সঙ্গে একমত নয় বিএনপি, নাগরিক ঐক্য, এনডিএম, গণফোরাম, সিপিবি, এলডিপি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দেলন, বাসদ, ১২ দলীয় জোট, জেএসডি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, লেবার পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও বাসদ (মার্কসবাদী)।
অঙ্গীকার-৫	'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বিষয়ে যেসব প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, **লিখন ও পুনর্লিখন** এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, **লিখন, পুনর্লিখন** বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করবো।	▪ এ অনুচ্ছেদের দুই স্থানে লিখিত **লিখন, পুনর্লিখন** শব্দদ্বয় বাদ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেবিএনপি, সিপিবি ও জেএসডি। ▪ বাসদ **সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন, পুনর্লিখন**বাদ দিতে বলেছে।
অঙ্গীকার-৬	আমরা ঐকমত্যে স্থির হয়েছি যে, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।	▪ বিএনপি দ্বিতীয় লাইনে 'জনগণের' শব্দটির পওে 'দীর্ঘ ১৬ বছরের' শব্দ যোগ করতে বলেছে। ▪ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বলেছে এ অনুচ্ছেদের প্রয়োজন নেই।
অঙ্গীকার-৭	আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, রাষ্ট্র ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহিদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহিদ পরিবারসমূহকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।	▪ বিএনপি 'আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে', এরপরে রাষ্ট্র **'দীর্ঘ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের' সংযুক্ত করতে বলেছে।**
অঙ্গীকার-৮	আমরা এই মর্মে একমত যে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর যে সকল প্রস্তাব/সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেগুলো কোনও প্রকার কালক্ষেপণ না করেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।	▪ **বিএনপি** 'পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে' বাদ দিতে বলেছে। ▪ **জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, নাগরিক ঐক্য, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি,বাসদ, ভাসানী জনশক্তি পার্টি**----- অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য'-এর পরিবর্তে 'বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার এই সনদের সকল বিধান, নীতি, সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করবে' প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।